For higher research, specially the attention of Legislatures of Muslim dominated secular states and this departments of the universities is being drawn: Law, Philosophy, History, Sociology, Political Science, International Relations, Islamic Religion and Culture, Sufism, Mythology, Comparative Theology, English Literature, New World Order etc.

- Publisher: Secular Muslim Jamaat

ISBN 978-984-35-5873-2

STREAM OF PROPHETHOOD THE KHILAFAT

BY: SHAH MOHAMMAD FAISAL

প্রত্যাদেশ

শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল

নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ও স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত

STREAM OF PROPHETHOOD THE KHILAFAT AND SECULAR MUSLIM JAMAAT

প্রত্যাদেশ

শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল

প্রত্যাদেশ

নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ও স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত

STREAM OF PROPHETHOOD THE KHILAFAT AND SECULAR MUSLIM JAMAAT

শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল

স্যাকুলার সুলতানুল কলম, খলিফাতুল্লাহ্, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ, মীসাকান্নাবীঈন,
খাতামান মুজাদ্দিদিন, ইমাম মাহাদী, আদম, গোলাম-এ আহমদ হযরত শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল।
প্রতিষ্ঠাতাঃ স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত।

প্রত্যাদেশ

নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ও স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত

STREAM OF PROPHETHOOD THE KHILAFAT AND SECULAR MUSLIM JAMAAT

রচয়িতা	প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল।
মোবাইল	০১৭১১২৮৭৩৭২৩
ই-মেইল	promisedmujaddid@gmail.com
রচনা কাল	২০১৪ - ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রকাশ কাল	বাংলা একাডেমি ২১শে বইমেলা ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রকাশক	স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত শাহসুজিয়াইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
কম্পোজ	yazaulharb@facebook.com
প্রুফ রিডার (দ্বিতীয় অধ্যায়)	এস জি কিবরিয়া দীপু, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ।
মুদ্রন	কিশোর অফসেট প্রিন্টার্স, নিউ মার্কেট, কিশোরগঞ্জ।
পরিবেশক	স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত।
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নং	ɪ.978-984-35-5873-2
স্বত্বাধিকারী	লেখক
সৌজন্য মূল্য	৫০০ (পাঁচ শত) টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথাঃ স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত পূনঃগঠনে নির্বাহী সদস্য ও চাঁদা আহ্বান

Publisher's note: Sacular Muslim Jamaat calls for executive members and donations to reorganize)

স্যাকুলার মুসলিম ভাই,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। পঞ্চদশ হিযরী শতাব্দির শিরোভাগে খোদাতালার প্রত্যাদেশে সিক্ত তাহদাস বা চিন্তা-গবেষনায় মুসলিম অধ্যুষিত গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানকে প্রায়োগিক দিক থেকেও চার ভাগে বিভক্ত করা হলে এর এক ভাগের নাম হয় স্যাকুলারিজম। প্রতিদিন বাংলার আকাশ, বাতাস, ফুল, পাখীর ভালবাসায় কেউ গান গেয়ে উঠলে সেই গান হয় বাংলাদেশ জাতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা স্বরুপ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সাহিত্যকর্ম। প্রতিদিন চা-স্টল ও গণপরিবহনের মতো যথা তথা জনগন যে মুখরোচক কথোপকথনে মুখরিত হয়ে উঠে এগুলো হয় গনতন্ত্রের সাহিত্যকর্ম। প্রতিদিনকার পারিবারিক সম্পর্কের যত কথা সমস্তই হয় সমাজতন্ত্রের সাহিত্যকর্ম। অভাব কেবল স্যাকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ব্যাখ্যা ও সাহিত্যকর্মের, দারুন অভাব, আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার শুরু হতেই বিশ্বজোড়ে বিস্তৃত এই অভাব। নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ গণসচেতনতামূলক এই আন্তরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অভাব পূরনে ইসলামের স্যাকুলার সুলতানুল কলম, খলিফাতুল্লাহ, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ, মীসাকন্নাবীঈন, খাতামাল মুজাদ্দিদিন ও ইমাম মাহাদী হওয়ার দাবীতে হযরত শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম মাতৃভাষা বাংলায় রচনা করেন 'প্রত্যাদেশ (STREAM OF PROPHETHOOD THE KHILAFAT)' নামক কিতাব আস সহিফা। প্রত্যাদেশমূলক এই কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত (State politics and human rights secularized Muslim society)' এর ভূমিকা এক কালেমার ভিত্তিতে বিশ্বমুসলিম ঐক্য (world muslim unity on one kalima), ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক ও মানবিক অধিকার চর্চা (practicing secularism in civil a human rights), অমুসলিম সমাজে সহনশীল সহাবস্থান (tolerant coexistence in non-muslim societies), এই তিন মূলনীতির উপর আমরা একত্রিত হয়েছি, সংশ্লিষ্ট নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের প্রতি বিশ্বাস সংরক্ষিত আল্লাহ ও তাঁর সমকালিন প্রত্যাদিষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর। খ্রিষ্ট ধর্মিয় রুম, যরুস্টাইন ধর্মিয় পারস্য, এভাবে সর্বত্র পৃথিবীতে ধর্মিয় রাজনীতির স্বর্ণযুগ ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে স্যাকুলার সুলতানুল কলমের ভূমিকায় আরবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ, খাতামান্নাবীঈন, ইমামুল মুরসালিন, রহমতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম। মদিনার ইহুদি, মদিনার খ্রিষ্টান, মদিনার পৌত্তলিক, মদিনার মুসলিম সবাই এক উম্মাহ বা পৃ-তাত্ত্বিক জাতীভূক্ত, এই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মগ্রন্থ মদিনা সনদের মূলকথা। ইতিপরে দুঃখজনকভাবে সীমাহীন স্বাধিনতার পৌলিয় গণতন্ত্র ও চরম বস্তুবাদীতার কুপ্রভাবে ওসব প্রথাসর্বস্ব ধর্মগুলোর মতো ইসলামের কলমও যখন তরবারি হয়ে গেল তখন পৃথিবীতে স্যাকুলার মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি মদিনা রাষ্ট্রও হয়ে গেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার হত্যাকারী ও নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক ধাঁচের বর্বর ধর্মরাষ্ট্রের ভিত্তি। আরবের যুগান্তকারী মুসলিম স্যাকুলার রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মতোই বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে তথা নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে

ধর্মনিরপেক্ষকরণে কথিত নাগা সন্ন্যাসীদেরকে সাথে নিয়ে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন লেখকের পূর্বপুরুষ পীর-ফকির সাহেবান রহমতুল্লাহি আলাইহে। দুঃখজনকভাবে আবারো আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হলো আরেক ধর্মরাষ্ট্রের, অহিংস-পরমত হিন্দু ধর্মরাষ্ট্রের। স্যাকুলার রাষ্ট্রচিন্তার স্লোগানে দ্বিখন্ডিত হলো আমাদের ভারতবর্ষ, প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলিম অধ্যুষিত স্যাকুলার রাষ্ট্র পাকিস্তান। ইতিপরে দুঃখজনকভাবে আবারো পাকিস্তান হয়ে গেল এক ধর্মরাষ্ট্র, আবারো পাকিস্তানে স্যাকুলার রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হলো, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধিন হয়ে হলো স্যাকুলার বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হলো স্যাকুলারিজম। দুঃখজনকভাবে আবারো সাংবিধানিক স্যাকুলার বাংলাদেশেও পাকীবাদের অনুসরণে মওদুদীবাদী ধর্মিয় রাজনীতির উত্থান ঘটলে এর মোকাবেলায় নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রচেষ্টায় ২০০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল সাহেব বাংলাদেশে রাজনীতির রহস্যপুরুষ খ্যাত সিরাজুল আলম খান দাদা-ভাইয়ের অনুসন্ধানমূলক মৌন সমর্থনে গঠন করলেন (বাঙ্গাল-কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) বকশাল গেজেটিড ইন্টারন্যাশনাল, সেসময় বাংলাদেশে সেই সংগঠনের মহান প্রচার-প্রচারনায় স্যাকুলার সুলতানুল কলমের ভূমিকায় তাঁর আবির্ভূত হওয়ার প্রভাবেই (angelic activity) বিস্ময়করভাবে স্যাকুলারিজমের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে মন্ডিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে ধ্বংসস্তুপ থেকে টেনে এনে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশে স্যাকুলার সুলতানুল কলম আলাইহিস সালামের আবির্ভাব প্রমানে কলমী সালতানাতের আরেক শ্রেণি নিদর্শন স্বরুপ এই মহাপ্রভাবশালী কলম তাঁর অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী, দিকনির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনায় ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মিয় রাজনীতি মুক্ত করে এবং আওয়ামীলীগকে 'ওলামা লীগ' মুক্ত করে আওয়ামীলীগের শেষ গন্তব্য নির্ধারন করে সদ্য-সংগঠিত স্যাকুলার মুসলিম জামাত- এ, যেখানে নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের ঘেরে-তবলীগ সদস্য হিসাবে অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনিও এইদিকে আমন্ত্রিত, নূহ-ই নৌকা স্বরুপ প্রত্যাদেশ নামক এই কিতাব আস সহিফাটি পড়ুন, বারবার পড়ুন, নেতৃত্বের-যোগ্যতার মানবিয় দাবী পরিহার করে এই মহতি নবুওয়াতের ধারা খেলাফত-সালতানাতে নিবাহী সদস্যপদ লাভে ধন্য হোন, স্যাকুলার সুলতানুল কলমের কাদি ও কেন্দ্রের সাথে আপনার এই সালাত-সংযোগ প্রতিষ্ঠিত রাখার অন্যতম উপায় স্বরুপ সাধ্যমত নিয়মিত চাঁদা আদায় করে এথেকে প্রতিনিয়ত ক্রমশঃ সত্যের গুন প্রতিদান বুকে নিয়ে থাকুন।

ওয়াসাল্লাম,

শাহ্ মোঃ শরীফুল আলম
আমীর-এ খেলাফত

মোঃ কামরুজ্জামান কামাল
আমীর-এ সালতানাত
স্যাকুলার মুসলিম জামাত

ভূমিকাঃ প্রত্যাদেশ

প্রত্যাদেশ, প্রতি+আদেশ, আদিষ্টকে সৃষ্টি করার সীদ্ধান্ত ঘোষনা ছিল এক আদেশ, তখন স্রস্টা ভিন্ন সৃষ্ট কেউ ছিল না তাই সেই আদেশ কারো প্রতি আরোপিত ছিলনা, বরং সেটা ছিল স্রষ্টার নিজের প্রতিই নিজের কথিত আদেশ অর্থাৎ সংকল্প, এরপর ছয় দিনে সৃষ্টিকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সপ্তম দিনে স্রস্টা তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত হয়ে যে পুনরাদেশ জারি করলেন তা হচ্ছে প্রত্যাদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব আদম হতে দুই হাজার খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ ছয় হাজার বছরে হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়া সাল্লামের উপর নাযেলকৃত আল্লাহর আদেশ হচ্ছে কোরান'। যবুর, ইঞ্জিল, আবেস্তা, বেদ, গীতা ইত্যাদি সকল সহিফা হচ্ছে উম্মুল কিতাব কোরানের তফসীর স্বরুপ, যেভাবে এযাবৎকালিন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের হৃদয়ে নাযেল হতে থাকা প্রত্যাদেশ সম্বলিত তফসীরুল কোরান এক-এক কিতাব আস সহিফা বিশেষ। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের প্রত্যাদেশ সম্বলিত রচনা এই 'প্রত্যাদেশ' নিঃসন্দেহে এক কিতাব আস সহিফা, পবিত্র প্রত্যাদেশ সম্বলিত কিতাব ছাড়া কোন নবী-মুহাদ্দিস নেই, নবী-মুহাদ্দিস মাত্রই প্রত্যাদিষ্ট, কোন ধরনের মানবিয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ছাড়াই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির 'প্রত্যাদেশ সমগ্র' যেমন এক নির্ভুল আল্লাহর কিতাব, তেমনি নিজ হৃদয়ে নাযেলকৃত আল্লাহর কিতাব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে প্রত্যাদিষ্টের মানবিয় জ্ঞানের অলংকরণ ত্রুটিমুক্ত নয়, যেভাবে প্রত্যাদেশ সমগ্র কোরান এক নির্ভুল আল্লাহর কিতাব হওয়া স্বত্বেও এর মানবিয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে মদিনার স্থলে আবিসিনিয়ায় হিযরতের সীদ্ধান্ত ত্রুটিমুক্ত ছিলনা, সুতরাং এর সম্ভাব্য সকল প্রকার মানবিয় ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়। বাংলা ভাষার 'প্রত্যাদেশ' নামক এই কিতাব আস সহিফা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্থ হয়েছে, প্রথম অধ্যায়ঃ নবুওয়াতের ধারা খেলাফত, এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে ১. নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা কোরান উল্লেখিত খলিফা নয়, ২. প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের আবির্ভাবই ইসলামে নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের মূলধারা, ৩. নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যস্থলে অন্তর্বর্তীকালিন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র প্রসবে কথিত ফকির বিদ্রোহের শেষ পরিনতি আহমদীয়া আন্দোলন, ৪. জামাত ও আঞ্জুমান পুনঃগঠনে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত প্রবাহমান থাকার প্রয়োজনীয়তা, ৫. মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি, ৬. বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তন ও ইমাম মাহদী রুপে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্যাকুলার মুসলিম জামাত, এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে ১. পুরাতন ধর্মগ্রন্থাদীতে কেয়ামত কথিত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাগত, ২. এক কালেমার ভিত্তিতে বিশ্বমুসলিম ঐক্য, ৩. নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা, ৪. অমুসলিম সমাজে সহনশীল সহাবস্থান, ৫. নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যস্থলে অন্তর্বর্তীকালিন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ৬. আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে অরাজনৈতিকরণে গৃ-তান্ত্রিক জাতীসংঘ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কারো কাছে নবুওয়াত নাযেল হলে তাঁকে নবী বলা হয় যেভাবে সেভাবে নবীর পর নবুওয়াতের ধারা নাযেল হতে থাকা অব্যাহত থাকে যে মুসলিম হৃদয়ে তাঁকে খলিফা বলা হয়, নবুওয়াত-খেলাফত নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত হতে থাকা এক পবিত্র দাবীর বিষয় যা সত্যায়নে মুসলিম জামাতে নির্বাচনের আয়োজন হয়, সেই

নির্বাচন হয়ে থাকে আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র, মানবজাতীর দূর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে সত্যায়িত না হয়ে বরং এই দাবীতে অটল থাকার কারনে তাদের দ্বারা নিহত হয়ে গেলেও কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী মিথ্যা হয়ে যায় না, সমস্ত মানবজাতীর অনাস্থা স্বত্তেও তিনি তাঁর আপন গুনাবলীতে উদ্ভাসিত আল্লাহর খলিফা হয়ে থাকেন। জগতের উপর সত্য-প্রত্যাদেশের এক বাস্তব স্বয়ংক্রিয়তা বিদ্যমান থাকে যা সমকালিন যাবতীয় মিথ্যাদাবীর জীবনশিরা কেটে দিয়ে সত্যকে মূর্তিমান করে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমান বিবেচিত হয়। ন্যূনতম আভিধানিক অর্থেই হোক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী ছাড়া নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা আল্লাহর খলিফা তো নয়ই রসূলের খলিফাও নয়। প্রত্যেক শতবছর ব্যাপি আবির্ভূত হতে থাকা খলিফাতুল্লাহগনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ খলিফাতুল্লাহ হচ্ছেন শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগন, প্রকাশ থাকে যে, অধম লেখক প্রথম দশক হতে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হওয়ার উচ্চকিত দাবীদার, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, মুসলিম জামাত পুনঃগঠনের দায়বোধ ছাড়া কোন খেলাফত থাকতে পারেনা, এই খেলাফত-প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন মুসলিম জামাত থাকতে পারেনা, প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধর্মিয় মতভেদ নিরপেক্ষ-স্যাকুলার মুসলিম ছাড়া কেউ নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের মান্যকারী হতে পারে না, খেলাফতের মান্যকরণ ছাড়া স্যাকুলার মুসলিম হওয়ার দাবী নাস্তিকতার নামান্তর, নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্যাকুলার হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার ও একইসাথে নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের অমান্যকরণ মুসলিমকে কোন না কোন ধর্মরাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত রাখে আর ধর্মরাষ্ট্র কোনভাবেই নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পারে না, ভূ-সীমা ও সেনাবাহিনী নির্ভর ধর্মিয় রাষ্ট্রনীতি শেষ পরিণতিতে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে পারে না। এই কারনে পুরাতন ধর্মগ্রন্থসমূহে কেয়ামত কথিত সমাগত সর্বকালীন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মোকাবেলায় এই কিতাবকে 'নবুওয়াতের ধারা খেলাফত' ও 'স্যাকুলার মুসলিম জামা'ত' নামের সংক্ষিপ্তাকার 'খেলাফত ও জামাত' নামেও অভিহিত করা যায়। এই কিতাব পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগস্থ প্রত্যাদেশ সম্বলিত সহিফা হওয়ার দাবী করা স্বত্ত্বেও এসময় যে পাঠক এটা একবার হলেও সম্মানীত ফিরিশতাকূলের সান্নিধ্য ও সাহায্য অনুধাবনে পূর্ণ মনোযোগের সাথে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ না করে পথিমধ্যে নতুন কথা শুনা মাত্রই মিথ্যা সাব্যস্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠে আর মুখরোচক সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠে তার হৃদয়ে নিশ্চয়ই এমন অহংকার বাসা বেঁধেছে যা জ্ঞানার্জন, উচ্চাকাঙ্খা ও খোদামিলনের অন্তরায়। সমকালিন পৃথিবীতে কথিত খোদালাভের দাবীদার কেউ এই কিতাবের বিরুদ্ধে খোদাতালার পক্ষ হতে সমাধিক নিদর্শন এনে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আমার স্থলে অন্য কাউকে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হিসাবে মেনে নিতে সক্ষম নয়......... চ্যালেঞ্জ। মানবিয় স্বত্ত্বায় এই কিতাবের অন্যতম প্রভাব এই যে, পূর্ণাঙ্গীন পাঠ শেষের পূর্বেই আল্লাহ পাঠককে কোন না কোন সুমহান আধ্যাত্মিক নিদর্শনে ভূষিত করে ছাড়বেন, অভূতপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করবেন, রাজাধিরাজ পাঠকের দৃষ্টি খোদার নাগাল না পেলেও তাঁর উৎসুক দৃষ্টির কাছেই খোদা ধরা দিবেন ইনশাল্লাহ।

নিবেদক
শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল

প্রথম অধ্যায়

নবুওয়াতের ধারা খেলাফত

Stream of Prophethood the Khilafat

১. প্রত্যাদেশ ছেড়ে খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের অন্য দিকে দৌড়ানোর ভবিষ্যদ্বানী

সূরা জুম্মাঃ ১০-১২, মূসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের মান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমদেরকে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে যখন আল্লাহর সাথে বান্দার দ্বিপাক্ষিক সালাত-সংযোগের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদেশ করা হয়, প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের সংস্পর্শে তাঁর সত্যতায় অন্যদেরকেও প্রত্যাদেশ লাভের অভিজ্ঞতায় ধন্য করা হয় তখন সেই অভিজ্ঞতার স্মরণে নিরবিচ্ছিন্ন থেকে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ধন্য হতে থাক এবং এই সালাত-সংযোগের উপর ব্যবসা-বানিজ্যের গুরুত্বকে পরিত্যাগ কর। এরপর ঈসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মান্যতায় যখন সালাত-সংযোগ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন প্রতিষ্ঠিত সালাত-সংযোগ মানেই সালতানাত জেনে খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা নতুন বিশ্বব্যবস্থার উত্তোরনে ছড়িয়ে পড় এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার অনুসন্ধান কর এবং সালাত-সংযোগে লাভ করা খোদামিলনের যত অভিজ্ঞতা সব বেশী বেশী স্মরণ কর যেন প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অন্তর্বর্তীকালিন করে এর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পার। এরপর সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বানী এই যে, বস্তুগত সালতানাত ও উপনিবেশীক যুগ শেষে চতুর্দশ হিযরী শতাব্দির শিরোভাগে খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা যখন বিশ্ববাজার ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির চরমোৎকর্ষতার যুগ দেখতে পাবে তখন তারা প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে একাকী দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে ঐদিকে দৌড়াতে থাকবে। এক্ষেত্রে তখন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ হবে যে, নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে বিশ্ববাজার ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির চরমোৎকর্ষতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর, বস্তুত আল্লাহ রিজিকদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

২. 'ইয়াকসারুস সলীব' অর্থ খ্রিষ্টিয় মুসলিম নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী

হাদিসে মোহাম্মদে খ্রিষ্ট সদৃশ চতুর্দশ মুজাদ্দিদের নাম রাখা হয় 'ইয়াকসারুস সলীব' যে নামের আক্ষরিক অর্থ হয় ক্রুশ ভঙ্গকারী, ক্রুশ হচ্ছে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক হয়ে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত নেতৃত্বের প্রতিক, সুতরাং এই নেতৃত্বের অপসারনে অনাস্থা ভোটাধিকারী হচ্ছেন সেই ইয়াকসারুস সলীব। অন্যের ঘরের নয় বরং নিজ ঘরের নিজ হৃদয়ের ক্রুশীয় মুর্তি ভাঙা হচ্ছে ইসলামী সংস্কারকাজের অনিন্দ সুন্দর দিক, এদিক থেকে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন না যে খলিফাতুল মসীহ পোপ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী হতে পারতেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর মান্যকারী খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনেই ইয়াকসারুস সলীব আখ্যায়িত হয়েছে হযরত খাতামাল্লাবীঈনের হাদিসে। মসীহের মৃত্যুর পরেও খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের খলিফা নির্বাচনকেই মসীহের নির্বাচন বলা হলে সেই বিধিবদ্ধতায় অবধারিতভাবে জামাতের অনাস্থা নির্বাচনে কেন

স্বয়ং মসীহকেই অনাস্থা ভোটাধিকারী বলা হবে না? ভবিষ্যতব্য দৃষ্টিপটে রেখে যেভাবে প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকে 'ইয়াকসারুস সলীব মসীহ বা খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী' বলা হয়েছে সেভাবে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে 'ইয়াযাউল হার্ব যুলকার্ণাইন বা সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ন্ত্রক'। গত চতুর্দশ হিযরী শতাব্দি আমাদের এই বর্তমান শতাব্দির মতো এমন রাজনৈতিক বিশ্বায়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের ছিল না তো 'ইয়াযাউল হার্ব' উপাধীটি কেন প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের উপর আরোপিত হবে? না বরং 'ইয়াযাউল হার্ব' তো প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের উপরই একচেটিয়াভাবে আরোপযোগ্য, আর এছাড়া প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগীতার অঙ্গীকার স্বরূপই হাদিসে প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের নাম রাখা হয়েছে 'ইয়াকসারুস সলীব বা খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী'।

৩. আপন মহিমায় বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আবির্ভাব

সূরা জুম্মাঃ ৪, তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন ইহুদিয় মুসলিমদের মধ্য হতে খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের মধ্যেও যারা অচিরেই মিলিত হবে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে তার আপন মহিমার আবির্ভাবে'। এই আয়াতের পরবর্তী আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে এর পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত উম্মি হচ্ছে ইহুদিরা, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ছাড়া আরো অনেক মুফাস্সিরগনের মতানুসারেও উম্মি হচ্ছে অন্ধভাবে আল্লাহর তসবীহকারী ইহুদিরা, আর এই ইহুদিরা প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে গ্রহন করছে মূসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ, ধন্য হয়েছেন ইহুদিয় মুসলিম পরিচয়ে। এরপর আল্লাহ নবীজির এই মূসা ইবনে মরিয়ম সাদৃশ্যতাকে দেখাবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম সাদৃশ্যতায়, নিঃসন্দেহে এই সেই জুম্মার দিন এবং নবীগনের জামে মসজিদ মসীহি স্বত্তার প্রতিক কাদিয়ান বায়তুল আকসাই, নিঃসন্দেহে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম। এরপর তৌরাত সদৃশ কোরানের দায়ীত্বভার গ্রহন না করে কেবল কাগুজে কিতাবের বুঝা বহনের জন্য মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী মুসলিমরা যেভাবে ইহুদি সাব্যস্থ হয়েছে সেভাবে তাঁর মান্যকারীরাও পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগে আজ খ্রিষ্টান সাব্যস্থ হচ্ছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে হযরত বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আপন মহিমায় উদ্ভাসিত প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকে একা ছেড়ে তাদের ব্যাবসা-বানিজ্য ও আমোদ-প্রমোদে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার কারনে।

৪. আনাম ছিল মাগদুব ও দোয়াল্লীনের পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষিত

সূরা ফাতেহাঃ ৭, উম্মুল কোরানের শেষ কথা 'সিরাতোল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন' অর্থ হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাগদুব-ইহুদিয় মুসলিম ও দোয়াল্লিন খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের পরবর্তী মহা পুরুস্কার প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ

আলাইহিস সালামের দিকে পরিচালিত কর্ম। লা আল মাহাদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা অর্থাৎ মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগন কেউ ইমাম মাহাদী নন, ইমাম মাহাদী হচ্ছেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম। এই হাদিস এই আয়াত হতেই অনুসৃত হয়ে থাকবে, কারন এযাবৎকালিন সর্বস্বীকৃত মতামতও এটাই যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে সর্বশ্রেষ্ট ঐশি পুরুস্কার হচ্ছে এই মাহদীয়াতের ইমামাত। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি মোযক মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের দিকে পরিচালিত করার দোয়াই শিক্ষা দিচ্ছে উম্মুল কোরানের শেষ আয়াত। মোহাম্মদী মসীহি স্বল্পার প্রতিক কাদিয়ান বায়তুল আকসায় বনী ইসরাঈলী সাদৃশ সমস্ত নবী-খলিফাগনকে সম্মিলিত করার কারনেও এই আয়াতে উল্লেখিত আনামের অর্থ হয় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদিয়াত। বায়তুল আকসায় সমস্ত নবীগনকে সম্মিলিত করার অর্থ হচ্ছে আসহাবে মসীহগনের কাছে ওহি হওয়া আর পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ পর্যন্ত প্রত্যেক বয়াতকারী মানেই এক-এক ন্যুনতম আবিধানিক অর্থেই হোক নবী, আর প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হবেন এই মোহাম্মদী মসীহের সর্বকনিষ্ঠ অসহাব, প্রাথমিকভাবে আসহাবে মসীহ অর্থে নবী। এই বায়তুল আকসা ছাড়া অন্য কোথাও নবীগনের সম্মিলিত হওয়ার কোন কথা নেই, এই মসীহ সদৃশ মুজাদ্দিদের আসহাব ছাড়া অন্য কোন নবী-মুজাদ্দিদগনের আসহাবগনেরও আমভাবে নবী হওয়ার কথা নেই কোথাও। নবীগনের মাধ্যমে মানবজাতীর নিকট হতে আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহনেরই ছিল এই সম্মেলন, অঙ্গীকার এই ছিল যে, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সত্যায়নে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে সাহায্যকারী হবে সমগ্র মানবজাতী, পূর্ববর্তী কিতাবধারীগন হবেন ঈমান আনায়ন ও সাহায্যকরণে অগ্রগামী। যে যুগে সম্মিলিত হওয়ার আজন্ম বাসনা ছিল অতীতের সকল নবী-মুহাদ্দিসগনের, যে শতাব্দির শিরোভাগস্থ আনামের স্মৃতিচারণ করবেন কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আবির্ভূত হতে থাকা সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন, পূর্বাপর নবীসমস্তের বাসনা ও স্মৃতিচারণ হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের সমকালিন ও মান্যকরণ প্রসঙ্গের আসহাবে মসীহগন, যে আসহাবে মসীহগন ছাড়া অন্য সকল আহমদী দাবীদাররা হবে প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের মান্যকারী দোয়াল্লিন খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত। পূর্ববর্তী সকল নবীগনের বাসনায় যে আনাম নির্ধারিত ছিল আর পরবর্তী সকল নবীগনের স্মৃতিচারণে যে আনাম নির্ধারিত আছে তা হচ্ছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তির পরবর্তী বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালামের এই স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তন।

৫. স্যাকুলার মুসলিম ধর্মবিশ্বাসী সনাক্তকরণ চিহ্ন

কোন কোন কুধারনা পাপ বিশেষ তো এটা একদম ঠিক, কিন্তু কারো সম্পর্কে সত্য কুধারনা না করলে পরে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহন সম্ভব হয় না। প্রাথমিক পরিচয়-পরিস্থিতিতে একমাত্র স্যাকুলার মুসলিম' ছাড়া যে কোন বিশেষনে বিশেষায়িত মুসলিম ধর্মবিশ্বাস সন্দেহজনক, কারন মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের নামেই প্রচলিত আছে জঙ্গীবাদ, নাস্তিকতাবাদ, মূর্তিপুজা, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টনিটি ইত্যাদি অসংখ্য অনিষ্টকর নেটওয়ার্কিং। অন্যদিকে স্যাকুলার মুসলিম ধর্মবিশ্বাসী সনাক্তকরণ চিহ্ন হচ্ছে, ১. উচ্চকিত দাবীতে তিনি ইসলামের সমকালিন নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত, ২. তিনি এই ইসলাম ধর্মের প্রান খেলাফত বলতে অন্য ধর্মাব্দদের মতো রাষ্ট্র, সংগঠন কিংবা জামাতকে বুঝেন না, ৩. তিনি নিতান্ত মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খেলাফতের স্থলে নবুওয়াতের প্রবাহমান ধারায় উজ্জিবিত, ৪. ধর্ম শিখার জন্য তিনি কিতাবাদী, একাডেমি ও গুরুজনের স্থলে চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল হয় সর্বজ্ঞান ও চিরঞ্জীবিতায় মানবিয় জীবশিরার চেয়েও নিকটবর্তী কথাবলা আল্লাহর উপর, ৫. তিনি নতুন আকাশ নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষস্থলে স্বীকৃত এক অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রের সীমাহীন স্বাধিন-স্বার্বভৌম মুহাদ্দিস রাজা হয়ে থাকেন, ৬. তিনি তাঁর রাজত্বের সর্বসাকল্যই নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের আমানত জেনে প্রজন্মান্তরে এর অনুকূলে উদারীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় রাজ্যাভিষেকে, ৭. তিনি তাঁর নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে রাজত্বের দুই-তৃতীয়াংশ এক প্রজন্মের ভোগদখলে আবেদন করে রাখেন।

৬. আল্লাহর ওয়াদা খেলাফত আর জামাতের ওয়াদা পুনঃগঠিত হওয়া

খেলাফতে ওয়ালাল্লাহ বা আল্লাহর ওয়াদা খেলাফত হচ্ছে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত, জামাতের ওয়াদা নয়, নবীগনের মাধ্যমে জামাতের ওয়াদা হচ্ছে নবুওয়াত-প্রত্যাদেশ দাবী ভিত্তিতে জামাত পুনঃগঠনের। জামাত বা জামাতের সম্মানীত ভোটারগন প্রত্যেকেই কি এক এক প্রত্যাদেশদাতা খোদা যে জামাতে কেউ তাদের দ্বারা নির্বাচিত হলেই পরে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ায় দাবী বিবেচনা করে দেখা যেতে পারবে? না, আয়াতে এস্তেখলাফ সূরা নূরঃ ৫৬ কোরানে তো খেলাফতকে আল্লাহর ওয়াদা বলা হয়েছে, জামাতের ওয়াদা বলা হয়নি, অন্যত্র জামাতের ওয়াদা হচ্ছে আনুগত্যের ওয়াদা, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহর খলিফা হিসাবে কেউ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী উচ্চকিত করলে পুনঃগঠিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার ওয়াদা হচ্ছে জামাতের, আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট-খলিফা-নবী কর্তৃক মনোনীত উলিল আমরের সত্যায়ন বা আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র হচ্ছে জামাতের নির্বাচন ও ভোটাধিকার। নবুওয়াতের ধারা খেলাফত লাভের দাবী উচ্চারিত হচ্ছে স্যাকুলার মুসলিম জামাতের প্রতি, অন্য কোন প্রকার মুসলিম জামাতের প্রতি নয়, রাষ্ট্র-সংগঠন ও জামাত নিজেকে প্রচলিত ধর্মমত

হতে নিরপেক্ষ করতে না পারলে নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতাকে সেই জামাত গ্রহন করতে পারে না, এজন্য একমাত্র স্যাকুলার মুসলিম জামাত হচ্ছে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত নায়েলের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ অনুসন্ধিৎসু স্যাকুলার মুসলিম জামাতের হাতে রাষ্ট্র আছে কিন্তু খেলাফত ছিলনা, আর বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের অন্যান্য মুসলিম জামাতসমূহের প্রত্যেকের হাতে ছিল এক এক ধর্মরাষ্ট্র, এই ধর্মরাষ্ট্রকেই তারা কথিত খেলাফত আখ্যায়িত করতে চায়, নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে ধর্মের অনুকূলে রাখার কারনে তাদের উপর ভিন্ন ধর্মরাষ্ট্র ও স্যাকুলার রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে তাদের উদিল আমর একক পরাশক্তিধর মার্কিন রাষ্ট্রক্ষমতার দমন-পীড়ন চলে অবধারিতভাবে, দুষ্টের দমন স্বরুপ। নবুওয়াতের ধারা খেলাফত থাকে সর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর কার্যনির্বাহক আল্লাহর হাতে আর তা প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে এক পৃ-তাক্তিক জাতীসংঘের মাধ্যমে বরণ করে নেয় জাতীতে জাতীতে সংগঠিত স্যাকুলার মুসলিম জামাতকেই, বরং নবুওয়াতের ধারা খেলাফতেরই আপন বস্তুগত দিকের পরিচায়ক হয় রাজনৈতিক পরাশক্তির স্থলাবর্তী এই পৃ-তাক্তিক জাতীসংঘ বিশেষ।

৭. প্রশান্তিদায়ক কবর বরণ

দৈহিক গঠন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্যারিয়ার, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি বস্তুগত সবই একটা সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়তে থাকে, আর সীমা অতিক্রমের পর সবই নিজের অবধারিত অধঃগতিকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। বেড়ে উঠা যতটা কঠিন ছিল এরচে অনেক বেশী কঠিন হয়ে উঠে এই অবধারিত অধঃগতিকে বরণ করে নেয়া। প্রত্যেক অধঃপতন একসময় উত্তোরন সাব্যস্থ হয় যখন পতনন্মোখ হৃদয়ে এক নতুন আকাশ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পরিচয় সুস্পস্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেক উন্নতি-অবনতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নির্ধারিত, প্রত্যেক বস্তুগত ক্ষেত্রে বেড়ে উঠার পরবর্তী অধঃপতনকে যে বরণ করে নিতে পারে সে কবরে প্রশান্তি লাভে সক্ষম হয়, বরং এই সেই কবর বরন, অবধারিত কবর বরণকে নতুন আকাশ নতুন বিশ্বব্যবস্থার দিকে টেনে ধরার শর্ত সাপেক্ষতা হচ্ছে মিউটেশন বা পরিবর্তনের সাথে পরিস্থিতি মানিয়ে নেয়ার উপায় স্বরুপ, এই মিউটেশন ব্যক্তির স্তুপ করতে থাকা ইহজগতকেই ভিন্ন ডাইমেনশনে কবরের দিকে দৃশ্যমান করে, কবর বরণ হয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশান্তিদায়ক, প্রশান্তিদায়ক হয় পিতা-মাতা ও আত্নিয়-স্বজনের অনুকূলে ব্যক্তিগত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতারই এক-তৃত্বিয়াংশ এক প্রজন্মে ব্যায় আর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ প্রজন্মান্তরে ব্যায়।

৮. খলিফাতুল্লাহকে অনাস্থা ভোটাধিকারী হতে হয়

সুরা কদর, কোরানের তফসীর কাজে স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারিত প্রত্যেক হিযরী শতাব্দির শিরোভাগ লায়লাতুল কদর হচ্ছে হজার মাস অপেক্ষা উত্তম, প্রায় এক শতাব্দির কাছাকাছি এই হাজার মাস হতে পারে পূর্ববর্তী হাজার মাস, হতে পারে পরবর্তী হাজার মাস, এমনকি পূর্বাপর উভয়

হাজার মাসও হতে পারে। পূর্ববর্তী হাজার মাস ধরে বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে অন্যত্র। এই হাজার মাসকে যদি পরবর্তী হাজার মাস ধরা হয় তাহলে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিয়াতকে দূর্লভ সংস্কারমূলক উম্মতি নবুওয়াত আখ্যা দেয়া হয়, হাজার মাসব্যাপি প্রবাহমান খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত উৎস বিবেচনা করা হয় এই উম্মতি নবুওয়াতকে, আর সেই সাথে নিশ্চিতভাবে পরবর্তী হাজার মাস ব্যাপী এই উম্মতি নবুওয়াতের ধারা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী করা হয়, জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রাসূলগনকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী পেশ করতে হয়, নিতান্ত আভিধানিক অর্থেই হোক আশারা মুবাশ্বিরগনের মতো খলিফাগনকে এক এক উম্মতি নবী হতে হয়, খলিফাগন জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত হয়ে থাকলে সেই জামাতকে উম্মতি নবীগনের জামাত হতে হয়, জামাতে তিন বা ততোধিক উম্মতি নবীগনের উপস্থিতি ঘোষনা করতে হয়, জামাতের ভোটাভোটিতে খলিফা নির্বাচনের অর্থ করতে হয় আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র। প্রত্যেক ভোটাভোটিতে নির্বাচিত খলিফার পরবর্তী প্রত্যেক খলিফাতুল্লাহকে হতে হয় অনাস্থা ভোটাধিকারী, এই হাজার মাস ব্যাপি আবির্ভূত হতে থাকা খলিফাতুল্লাহগনের চেয়েও উত্তম খলিফাতুল্লাহ পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদকেও হতে হয় এই পূর্ববর্তী খেলাফতের নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী। হাজার মাসের অর্থ পরবর্তী হাজার মাস হলে এতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয় কেয়ামত পর্যন্ত বারবার প্রত্যেক হাজার মাস পর আবারো পরবর্তী লায়লাতুল কদরের।

৯. ইয়াকসারুস সলীব অর্থ খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী

বিশেষ এক হাদিসের বর্ননা অনুযায়ী প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পাশাপাশি বিশেষ তিন শতাব্দির বর্ননায় একসাথে বিশেষ তিন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বানী করেন। হাদিসের ভবিষ্যদ্বানী উল্লেখিত তিন জনের প্রথম জন হবেন 'ইয়াকসারুস সলিব বা ক্রুশ ভঙ্গকারী, এই ক্রুশ ভঙ্গকারীর অর্থ হচ্ছে ক্রুশিয় মতবাদ খন্ডন, খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকারী, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তকারী' ইত্যাদি। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিম ওলামারা ভুলবশতঃ হাদিসের কর্ম নির্দেশক 'ইয়াকসারুস সলীব' নামের আক্ষরিক অর্থ গ্রহনে বলে, সাদৃশাকারে নয় বরং এখনো আকাশে স্বশরীরে জীবিত থাকা বনী ইসরাঈলী খ্রিষ্টই স্বয়ং প্রকাশিত হবেন আর খ্রিষ্টানদের গলায়, গীর্জায় ও কবরস্থানে স্থাপিত কাঠ-পাথরের ক্রুশগুলোকে জোর পূর্বক ভেঙে দিবেন। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মান্যকারী খ্রিষ্টিয় মুসলিম ওলামারা বলে, হাদিসে উল্লেখিত ক্রুশ ভঙ্গের অর্থ খ্রিষ্টের স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমান ও পৌলিয় প্রায়শ্চিত্তবাদ খন্ডন। ভবিষ্যদ্বানীতে একসাথে উল্লেখিত বিশেষ তিন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের দ্বিতীয় জন হবেন 'ইয়াযাতুল হার্ব বা পুরাতন

ধর্মগ্রন্থসমূহের কেয়ামত কথিত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ন্ত্রক। এই যুদ্ধের সম্ভাব্য ঘটমান সময় চতুর্দশ হিযরী না হয়ে হচ্ছে হিযরী পঞ্চদশ শতাব্দি, আর ইয়াযাউল হার্ব হচ্ছেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম। প্রত্যেক রহস্যের সত্যতা অনুভব করার জন্য এক এক সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকে, সুনির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিষয়ের জ্ঞান হয়ে থাকে নিতান্তই অনুমান নির্ভর, সত্যের মোকাবেলায় অনুমান শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসে না, না, মসীহ মাউদ ও ইমাম মাহাদী সংক্রান্ত হাদিসের ভবিষ্যদ্বানী উল্লেখিত ইয়াকসারুস সলীব ও ইয়যাউল হার্ব এক-অভিন্ন ব্যক্তি নন, আলোচ্য দুই ব্যক্তিত্বের এক-অভিন্ন ব্যক্তি হলে তিনি হবেন তো প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম, কারন প্রায়শ্চিত্তবাদ খন্ডন, খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকার, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনা ইত্যাদি সকল অর্থেই তাঁকে ইয়াকসারুস সলীব উপাদীতে ভূষিত করাও যথার্থক। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহের সন্নিহিত শতাব্দির প্রত্যাদিষ্ট এই মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামই হয়ে থাকবেন ইমাম মাহাদী, যিনি আসার তিনি এসে গেছেন, সত্য এসেছে মিথ্যা পলায়ন করেছে, নিশ্চয়ই তা পলায়নযোগ্যই ছিল। বিশেষ তিন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিনের তৃত্বিয় জন হবেন শুকর বধকারী বা মানবিয় সহজাত অবস্থা হতে নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনকারী, পশ্চিম দিক হতে যে সূর্যোদয় শেষে পৃথিবীকে লজ্জাবনত করে ছাড়বে তিনি সেই সূর্য হয়ে থাকবেন। পৃথিবীর নির্লজ্জ মানুষগুলো নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা না করেই সূর্য্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কথা প্রচার করে বেড়ায়, অথচ সূর্যোদয়ই সূর্য্যের অস্তিত্বের প্রমান। সেই নির্ধারিত সময় পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এখনই তাঁর বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাবে না, যেভাবে অতীতেও সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনি যে, মসীহ মাউদের কর্ম নির্দেশক উপাদী হচ্ছে ইয়াকসারুস সলীব আর ইমাম মাহাদীর কর্ম নির্দেশক উপাদী হচ্ছে ইয়াযাউল হার্ব, আজ এখন হতে বলতে পারছি যে, ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত বহুল প্রচারিত আরবী লা আল মাহাদী ইল্লা ইসাবনা মারয়ামা হাদিসটির ভিন্ন এক পরিভাষা হতে পারে এই যে, 'লা ইয়াযাউল হার্ব ইল্লা ইয়াকসারুস সলীব' অর্থাৎ পুরাতন ধর্মগ্রন্থসমূহে কথিত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে ও এর নিয়ন্ত্রক ইমাম মাহাদী আবির্ভূত হবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পরবর্তী পঞ্চদশ শতাব্দিতে।

১০. আধ্যাত্মিক জন্মের ব্যাপারে মানুষ উদাসিনতায় আক্রান্ত

আধ্যাত্মবাদে আমার-আপনার তো বটেই, আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের দৈহিক জন্মেও কোন মহাত্ম নেই, অন্যান্য সকল প্রানীকুলের মতো মানুষের দৈহিক জন্মেও পৃথক কোন মহাত্ম নেই। মানুষের দৈহিক জন্ম মহাত্মপূর্ণ হচ্ছে আধ্যাত্মবাদের সরাসরি বিপরীতে অবস্থানরত বস্তুবাদে,

পশ্চিমা চরম বস্তুবাদী সভ্যতায় ধর্মমূল আধ্যাত্মবাদের মূলোৎপাটনে প্রচলিত হয়েছে দুষ্ট-শিষ্ট নির্বিশেষ মানুষের দৈহিক জন্মদিন পালনের কুপ্রথা। আমাদের প্রতি আমাদের যুগ-ইমাম কর্তৃক সামাজিক কুপ্রথা পরিহারের সুস্পস্ট নির্দেশনা থাকা স্বত্বেও সামাজিক কোন কুপ্রথাকে স্বল্পমাত্রায় পালন করলেও বুঝতে হবে আমাদের মধ্যেও সেই সর্বনাশের কুপ্রভাব বাসা বেঁধেছে। মানুষের দৈহিক জন্মদিন পালনে মানুষ নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক জন্মের ব্যাপারে উদাসিনতায় আক্রান্ত হয়, নবী হিসাবে হযরত খাতামান্নাবীঈনের জন্মদিন তো ২৭শে রমজান পালনীয়, যেমন একটা স্বরনীয় দিন থাকা উচিত আমাদের জীবনীতেও।

১১. আল্লাহর নামানুসারে তাঁর নাম হবে ফয়সল

সূরা আন আমঃ ৫৮-৬০, তুমি বল, নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতা ছাড়াও প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার এক বাইয়্যেনাহ বা স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমা আছে, তবু তোমরা এটাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে বল যে, না, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতাই ইসলামের চূড়ান্ত মর্যাদা, প্রতিশ্রুত মসীহের পর আর কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ নেই, বনী ইসমাঈলের স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য কোন সিলসিলাহ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমায় আবির্ভূত হওয়া প্রতিশ্রুত যে প্রত্যাদিষ্টকে নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছ তিনি বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগে আবির্ভূত হওয়ার নন, প্রতিশ্রুত মসীহের পূর্বে তিনি আবির্ভূত হওয়ার নন, প্রতিশ্রুত মসীহের পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগে তাঁকে আবির্ভূত করার সীদ্ধান্ত আল্লাহ নিয়েছেন, প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে তা কেবল জানানো হয়েছে মাত্র, তিনি খলিফাতুর রসূল নন বরং স্বয়ং খলিফাতুল্লাহ, তাঁর আগমনের পূর্ববর্তী সুদীর্ঘ বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগেও বনী ইসরাঈলী নবীগনের সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন যে আবির্ভূত হতে থাকবেন তাঁদের প্রত্যাদেশেও তাঁর আগমন ব্যাখ্যা করবেন, আল্লাহর নামানুসারে তাঁর নাম হবে ফয়সল, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমার নাম ফয়সল। তুমি বল, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ মুসলিম জামাত যে এই ফয়সলের আবির্ভূত হওয়ার বিষয় নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, তিনি যদি বনী ইসরাঈলী সাদৃশ সিলসিলায় আবির্ভূত হতেন তাহলে নিশ্চয়ই বনী ইসমাঈল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেতো। তাদের মধ্য হতে তারা যালেম হবে যারা বলে যে, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতাই ইসলামের চূড়ান্ত মর্যাদা, প্রতিশ্রুত মসীহের পর আর কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ নেই, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে বনী ইসমাঈলের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য কোন সিলসিলাহ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের অমান্যকরণে ইসলামের বনী ইসরাঈলী সাদৃশ নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের যুগ যতই দূরে যাবে তাদের এই যুলুম যে ততই প্রখর হবে আর শেষে খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের দ্বারাই যে এই যুলুমের চূড়ান্ত রূপ

দেখা দিবে তা আল্লাহ জানেন এবং বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত তফসীরুল ফয়ম্লা কিতাবে জানান। বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত কিতাবের নাম কিতাবুল মুবিন বা তফসীরুল ফয়ম্লা, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার ইসলামী যুগে বনী ইসরাঈলী নবীগনের সাদৃশ্যতায় আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের কিতাবাদী কোনটাই কিতাবুল মুবিন নয়, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের প্রত্যাদেশসমূহের নাম কিতাবুল মুবিন বা তফসীরুল ফয়ম্লা, প্রত্যাদেশমূলক তফসীরুল ফয়ম্লা কিতাবের নাম কিতাবুল মুবিন। প্রতিশ্রুত এই কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, ১. এর মধ্যে অদৃশ্যের চাবিসমূহ থাকবে, ২. আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দুই দিকেরই বিস্তারিত বিবরন থাকবে, ৩. বিবরনে ঝরা পাতার মতো কি কেন বাদ দেয়া হয়েছে এর উল্লেখ থাকবে, ৪. বস্তুগত জ্ঞানজগতের অন্ধ অনুকরন ও হুজুগী মাতলামীতেও হেদায়াতের উপযুক্ত অনুপ্রেরনা থাকবে, ৫. মানুষের পারস্পরিক আধ্যাত্মিক-আন্তরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে, ৬. বিস্তারিত বিবরণ থাকবে মানুষের পারস্পরিক কূটনৈতিক- কৌশলগত সম্পর্কের।

১২. কাঙ্খিত গন্তব্যে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমা

সূরা বাইয়্যিনাহ্ঃ ২-৬, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা বনী ইসরাঈলী মুসা ইবনে মরিয়ম সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করেছে, তারা মসীহ ইবনে মরিয়ম সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পরবর্তী শতাব্দি তথা বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের শেষে পঞ্চদশ শতাব্দির শিরোভাগে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আল বাইয়্যেনাহ্ আলাইহিস সালাম না আসা পর্যন্ত অস্বীকার করতেই থাকতো। বাহ্যতঃ স্বীকার না করার মানে আন্তরিকভাবে অস্বীকার নয়, আহলে কিতাব ও মুশরিক মানেই আল্লাহর বিবেচনায় অস্বীকারকারী- অমুসলিম নয়। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্য আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে অস্বীকারকারীদের একাংশ বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের বনী ইসরাঈল সাদৃশ হওয়ার দাবীকে অস্বীকার করতো এবং স্বীকার করে নিজেদেরকে বনী ইসমাঈলের অন্তর্ভূক্ত করার যৌক্তিকতা স্বরুপ বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পক্ষ হতে তখনই তাঁর স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ-বাইয়্যেনাহ্ আগমনের প্রতিশ্রুতি কামনা করতো। আল্লাহর পক্ষ হতে এক কাশফে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম দেখেন যে, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের পর অর্থাৎ মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পর বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় এক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি

বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতায় গত হয়ে যাওয়া প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের তাজদিদ-প্রত্যাদেশসমূহকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হতে মুক্ত করছেন, বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় উদ্ভাসিত এই তাজদিদ সম্বলিত প্রত্যাদেশ-বাইয়্যেনাহতে কেয়ামত পর্যন্ত পূর্বাপর প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের আবির্ভূত হতে থাকা চিরস্থায়ী আদেশ হিসাবে স্থিরকরণ হচ্ছে, অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকেই খাতামাল মুজাদ্দিদিন আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বনী ইসমাঈলকূলে যারা বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগে আবির্ভূত কোন না কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিনের সংস্কারাধিন ছিল তাদের প্রতি সেই বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আল বাইয়্যেনাহ আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হওয়ার পরেই তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদিয়াত-বাইয়্যেনাহ্ হতে তাদেরকে কেবল এই আদেশ ছাড়া অন্য কোন আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহর জন্যই ইসলাম ধর্মের অর্ধেক যার তার পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবোধকে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিতান্ত আরবী পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ হতে বিশুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত করবে, আল্লাহর নবুওয়াতের ধারা খেলাফত-সালতানাতে সংযোজিত থাকবে, যাকাত দিবে, এটাই প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের ইসলাম ধর্ম কাঙ্খিত গন্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ও চিরস্থায়ীত্বের দাবী করেনি, এই দাবী আদি হতে সংরক্ষিত ছিল বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের সাথে।

১৩. নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত সালাতের নাম সালতানাত

সূরা আন কাবুতঃ ৪৬, 'নবুওয়াতের ধারা খেলাফত বা প্রত্যাদেশ-খোদাপ্রকাশের স্বরণীকা কিতাব কোরান অনুসরনে প্রকৃত অনুসারীদের কাছে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত-প্রত্যাদেশ নাযেল হয়। কোরান অনুসরনে তোমাদের কাছে যে খেলাফত-প্রত্যাদেশ নাযেল হয় তোমরা এগুলো প্রচার কর এবং নবুওয়াত-প্রত্যাদেশের ধারা প্রবাহমান, বেগবান ও সার্বজনীন করতে আল্লাহর পক্ষ হতে একপাক্ষিকভাবে সদ্য-সূচিত বান্দার প্রতি এই সালাত-সংযোগ প্রস্তাবকে দুপাক্ষিকভাবে খেলাফত-সালতানাতে রুপান্তর কর। সালাত-সংযোগ (Connection) মানেই দুপাক্ষিক, সালাত-সংযোগ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি নবুওয়াতের ধারা খেলাফত-প্রত্যাদেশ যেমন, তেমনি বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যাদিষ্টের হৃদয় হতে সঞ্চারিত বান্দার নিজ নিজ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত আল্লাহর এই প্রত্যাদেশসমূহের স্বরণ, বেশী বেশী স্মরণ, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করেও স্মরণ। তোমরা তাহলাস ও চিন্তা-গবেষনায় যা স্বরণ কর আল্লাহ তা জানেন, তোমরাও জেনে নাও যে, নবুওয়াতের ধারা খেলাফত-প্রত্যাদেশ ছাড়া তোমাদের তাহলাস ও চিন্তা-গবেষনা পূর্ণ হওয়ার

নয়, জেনে নাও তোমাদের সমসময়ে আল্লাহ কোথায় খেলাফত-প্রত্যাদেশ প্রেরন করছেন, কেননা প্রত্যাদিষ্টের সংস্পর্শে তোমাদের কাছেও প্রত্যাদেশ হতে পারে, তোমরাও আল্লাহকে এক ঝলক দেখে নিতে পারবে আর পরে প্রাথমিকভাবেই হোক তা নিজেদের তাহদাস ও চিন্তা-গবেষনায় স্মরণ করতে থাকবে। চিন্তা-গবেষনায় অচেনা-অজানা বিষয়ের অনুমান ও কল্পনাকে স্মরণ বলা হয় না, স্মরণ বলা হয় অতীতের চেনা-জানা কোন বিষয়ের রিভিউ (Review) কে, যা মন-মস্তিকে ইতিপূর্ব হতে সঞ্চারিত হয়ে আছে। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সালাত-সংযোগের সূচনা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে, বান্দার পক্ষ হতে নয়। আল্লাহর পক্ষ হতে সালাত-সংযোগ সূচিত হয় খেলাফত-প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, বান্দা সালাত-সংযোগ প্রতিষ্ঠায় এই খোদাতালার উদ্যোগ নিজের প্রত্যাদেশ-প্রকাশকে শেষ পর্যন্তও স্মরণ করে যান মাত্র। বান্দার মেরাজ একান্তভাবে আল্লাহর উদ্যোগ, সালাত-সংযোগের মানবিয় বাধ্যবাদকতা মেরাজ কথিত প্রত্যাদিষ্টের সত্যায়ন পরবর্তী সময় হতেই, পূর্ববর্তী প্রথাসর্বস্ব রুকু-সিজদার মুখাপেক্ষী নন আল্লাহ, বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে অন্ধভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনাকারীদের উম্মিদের ওসব গায়রুল্লাহর দিকেই নিবেদিত। প্রকৃত সালাত-সংযোগের সূচনা তো আল্লাহ করেন, বান্দার প্রতি নির্দেশ তো কেবল তার তাহদাস ও চিন্তা-গবেষনায় বস্তুজগত হতে পুনঃউদ্ধার পরিকল্পনা স্বরুপ স্মরনের (গবসত্বু ধবারবা) মাধ্যমে এই সালাত-সংযোগকে বস্তুজগতেও প্রতিষ্ঠাদান, আল্লাহর এক পাক্ষিক নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত সালাতের নাম সালতানাত।

১৪. প্রত্যাদেশের স্বয়ংক্রিয়তা মানবিয় জ্ঞানেও অনুধাবেয়

বস্তুজগতে প্রত্যাদেশের স্বয়ংক্রিয় ভূমিকার কারনে আল্লাহ যেভাবে প্রত্যাদেশের নাম রুহুল্লাহ রেখেছেন, সেভাবে মানবিয় জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট মানুষকেই নিজেদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। মহাকাশব্যাপি প্রতিনিয়ত নক্ষত্রের জন্ম কিভাবে হয়? কেন হয়? বিজ্ঞানের ভাষায় কোন না কোন আনুমানিক সত্য (constructive or approximate truth) ধরেই তো প্রকৃত অজানা সত্যকে জানতে হয়, পৃথিবীতে প্রত্যাদেশ নাযেল হয় বলেই মহাকাশে নক্ষত্রের জন্ম হয়, এটাকে মহাকর্ষ ধ্রুবক (Constant Of Gravitation) হিসাবে মেনে নেয়া উচিত মহাকাশ বিজ্ঞানীদেরকে, যেন নক্ষত্রসমূহের সৃষ্টি হওয়া নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রত্যাদেশ স্রষ্টা নয়, সৃষ্ট। পুরাতন সৃষ্টিজগতের দিক থেকে নতুন সৃষ্টিকর্মকে দেখা সম্ভব নয়, এজন্য সৃষ্টিকর্ম অনুধাবন করতে হয় স্রষ্টার দিক থেকে, স্বয়ং স্রষ্টা হয়ে, নিজের সৃজনশীলতার মাধ্যমে, এই তত্ত্ব অনুধাবনে কোন বিজ্ঞান মনস্কা হতাশা-নিরাশায় হয়ে গেলে সেটা হয় তার যাবতীয় দূর্ভাগ্যের সমাহার। আমি আমার চিন্তা-গবেষনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান বিকাশে সহায়ক না হলে আমার কাছে নাযেল হতে থাকা খোদার প্রত্যাদেশের স্বয়ংক্রিয়তা অনুধাবন

করতে পারতাম না, প্রত্যাদেশের স্বয়ংক্রিয়তা মানবিয় জ্ঞানেও অনুধাবেয় না হলে আমি আমার চিন্তা-গবেষনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে পারতাম না, প্রত্যাদেশ ব্যাখ্যায়নে সত্যস্বপ্ন ও দিব্যদর্শন এমন অত্যধিক মাত্রায় উদ্ভাসিত হতে পারতো না। পৃথিবীতে আমি আমার সৃজনশীলতায় নাযেল হতে থাকা একেকটা প্রত্যাদেশের শেষ পরিনতি স্বরুপ মহাকাশে একেকটা নতুন নতুন নক্ষত্র সৃষ্ট হতে দেখি, জ্ঞানজগত ও ধর্মিয় কিতাবাদীতে সংরক্ষিত পুরাতন প্রত্যাদেশসমূহকে এর চারপাশে আবর্তনমান দেখি, এর মধ্যে যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি আদি হতে নিহিত থেকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হচ্ছে এটাকে আর্ রুহ্, রুহুল্লাহ, রুহুল আমিন, জিব্রাঈল বলি, সত্তোর হাজার পাখা বিশিষ্ট জিব্রাঈল, যার শরীর সম্প্রসারিত সমস্ত মহাকাশব্যাপি, যার মাধ্যমে আল্লাহ এযাবৎকালিন সত্তোর হাজার বার মহাকাশকে পূণঃবিন্যাস করেছেন।

১৫. আয়াতে এস্তেখলাফে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের সাথে

সূরা নূরঃ ৫৬, ইসলাহ, ফয়সালা, সালাত, সালাহ, সালেহিয়াত, সালাম, ইসলাম, মাসালা, মুসুল্লি, সালতানাত, সুলতান, মুসলেহ, ফয়সল, সালেহ, সালেহিন, মুসলিম ইত্যাদি সকল আরবী শব্দের মূল হচ্ছে স্লা। শব্দমূল স্লা সাধারনভাবে সংশোধন, সংস্করন, নবজাগরন ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে। বর্নীত ঐসকল সবকটি শব্দের অর্থে সংশোধন ও সংস্কারের মতো ভাবার্থ নিহিত আছে এবং এই স্লা শব্দমূল হতে উৎপন্ন সকল শব্দার্থে পারস্পারিক সামঞ্জস্যও বিদ্যমান। আয়াতে এস্তেখলাফের 'ওয়াদল্লা হুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালেহ' আয়াতাংশে আমানু শব্দের মর্মার্থে নবী, সিদ্দিক ও শহীদের সাথে সালেহিন অন্তর্ভূক্ত থাকলেও দ্বিতীয় বার স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত 'সালেহিন' হচ্ছে 'সুলতান' ভাবার্থক, সালেহিন এবং সুলতান উভয় শব্দই শব্দমূল স্লা হতে উৎপন্ন। 'খলিফা' শব্দ 'নবী" ভাবার্থক হলেও এখানে সংস্কারের কোন ইশারাও নেই, সংস্কারমূলক 'সুলতান' শব্দ সাধারনভাবে 'খলিফা' শব্দের উল্লেখযোগ্য প্রতিশব্দ হিসাবে দেড় হাজার বছর যাবৎ মুসলিমবিশ্বের সর্বত্রই অত্যন্ত কদরের সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইসলামী সাহিত্যে সুলতান হচ্ছেন এমন এক পদবী বিশেষ যিনি নবী-খলিফা না হয়েই এই পদবী ধারন করলে তিনি নিতান্ত এক বস্তুবাদী রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া আর কিছুই নন, একইভাবে নবী-খলিফাগনের সুলতান হওয়া হচ্ছে খলিফাগনেরও খলিফা বা খাতামাল খুলাফা, নবীগনেরও নবী বা খাতামান্নাবীঈন, অর্থাৎ হাজার মাসব্যাপি আবির্ভূত হওয়া সাধারন নবী-খলিফাগনের চেয়ে উত্তম সংস্কারক নবী-খলিফা। 'ওয়াদল্লা হুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালেহ' আয়াতাংশে আল্লাহ ওয়াদা করছেন নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রবাহমান রাখার, পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী সংস্কার সমৃদ্ধ, সংস্কারের সমৃদ্ধি ছাড়া নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের কোন পুনঃপ্রতিষ্ঠা বৈধ নয়, ইসলামের সংস্কারক নবী-খলিফা হচ্ছেন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হতে থাকা মহাসম্মানীত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন, প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ

মানেই সংস্কারক নবী-খলিফা। সুতরাং আল্লাহ এই ওয়াদা করছেন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের সাথে, বস্তুতই প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে হাজার মাস ব্যাপি আবির্ভূত হতে থাকা অন্যান্য সাধারন নবী-খলিফাগনের চেয়ে উত্তম খলিফাতুল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন আবির্ভূত হয়ে আসছেন আর তাঁদের প্রত্যাদেশে বিদ্যমান থাকছে আল্লাহর এই ওয়াদা।

১৬. কোরান হতে গ্রীহিত কোরান তফসীরের মূলনীতি

সূরা হিজরঃ ১০, 'আমি যেভাবে এই স্বরণীকা নাযেল করছি সেভাবে আমি নিজেই এর তফসীরও করতে থাকব'। স্বরণীকা বা যিকির শব্দে নিহিত আছে ওহি-এলহাম সংক্রান্ত সূচনাকাল ও কালের আবর্তন, কালের আবর্তে বারবারের শতবার্ষিকী উদ্জাপন।আরবী টেক্ট নাযেলের পূর্বাপর অনন্তকালিন অপরিসীম ভাবার্থ সংরক্ষন ছাড়া নিতান্ত টেক্টের আবেদন ছিল শুরু থেকেই জরাজীর্ণ, কালের আবর্তে বারবার স্মরনিকা সংরক্ষনই ভাব উদয়ের সূচনাকালকে জিইয়ে রাখে। কোরানের ভাবার্থ সংরক্ষন বা তফসীরের মূলনীতি যেখানে কোরান হতেই গ্রীহিত সেখানে নাস্তিকতা বলতে কিছু নেই, নাস্তিক্যবাদ খন্ডন যেখানে এক অনুসঙ্গ মাত্র। কোরান হতে গ্রীহিত কোরান তফসীরের মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে ধর্মিয় সংস্কারকাজে আবির্ভূত উম্মতি নবী-মুফাস্‌সিরগনের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে বরণ করে নেয়া, যেভাবে তৌরাতের তফসীর স্বরুপ যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাবাদীকে বরণ করে নেয়া হয়েছিল। বহুল কথিত 'দেড় হাজার বছরের এত সংস্কার কাজের পরেও এত ব্যাকরনগত ভূল, বিষয়বস্তুর পরস্পর সাংঘর্ষিকতা, পাতায় পাতায় অত্যুক্তি, ইতিহাসের মিথ্যাচার, অবাস্তব ভবিষ্যত্বানী, পৌরনিক হাস্যকর গল্পে ভরপুর মুসলমানদের কোরান নামক আরবী কিতাব', এই কথাগুলো সত্য হতো যদিনা কোরান আল্লাহর ওহি হতো, এই কথাগুলো তার কাছে সত্য হয় যার কাছে কোরান কোন ওহি নয়, যার কাছে ওহির বিষয়ে ন্যূনতম যৌক্তিক কোন জ্ঞান নেই, যার ওহি-এলহামের ন্যূনতম নমুনা সত্যস্বপ্ন লাভের অভিজ্ঞতা নেই, সত্যস্বপ্নের ধারায় ওহি-এলহামের দ্বার চিরউম্মুক্ত থাকায় যার বিশ্বাস নেই। দুঃখজনকভাবে আজ মুসলমানদের অধিকাংশই এমন, যাদের কাছে কোরান এমনই কিন্তু তারা সন্দেহের কথা প্রকাশ না করে কপটতার সাথে জীবন কাটায় আর সন্দেহের কথা প্রকাশকারীদেরকে বলে নাস্তিক। আধুনিক নাস্তিক্যবাদী এমন প্রভাবের জবাব কি? কোরানের সত্যতা প্রামানিক জবাব তফসীরের মূলনীতি কি? আল্লাহ কোরান নাযেল করে নবীজির সাথে সাথে কি আল্লাহও মৃত্যুবরন করেছেন? না, বরং কোরানেই আল্লাহ এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে রেখেছেন যে, 'আমি যেভাবে এই স্বরণীকা নাযেল করছি সেভাবে আমিই প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এর তফসীর করতে থাকব'।

১৭. বস্তুগত নির্বাচন আয়োজনের পূর্বশর্ত পদপ্রার্থিতা ও প্রত্যাদেশ দাবী

এসময় মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মুসলিম জামাতের ভোটাধিক্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য উলিল আমর বানিয়েছেন, এজন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তিরন মুসলিম জামাতে ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব পালন করছেন প্রশংসনীয় মাত্রায়, মুসলিম জামাতের এক বড়

অংশ তাঁর সুশাসনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কওমী মাতা উপাদীদে ভূষিত করেছেন, শীর্ষস্থানীয় ওলামাদের কেউ কেউ ইসলামের বিশেষ খেদমতের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে জান্নাতী মানুষ বলেও অবিহিত করছেন, বস্তুতই তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ফিলিস্তিনীদের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহন, সীমান্ত অঞ্চলে ইসলামের নামে জেগে উঠা জঙ্গীবাদ দমন, রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা প্রচার ও ও. আই. সি'কে গতিশীল করা সহ উল্লেখযোগ্য ধর্মসেবায় বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছেন। যে মুসলিম জামাত নবুওয়াত কি বিষয় ভূলে গেছে, যাদের কাছে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত এক নিতান্ত বস্তুগত প্রতিষ্ঠান, যাদের মন-মস্তিষ্কে সুসংবাদ ও সতর্কতা সম্বলিত ওহি-এলহাম এক কিচ্ছা-কাহিনীর উপাদান আর মুবাশ্বিরাতও নিষ্ক্রিয়-নিষ্কর্মা উপাদী বিশেষ সেই হতভাগাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মর্মে আল্লাহ তা'লা কর্তৃক সেভাবে বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনাকে উলিল আমর বানানো আর আশারা মুবাশ্বিরগনের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত খলিফাতুর রাসুল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উলিল আমর বানানোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, এদের সাথে এবিষয়ে স্যাকুলার মুসলিম জামাতের ঐক্যমত ঘোষনা কেবল এভাবে যে, খোদাতা'লার প্রকাশ-বিকাশ বিচারে আল্লাহর পক্ষ হতে এই দুই উলিল আমর বানানোই পরোক্ষভাবে বানানো, নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত ধর্মিয় কার্যকলাপ মাত্রকেই আল্লাহর কুদরতী প্রকাশ-বিকাশ বলা যেতে পারে না। বস্তুতঃই বস্তুগত নির্বাচন আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত যেমন পদপ্রার্থীতা তেমনি স্যাকুলার মুসলিম জামাতের নির্বাচন আয়োজনেরও গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রত্যাদেশ দাবী, ন্যূনতম মুবাশ্বিরাতের দাবীর প্রেক্ষিতে আয়োজিত ভোটাভোটিতে নির্বাচিত ছাড়া কেউ পরোক্ষভাবেও খলিফাতুল ওয়াদাল্লাহ নন। কেউ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবীতে অনির্বাচিত হলেও তিনি তাঁর সহজাত গুনে এক-এক খলিফাতুল ওয়াদাল্লাহ, যেভাবে আশারা মুবাশ্বিরগন প্রত্যেকেই ছিলেন এক-এক খলিফাতুল ওয়াদাল্লাহ, নিঃসন্দেহে মুসায়লামা গংদের মোকাবেলায় আশারা মুবাশ্বিরগনের প্রত্যেকেই ছিলেন মুবাশ্বিরাত দাবীদার, তাঁদের দ্বারা এই পবিত্র দাবী উচ্চকিত না হলে আমরা জানলাম কিভাবে? নয় তো কাদের প্রত্যাদেশ-মুবাশ্বিরাত দাবীর প্রেক্ষিতে আয়োজন করা হতো নির্বাচনের? মুসলিম জামাতের খলিফা নির্বাচনে সমকালীন কামেল প্রত্যাদিষ্টের আমানত স্বরুপ ভোটাধিকার প্রত্যেক উপযুক্ত হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত আল্লাহর প্রত্যাদেশ-মুবাশ্বিরাত ছাড়া আর ভিন্ন কি জিনিস? 'আতিউল্লাহা আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম' আয়াত অনুযায়ী নিশ্চয়ই মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত খলিফাগনের ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকালিন আল্লাহর নামে সৃষ্ট মতভেদ-ভয়ভীতি কেবল পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগস্থ ধর্মমতভেদ নিরপেক্ষ প্রত্যাদেশদাতা ফয়সল আল্লাহর দিকেই সমর্পণযোগ্য।

১৮. বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যতার সাদৃশ অজানা পৌরাবস্থার মসীহ

ভারতীয় ইতিহাসের কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজন্যগন ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত, ইসরাঈলী ঈসা নবী ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর ভারতে হিযরত করে ইক্ষুত্রিক কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজবংশাবলীর

আশ্রয়েই সুদীর্ঘ জীবনযাপন করেন। মহাজনী ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্মির পরিভাষায় প্রচারিত খ্রিষ্টধর্ম। মুসলিম খলিফাগনের প্রতিরূপ মহাজন হযরত কনিষ্ক, সানিষ্ক, হাবিষ্ক প্রমূখ পর্যায়ক্রমিক মহারাজগন ছিলেন মুহাজির ঈসা মসীহের অন্যতম খলিফা বিশেষ, যাঁদের দেয়া তত্ত্বসূত্র অনুযায়ীই পরবর্তী বাইজেন্টাইন সম্রাট কনস্টান্টানাইন উদ্ধার করেন এবং বাইবেলে সন্নিবেশিত করেন খ্রিষ্টের পৌরাবস্থার বর্ণনাও। আসহাবে মসীহগনের কারো কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কথা স্বীকৃত আছে কোরানেও, কিন্তু এটা পৃথকভাবে নির্দেশিত নয় যে সম্মানীত আসহাবে মসীহগন মসীহের রোম-প্যালেস্টাইনী প্রস্তুতিকালাবস্থার না ইন্দুগ্রিক পৌরাবস্থার। মসীহের প্রস্তুতিকালাবস্থার বর্ণনা হিব্রু বাইবেলে রোম-প্যালেস্টাইনী আসহাবগনের মধ্যে মাত্র বার জনের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কথা রয়েছে, তদনুযায়ী মুহাজির মসীহের পৌরাবস্থার বর্ণনা এই বাংলা বাইবেলেও ইন্দুগ্রিক আসহাবগনের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রত্যাদিষ্টের কথা উল্লেখ হচ্ছে। রোম-প্যালেস্টাইনী হযরত মুসলেহ পলের সমমর্যাদাবান ইন্দুগ্রিক মহাজন হযরত কনিষ্কের কাছে নাযেলকৃত এই প্রত্যাদেশ পাওয়া যায় যে, 'তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্বারা অভিনন্দিত, সূর্য্য তোমার প্রতি সালাম পাঠাবে, চন্দ্র তোমার জন্য বরনমালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে'। ইসলামের ইতিহাসে প্রস্তুতিকালাবস্থার মসীহ সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মাউদ হচ্ছেন হযরত মুসলেহ পল সদৃশ। হযরত মহাজন কনিষ্ক আলাইহিস সালামের সেই ভবিষ্যদ্বানীপূর্ণ প্রত্যাদেশে এই ভবিষ্যতব্যের ঘোষনা ছিল যে, পৌরাবস্থার মসীহ সদৃশ সূর্য্য হবেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে এক পূর্ণচন্দ্র খলিফা আবির্ভূত হবেন যিনি খলিফাতুল মসীহ মহাজন হযরত কনিষ্কের সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট, যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্বারা অভিনন্দিত, সেই অনাগত পুত্রের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের সালাম, তোমার জন্য খলিফাতুল ওয়াদাল্লাহ কেউ বরণমালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মসীহের পৌরাবস্থার ইতিহাস এখনো পৃথিবীতে এক অজানা অধ্যায় হিসাবেই রয়ে গেছে, অজানা-অচেনার কোন সাদৃশ্যতা হয় না, এইজন্যে সেই অজানা ইতিহাস পুনঃউদ্ধার হওয়া নির্ধারিত ছিল প্রস্তুতিকালাবস্থার-দোলনার মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পর, সত্যায়ন-নির্বাচন নিস্প্রয়োজনী আল্লাহর মনোনয়নে শেষ খলিফাতুল মসীহ হচ্ছেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ, তাঁর রচিত বাংলা বাইবেলে পুনঃউদ্ধারিত পৌরাবস্থার মসীহি খেলাফতের ইতিহাস, বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের সাদৃশ্যে পুনঃউদ্ধারিত ইতিহাস। সুতরাং প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের পৌরাবস্থার মসীহ সদৃশ হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ সদৃশ মসীহ, যে মসীহের অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। বনী ইসরাঈলী অজানা ইতিহাসে পৌরাবস্থার মসীহি খলিফা হযরত কনিষ্কের প্রচারিত ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত ওহি-এলহাম ছিল বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে এক সবিনয় আবেদন বিশেষ, সূরা আল ইমরানঃ ৪৬-৪৭

আয়াতে উল্লেখিত পরকালিন-পৌরাবস্থার মসীহ হচ্ছেন বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম সদৃশ মসীহ।

১৯. ইন্দুগ্রিক মহাজনী ধর্মবিশ্বাসের মহাজনপদ ও ধর্মশালা

এগারসিন্দুর-ওয়ারি-বটেশ্বর। ওয়ারি-বটেশ্বরের নিকটবর্তী গ্রাম কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর গ্রামকে ছেড়ে কেন? মহাজনী ধর্মবিশ্বাসের মহাজনপদ ইন্দুগ্রিক কুশান-কামরূপ-গৌড়ি রাজ্যের ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এই এগারসিন্দুরের বেবুধ রাজার বিরুদ্ধেই, যে বিরুধ-বিপ্লবের নায়ক মহাজনী ধর্মিয় কিতাবাদীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন দেবপুত্র, দেবীপত্র, ঈশ্বরপুত্র-ঈসা, স্বর্গীয় পুত্র ইত্যাদি নামে। এখানে প্রাগৈতিহাসিক বেবুধ রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষেই দূর্গ গড়েছিলেন শাসক ঈসা খাঁ নামে খ্যাতিমান হওয়া মুসলিম শাসক। তিনি নিজের নামের সাথে এইজন্যেই এই 'ঈসা' উপাদী গ্রহন করেন যে, তাঁর মতে তিনি নিজে ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত, মহাজনী ধর্মবিশ্বাসের রূপান্তর বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত মুসলিম অভিজাত খাঁ বংশ হচ্ছে ইন্দুগ্রিক বনী ইসরাঈলীদেরই এক শাখা বিশেষ, মহাজনী ধর্মিয় ইতিহাসে এগারসিন্দুর-ওয়ারি- বটেশ্বর ধর্মশালা কেন্দ্রিক জাতী ছিল বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত, বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত কাশ্মিরী কুশান বংশের একাংশ হতে গড়ে উঠেছিল তৎকালিন সেই জাতী। ইন্দুগ্রিক মহাজনী ধর্মবিশ্বাসের মহাজনপদ কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজ্যের ধর্মশালা এগারসিন্দুর-ওয়ারি-বটেশ্বর মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হযরত আলেকজান্ডারের আক্রমন থেকে বেঁচে যাওয়ারও কারন ছিল সেই একই, ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রীক ধর্মের শেষ খলিফা ছিলেন এই হযরত আলেকজান্ডার আর বনী ইসরাইলের কথিত হারানো মেষ সবসময় সর্বত্রই হযরত আলেকজান্ডারের আপন পরিষদ বিবেচিত হতো, পরে যেখানে যে সূত্রে গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিষ্টানিটির জন্য ও ক্রুশবিদ্ধের পর স্বয়ং খ্রিষ্টেরই আগমন হয়েছে ভারতে, বনী ইসরাঈলী হারানো মেষদের কাছে বৌদ্ধ ধর্মিয় পরিভাষায় প্রচারিত হয়েছে খ্রিষ্টধর্ম, বাংলা ভাষার আদিরূপ কথিত চর্যাপদ যে পরিভাষার অন্যতম নিদর্শন।

২০. মোহাম্মদী নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের সাদৃশ্যতা বিধান

খাতামান্নাবীঈনের অর্থ সরাসরি সাধারনভাবে 'শেষ নবী' করলেও সমস্যা নাই, কারন 'উম্মতি নবুওয়ত' এই মোহাম্মদী নবুওয়তেরই অভ্যন্তরিন বিষয়, পরের নয় সুরা নুরঃ ৫৬ আয়াতে এস্তেখলাফে কেবল বনী ইসরাঈল মূসায়ী সাদৃশ খেলাফতের কথাই বলা হয়নি, কোরানে প্রকাশ্য ফয়সালার দিকে লক্ষ্য রেখে বল্লে বলতে হয় মোহাম্মদী নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের সাদৃশ্যতা বিধান ধরা হয়েছে বনী আদমের খেলাফতকেই। বনী ইসরাঈলী মূসায়ী খেলাফত ছাড়া বনী আদম, বনী নূহ, বিষ্ণু, জিউস, জুপিটার, তাও, যরুস্টার ইত্যাদি পূর্ববর্তী কারো কোনো খেলাফতেই চতুর্দশ খলিফাতুল্লাহ শেষ ছিলেন না, বরং অন্য সকল খেলাফতেই পঞ্চদশ খলিফাতুল্লাহ ছিলেন, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতায় না হোক, অন্যান্য সেইসব নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের

সাদৃশ্যাকারে ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ খলিফা আমি শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সল। ইহুদিয় মুসলিমরা এই খেলাফতের সাদৃশ্যতা বিধানে অজ্ঞতাবশতঃ নিতান্ত বাদশাহাত-সালতানাতের দিকে টেনে ধরে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে আসছে যুগের পর যুগ, এরপর এক্ষেত্রে খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের চেয়ে হীনমন্যতার পরিচায়ক আর কেউ নেই যারা নিজেদের বস্তুগত তফসীর-তাহদাসে এই মহান নবুওয়াতের ধারাকে জেনে-বুঝেই নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত মসীহি খেলাফতের দিকে টেনে ধরে।

২১. মতভেদের ভয়-ভীতি স্বীকার ও পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের অপেক্ষা

বিশ্বময় বিস্তৃত সমগ্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে খলিফাতুল্লাহিল মসীহ সানীকে আহমদীয়া সদর আঞ্জুমান হতে সংখ্যালঘু স্বদলবলে বহিষ্কার করা হয়েছিল কেন? সমগ্র মুসলিম জামাতের পক্ষে খেলাফতের নির্বাচনী সংস্থা হতে খাতামাল আউলিয়া হযরত আলী মুর্তুজাকে সংখ্যালঘু স্বদলবলে বহিস্কার করা হয়েছিল কেন?একটাই কারন, তিনি বলেছিলেন যে, খলিফা অর্থ খলিফাতুল্লাহ, সংখ্যাগুরু জামাত ও আঞ্জুমানের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রাসূল নন। খলিফাতুল মসীহ আউয়াল হযরত হাকিম নূরুদ্দিনকে যে অন্যান্য সম্মানীত আসহাবে মসীহগন নির্বিঘ্ন নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা মেনে নিলেন তারাই ইতিপরে হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করে বসলো। হযরত আবু বকর ও হাকিম নূরুদ্দিনকে মেনে নেয়া হলো ভয়-ভীতিকর মতভেদের মধ্যবর্তীকালিন হাজার মাস সূচনার স্বীকৃতিতে। হযরত আলী মুর্তুজা ও সাহেবযাদা মাহমুদকে অস্বীকার করা হলো আগামী দ্বিতীয় ও পঞ্চদশ শতাব্দির শিরোভাগের পূর্বে আর কোন সাধারন মুবাশ্বির নবী-খলিফাতুল্লাহও প্রতিশ্রুত না থাকার ভুল বিশ্বাসে।

২২. ভোটাভোটিতে নির্বাচিত পদাধিকার প্রয়োজনে অনাস্থা ভোটে অপসারনযোগ্য

মুসলিম জামাতে সংখ্যাগুরু মানুষের ভোটাভোটিতে খলিফা নির্বাচনকে আবেগবশতঃ আল্লাহরই নির্বাচন বলা হয়, সংখ্যাগুরু মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগুরুদেরই নির্বাচন, সংখ্যাগুরু মোমিনদের জামাত মুসলিম জামাত। ফিরিশতারা ভুল করেনা কারন তাদের প্রকৃতিতে ভুল করার জন্য প্রয়োজনীয় সীমাহীন স্বাধিনতা দেয়া নাই, শয়তান ভুল করে কিন্তু স্বীকার করেনা কারন তারা অভিশপ্ত, মোমিনগন ভুল করে এবং অনুতাপ ও অনুসূচনার সাথে স্বীকার করে কারন আমাদেরকে আদেশ দেয়ার অধিকারী উদ্ভিদ আমাদের মধ্য হতেই মনোনীত কিন্তু আমাদের প্রত্যাদেশীয় ব্যবস্থাপনা আকাশ হতে পৃথিবীর-শয়তানের দিকে পরিচালিত। সুতরাং যে কোন নির্বাচনী ব্যবস্থার ভোটাধিকার মানেই এর অর্ধেক অনাস্থা ভোটাধিকারও, মোমিন-মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে প্রত্যেক নির্বাচনী পদ অনাস্থা ভোটেও পরিত্যাগযোগ্য,

আল্-মোমিনিন খোদাতালার যেভাবে মোমিনগনের ভোটাধিকারে নিজে ক্রিয়াশীল হয়ে উলিল আমর নির্বাচন করেন সেভাবে তিনিই প্রয়োজনে অনাস্থা ভোটাধিকারেও ক্রিয়াশীল হয়ে অপ্রয়োজন অপসারন করেন। হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান সাহেবানকে হযরত আলী ও শিয়া মুসলিমরা কেন পদত্যাগ করতে বলতেন? এটা পদত্যাগযোগ্য পদবী ছিল তাই। রাশেদা খেলাফতে হযরত হুসাইন সম্পূর্ণ বৈধভাবে জামাতের ভোটাভোটিতে খলিফাতুর রাসূল নির্বাচিত হয়েও পরে অনাস্থা ভোটে পদত্যাগ করেছিলেন, আহমদীয়া খেলাফতে হযরত মৌলবী মোহাম্মদ আলী সম্পূর্ণ বৈধভাবে খলিফাতুল মসীহ নির্বাচিত হয়েও পরে অনাস্থা ভোটে পদত্যাগ করেছিলেন, কারন ভোটাভোটিতে নির্বাচিত পদাধিকার বরাবরই প্রয়োজনে অনাস্থা ভোটেও অপসারনযোগ্য, খলিফাতুর রসূল পদাধীকার পরিত্যাগযোগ্য পদবী বিশেষ।

২৩. মতভেদের ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকালিন নির্বাচিত খলিফাতুর রাসূল

হযরত আবু বকরের খলিফা নির্বাচনের মাধ্যমে ঘোষনা হলো আয়াতে এস্তেখলাফ বর্নীত উম্মতের প্রথম মতভেদের ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকাল। কেউ বলছিলেন, খলিফাতুল্লাহ ছাড়া কোন খেলাফত নাই আর এখন আমাদের মধ্যে কোন খলিফাতুল্লাহ নেই, এই ঘোষনায় দলে দলে সাহাবারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। কেউ বলছিলেন, আশারা মুবাশ্বিরগনই এক-এক খলিফাতুল্লাহ যাদের মধ্য হতে যে কাউকে ইমাম নির্বাচন করে নেয়া যেতে পারে। কেউ বল্লেন, মুবাশ্বির মানেই খলিফাতুল্লাহ নন, খলিফাতুল্লাহ হচ্ছেন হযরত আলী মুর্তুজা। কেউ বলছিলেন, আশারা মুবাশ্বিরগন সবাই খলিফাতুল্লাহ, অনুসন্ধান করা হচ্ছিল মুবাশ্বিরাতের দাবীতে তুলনামূলক সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবীদারের। প্রথম শতাব্দির খলিফাতুল্লাহ ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম নিজেই, দ্বিতীয় শতাব্দির শিরোভাগ আগমন এখনো অনেক দূর, মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদারদের উৎপাত, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম খলিফাতুল্লাহ আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি বিতর্কিত, মতভেদের ভয়-ভীতিকর এই মধ্যবর্তীকাল অনেক লম্বা, সেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উম্মত কোনভাবেই কান্ডারিহীন চলতে পারেনা। সুতরাং সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত মুবাশ্বিরাত দাবীর প্রেক্ষিতে সেই প্রতিশ্রুত সময়ের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রয়োজনে অনাস্থা ভোটে অপসারনযোগ্য নেতা নির্বাচিত হলো, নেতাকে পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগে আগতব্য সংস্কারকাজে প্রত্যাদিষ্ট খলিফার লক্ষস্থলে মতভেদের ভয়-ভীতিকর সময়ের নির্বাচিত নেতাকে 'খলিফা' সম্বোধন করা হলো, সেই প্রতিশ্রুত খলিফাতুল্লাহ ফয়সল তো নয়, সেস্থলেই অভিষিক্ত খলিফাতুর রাসূল, সেই পরিচয়ে পরিচিত খলিফাতুর রাসূল, সেই অনাগত-প্রতিশ্রুত খলিফাতুল্লাহ-রাসূলুল্লাহ'র খলিফা স্বরুপ।

২৪. মোহাম্মদী শরিয়ত উঠে যাওয়ার খ্রিষ্টিয় মুসলিম সমীকরণ বিভ্রান্তিকর

কোন সন্দেহ নাই ইসলামের মসীহ সদৃশ মুজাদ্দিদ হচ্ছেন প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম। শরিয়ত বা ঐশি ব্যবস্থাপনা আকাশের দিকে

উঠে যাওয়ার হাজার বছর এবং হাজার বছর পরের অত্যাচার ও জবরদস্তিমূলক রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুইশত বছর যদি খেলাফতে রাশেদা ও এই মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পূর্বে দেখানো হয় অর্থাৎ তৃত্বিয় শতাব্দির পর হতে দেখানো হয় তবে ইহুদিয় মুসলিম মোল্লাদের এই আপত্তির কোন জবাব নেই যে, ইনিও বাহাউল্লাহর মতো শরিয়তবাহী নবী দাবীদার, নবুওয়াতের খাতাম ভঙ্গকারী মিথ্যা নবী দাবীদার, শেষ শরিয়তদাতা নবী হিসাবে খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে সালামের উপর আহমদীদের বিশ্বাস নেই, এই খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা প্রকৃত মুসলিম নয় বরং কাফের, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোহাম্মদী শরিয়ত আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার হাজার বছর পরবর্তী যুলুম-অত্যাচারের দুইশত বছর তো দূরে থাক, বস্তুতঃ মোহাম্মদী শরিয়ত আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার শুরুটাই দেখানো হয়নি মানবিয় জ্ঞানকে, তৃত্বিয় শতাব্দির পর হতে মোহাম্মদী শরিয়ত উঠে যেতে থাকা ও মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের পূর্বেই তা পূর্ণাঙ্গীন উঠে যাওয়া, এমনকি এই হাজার বছর পরবর্তী যুলুম-অত্যাচারের দুইশত বছরও পার হয়ে যাওয়ার বহুল কথিত খ্রিষ্টিয় মুসলিম সমীকরণ বিভ্রান্তিকর, তবে সাধারনভাবে যে শতাব্দির শিরোভাগে মুজাদ্দিদ হিসাবে কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই শতাব্দির শিরোভাগকে সেই হাজার বছরের সূচনাকাল ধরে নেয়া যেতে পারে, এরপর সেই দুইশত বছরও গননা করে নেয়া যেতে পারে।

২৫. প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের প্রতিবন্ধক হয়েছে পূর্ববর্তী নির্বাচিত-কথিত খলিফাগন

উম্মতে মোহাম্মাদিয়াতে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে এমন কোন হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম খলিফাতুল্লাহ গত হননি যাঁর তিরোধানের পর আবারো সেই মতভেদ ও অনৈক্যের ভয়-ভীতিকর হাজার মাসব্যাপি এই নবুওয়াতের ধারা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, মতভেদ ও অনৈক্যের ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকালিন এসব খলিফাগনের মধ্যে অনেক বাদশাহ-সুলতানগনও ছিলেন যারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে খুলাফা-এ রাশেদিনগনের স্থলাভিষিক্ত ভাবে ধন্য হতেন, আল্লাহ ও রসুলের প্রতি জনগনের আনুগত্যকে নিজের টেনে ধরে ধারনাতীত সফলতা পেতেন শাসনকাজে, নিজেদের নেতৃত্ব নির্বাচনী পন্থা বৈধ করার একমাত্র দলিল হিসাবে ব্যবহার করতেন খেলাফতে রাশেদাকে। ইতিপূর্বে যে শিয়া মুসলিমরা শতাব্দির শিরোভাগে আগতব্য হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম খলিফাতুল্লাহগনের লক্ষস্থলে জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খেলাফতের বিরুধীতা করতো ইতিপরে এরাও হযরত আলী মূর্তুজাকে খলিফা নির্বাচন করে পরবর্তীতে কারো প্রত্যাদেশ দাবীর প্রতি অবজ্ঞর সব শর্ত আরোপ করতে থাকলোতো। বস্তুত বরাবরই যতবার ভয়-ভীতিকর মতভেদ ও অনৈক্যের হাজার মাস পরবর্তী মুজাদ্দিদ-খলিফাতুল্লাহগন আবির্ভূত হয়েছেন ততবারই উনাদের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়েছে এসব নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রসূলগনই। সুদীর্ঘ মুসলিম বাদশাহাত-সালতানাতে

বারবারের হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম খলিফাতুল্লাহ-মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগন বারবারই উপেক্ষিত হয়েছেন নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত ও প্রয়োজনে প্রত্যাখ্যাত বাদশাহ-সুলতানগনের এই খলিফাতুর রসূল উপাধী গ্রহনের কারনেই।

২৬. পৃথকভাবে খলিফাতুর রাসূলগনের তৃত্বিয় কোন কুদরতী পরিচয় নেই

আধ্যাত্মিক জগতে সকল নবীগনের সমন্বয়ক, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনায় বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের সাহায্য-সহযোগীতায় নবীগনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতীকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে দেয়ার সুকৌশলী, মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ ও খাতামাল খুলাফা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম রচিত বিখ্যাত মীমাংসাগ্রন্থ 'আল ওসীয়্যত'এ উল্লেখিত প্রথম কুদরতের বিশেষায়ন হচ্ছে এটা মূর্তিমান কুদরত যা সৃষ্টিজগতে একবারই প্রকাশিত হয়, পূর্বাপর অনন্তকালব্যাপি নবুওয়াতের প্রবাহমান ধারা খেলাফত এখান থেকেই সূচিত হয়, মানবসভ্যতা নিজের পরিচয় পায় যখন থেকে আরো দূরে, যেখান থেকে আরো পরে। খাতামান্নাবীঈন ও খাতামাল খুলাফা প্রকারন্তরে একই বিষয়, অন্তর্নিহিত মর্মে আপাতঃ যে দুইয়ের মধ্যবর্তী ভিন্ন কোন যোজক স্বত্ত্বা নেই, এটাই সেই খোদাতালার মূর্তিমান কুদরত বিশেষ। দ্বিতীয় কুদরতের বিশেষায়ন হচ্ছে এটা প্রথম কুদরতের সাদৃশ, প্রতিধ্বনি, প্রতিরূপ, বস্তুজগতে চিরস্থায়ী কল্যান যা শেষ সময় পর্যন্ত বারবারই আসে, মতভেদ ও অনৈক্যের ভয়-ভীতিকর হাজার মাস পর পর প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আসতে থাকা খলিফাতুল্লাহগন সেই চিরস্থায়ী কল্যান। ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকালিন জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রাসূলগনের পৃথকভাবে তৃত্বিয় কোন পরিচয় নেই।

২৭. মূল খেলাফত ও সাদৃশ খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য

বনী ইসরাঈলী বলয়ের খাতামান্নাবীঈন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের খলিফা ছিলেন খলিফাতুল্লাহিল মসীহ ঈসা ও খলিফাতুল্লাহিল মসীহ সানী পল। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ছিলেন সমস্ত জাতীসমূহের উপর মনোনীত মূসা ইবনে মরিয়ম সাদৃশ নবী, মূসার খলিফা নন বরং মূসার মতোই বনী ইসরাঈলের স্থলে সমস্ত জাতীসমূহের উপর নিযুক্ত স্বাধিন, স্বতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শরিয়তদাতা নবী। প্রকৃত খেলাফত ও সাদৃশ খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে খোদাতালার মূল স্বত্ত্বা ক্রিয়াশীল থাকে অর্থাৎ এখানে যে সংস্কারমূলক ওহি-এলহাম হয়ে থাকে ওসবের এক মহাপরাক্রমশালী স্বকীয়তা থাকে আর সাদৃশ খেলাফতে থাকে মানবিয় গুনাবলীতে প্রতিফলিত হয়ে মানবসমাজে প্রকাশ-বিকাশমান খোদাতালার গুনাবলী, যেখানে খোদাতালার মূল স্বত্ত্বার ক্রিয়াশীলতা তথা

ওহি-এলহামের স্বয়ংক্রিয়তার অনুপস্থিতে মূখ্য হয়ে উঠে মানবিয় হৃদয়-মস্তিষ্ক, যে কারনে সেখানে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খোদার মূখপেক্ষিতাকেই ইবাদত হিসাবে গ্রহন করে নেয়। প্রকৃত মোহাম্মদী নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হচ্ছে স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রতিশ্রুত সংস্কারমূলক খেলাফত-প্রত্যাদেশ, সংস্কারমূলক প্রত্যাদেশের অভ্যন্তরে এক স্বয়ংক্রিয়তা বিদ্যমান থাকে যা খোদাতালার মূল স্বত্ত্বা হিসাবে পরিচিত হয় সম্মানীত অভিজ্ঞগনের কাছে, অভিজ্ঞতা লব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানীগনের কাছে। এই সেই অভিজ্ঞতা যেখানে মানবিয় সহজাত গুনাবলী বারবার মরুর উত্তাপে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে শেষে পৃথিবীতে খোদাতালার মূর্তিমান রুপ ধারন করে। তখন তিনি বলতে পারেন না যে কোন মানুষ তাঁকে পুড়েছে, মানুষ মানুষকে নিতান্ত ব্যতিক্রম ধর্মবিশ্বাসের কারনে এমন নিষ্ঠুরভাবে পুড়াতে পারার কোন যুক্তিই অবশিষ্ট থাকে না তাঁর যৌক্তিক জ্ঞানজগতে, সেই জ্বালানো-পুড়ানোর প্রতিশোধ গ্রহনে ইতিপরে তিনি শক্তি-স্বামর্থবান হলেও উদ্দিষ্ট মানুষদেরকে তাঁর ইহসান ও ইনসাফের যৌক্তিতে নির্দোষ দেখতে পান। এমনভাবে ইতিপূর্বকার ভালবাসায় বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয়ারও কোন মানুষ সনাক্ত করা যায় না, যদিও ইতিপরে সেই বৃষ্টির উৎস ভাবা মানুষদের প্রতি এমন কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মে যে সেই বৃষ্টি ঝড়ানোর বিনিময়ক কৃতজ্ঞতায় আজীবন তাদের দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সীদ্ধান্ত নিয়ে নেন তিনি, কিন্তু তারা অবিশ্বাস ও সন্দেহে তাঁকে এভাবে আবদ্ধ করে নিতে নারাজ হয় এবং অতীতে তাঁর উপর নিজেদের সেই ভালবাসার বৃষ্টি ঝড়ানোকেই অস্বীকার করে। শত্রুতা ও মিত্রতা দুইয়ের কেউ কোনভাবেই আর তাঁর জীবনে একান্তভাবে থাকে না, তাঁর আর ব্যক্তিগত অতীত বলতেই কিছু থাকে না, শেষে তাঁর সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত অতীতকে তিনি এক মূহুর্তের স্বপ্নের মতোই অনুভব করেন, নিজেকে উদ্ধার করেন আবহমান কালের মানবজাতীর ইতিহাস হতে। এরপর দেখেন, নিজেকে তো নয় বরং এক-অভিন্ন চেহারায় তিনি উদ্ধার করেছেন সমস্ত নবী-রাসূলগনকে আর নিজ স্বত্ত্বায় উদ্ধারকারী স্বয়ং খোদাতালাই, এরপর তিনি নাস্তিকদের মতো নিজের অস্তিত্ব সংকটে ভুগেন, এরপর জগতে তাঁর স্থলে স্বয়ং খোদাতালাই আবির্ভূত হন এবং তাঁর আদিম স্বত্ত্বা হতে ভবিষ্যতের দিকে নবীগনকে পর্যায়ক্রমে প্রেরনের ইচ্ছা পোষন করেন, এভাবে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত নবুওয়াতের ধারা খেলাফত। সাধারনভাবে ইনি হচ্ছেন মুসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতায় শেষে মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হওয়ার পর বিগত শতাব্দিব্যাপী স্বাভাবিক কারনেই খ্রিষ্টিয় মুসলিম বুজুর্গদের তাহদাস ও চিন্তা-গবেষনায় এই আশঙ্কা ছিল যে, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনার পর তখনো প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিয়াতের ধারা প্রবাহমান থাকলে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ নিশ্চয়ই 'খলিফাতুল মসীহ' না হয়ে হবেন স্বয়ং মোহাম্মদ, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ মুসা ইবনে মরিয়মের স্থলে তাঁর স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমার সাদৃশ

খেলাফত বিবেচনা করা হবে খেলাফতে রাশেদা হতে মসীহি খেলাফত পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রতিষ্ঠিত সকল বনী ইসরাঈলী সাদৃশ খেলাফতকে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ তাঁর দোলনায় বা প্রস্তুতিকালাবস্থায় ছিলেন সর্বশেষ সাদৃশ খলিফাতুল মসীহ, যেভাবে প্রত্যাদিষ্ট দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ ওমর বিন আব্দুল আযীয আলাইহিস সালামকে বিবেচনা করা হয় শেষ-পঞ্চম রাশেদ খলিফা হিসাবে। সাদৃশাকার মসীহি খেলাফত কেবল গত এক শতাব্দির বিষয় হলেও প্রতিশ্রুত মসীহের কথিত মাহদীয়া ইমামাত তাঁরই এক অবিচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী বিষয়ের নাম, বরং দোলনার নয় বরং পৌরাবস্থার মসীহকেই বলা হয়েছে ইমাম মাহাদী, মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদই ইমাম মাহাদী রুপে আবির্ভূত হয়েছেন যথার্থই, আদি হতে ইমাম মাহাদী কোন সাদৃশ্যতার নাম নয়, সাদৃশ খেলাফতের যুগে তাঁর আসার কথা ছিল না, তাঁর মধ্যেও খোদাতালার মূল স্বত্ত্বা ক্রিয়াশীল থাকার কথা ছিল পূর্ব হতেই, সাদৃশ্যতা নয় মূল স্বত্ত্বার ক্রিয়াশীলতায় ধন্য তিনি, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় তাঁরই প্রথম আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত থাকার কারনে বিগত চৌদ্দশত বছর যাবৎ মুসলিম মননে তিনি ইমাম মাহাদী নামে বহুল কথিত হয়ে আসছেন।

২৮. বনী ইসমাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের বিদায় সম্ভাষণে আল্লাহর সালাম

সূরা আস সাফফাতঃ ১৩০-৩১, প্রক্ষিপ্ত কোরান হযরত ঈসা মসীহকে গ্রহন করেছেন হযরত ইলিয়াস মসীহের সাদৃশ ব্যক্তিত্বে, বরং ঈসাকেও সরাসরি ইলিয়াস সম্বোধন করছেন, ইলিয়াস সম্বোধন করেছেন ইসলামের মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকেও, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সালাম প্রেরিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হচ্ছেন আল্লাহর এই সালাম বিশেষ। মূসায়ী মসীহের অনুগামী খ্রিষ্টানরা বুঝতে ভুল করেছে, বুঝতে ভুল করেছে হযরত মোহাম্মদী মসীহের অনুগামী খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও। মূসায়ী মসীহ হযরত ঈসা নিজের পরিবর্তে হযরত ইয়াহিয়াকে কেন মসীহ ইলিয়াসের সাদৃশ সাব্যস্থ করতে যাবেন? হযরত ইয়াহিয়াকে হযরত ইলিয়াসের সাদৃশ সাব্যস্থ করে কেন নিজ মসীহিয়াতকে অস্বীকার করবেন? পূর্বযুগের মসীহ তো ছিলেন হযরত ইলিয়াস আর ইহুদিরা তো এই ইলিয়াসকেই মসীহ বলছিলেন, আকাশ থেকে এই মসীহের পুনঃআগমনের কথাই জিজ্ঞাস করছিলেন, অন্যদিকে ঈসা মসীহ তো মসীহই দাবী করছিলেন, মসীহের পুনঃআবির্ভাব দাবী করছিলেন, তো নিজের পরিবর্তে তিনি অগ্রজ ইয়াহিয়াকে কেন মসীহ হিসাবে দেখাবেন? প্রকৃত বিবরন এই যে, হযরত ইলিয়াস, ঈসা ও গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম হচ্ছেন পৃথক পৃথক সময়ের তিন পরস্পর সাদৃশ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত বিবরন এই যে, হযরত ইয়াসা, ইয়াহিয়া ও সাহেবযাদা মাহমুদ হচ্ছেন পৃথক পৃথক সময়ে তিন পরস্পর সাদৃশ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত বিবরন এই

যে, যেভাবে হযরত ইলিয়াসের সমসময়ে তাঁর মানিকজোড় ছিলেন হযরত ইয়াসা, সেভাবে হযরত ঈসার সমসময়ে তাঁর মানিকজোড় ছিলেন হযরত ইয়াহিয়া, হযরত গোলাম আহমদের সমসময়ে তাঁর মানিকজোড় ছিলেন সাহেবযাদা মাহমুদ। প্রকৃত বিবরন এই যে, হযরত গোলাম আহমদের দাবী ছিল যে, তিনি হচ্ছেন মসীহ, হযরত ঈসা মসীহ সদৃশ মসীহ। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের দাবী ছিল যে, তিনি হচ্ছেন মসীহ, হযরত ইলিয়াস মসীহ সদৃশ মসীহ। সত্য বিবরন এই যে, হযরত ইলিয়াসের মসীহের সমকালিন হযরত ইয়াসা, হযরত ঈসা মসীহের সমকালিন হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত মসীহ মাউদ গোলাম আহমদের সমকালিন হযরত সাহেবযাদা মাহমুদ দোলনায় প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন যাঁর তাঁর চিরস্থায়ী শক্তির কারন পরবর্তী পৌরাবস্থার প্রত্যাদিষ্টগনের লক্ষস্থলে। হযরত ইলিয়াস, ঈসা ও গোলাম আহমদ, পক্ষান্তরে এই তিন ইলিয়াসের প্রতি আল্লাহর সালাম প্রেরিত হবে মর্মে কোরানের যে প্রতিশ্রুতি এতে আল্লাহর সালামের অর্থ হচ্ছে বনী ইসরাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের বিদায় সম্ভাষণ।

২৯. ব্যবস্থাপনা আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার সময় সংক্রান্ত বিভ্রান্তি

হযরত মসীহ মাউদ ও ইমাম মাহাদী আলাইহিস সালামগনের আগমনী সময় নির্নয়ে ব্যবহৃত ও মিশকাত শরীফে সংকলিত হযরত আবি কাতাদা বর্নীত হাদিস হতে উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে বহুল কথিত হয়ে আছে শরিয়ত উঠে যাওয়ার হাজার বছর ও এই হাজার বছর পরবর্তী এক যুগল দুইশত বছর। আল্লাহ আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে ছয় হাজার বছরে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন এবং তা উঠিয়ে নিবেন এক হাজার বছরে বলে উল্লেখ আছে সূরা আস সাজদাহঃ ৬ কোরানে। আকাশ হতে ব্যবস্থাপনা প্রেরনের সেই ছয় হাজার বছরের যথাযথ ব্যাখ্যা আমাদের সামনে থাকলে পরবর্তীতে উল্লেখিত ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়ার এক হাজার বছর এবং এক হাজার বছর পরের কথিত আরো যুগল দুইশত বছর সংক্রান্ত এত বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে ছড়াতো না, প্রকৃতপক্ষে কোরানের এই হাজার বছর আর হাদিসের যুগল দুইশত বছরের পূর্বে মিলানো হাজার বছর এক নয়। ছয় দিনে যা সৃষ্টি করা হয় তা একদিনে না হোক ছয়-নয় দিনের মধ্যেও ভেঙে দেয়া হয় নিতান্ত খেল-তামাশার নামান্তর। কোরানের আরবী টেক্সট নাযেলের শেষ দিনটিকেও যদি ভুলবশতঃ সেই ব্যবস্থাপনা প্রেরনের শেষ দিন ধরা হয় তবু এই দিন থেকেও ব্যাবস্থাপনা উঠিয়ে নেয়ার শুরু ধরা যায় না, যেহেতু এযাবৎকালিন কোন হিযরী শতাব্দির শিরোভাগ কারো না কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীশূন্য যায়নি, যেহেতু মোহাম্মদী ব্যবস্থাপনা হাজার বছরে আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার শুরুটা দেখা যায়নি, সেহেতু ব্যাবস্থাপনা আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার হাজার বছর পরবর্তী এই যুগল দুইশত বছর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দি তো নয়ই, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দিও যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেই যুগল দুইশত বছর আরো

অনেক পরে নির্ধারিত হয়ে থাকবে যখন প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীশূন্য পৃথিবী জুলুম-অত্যাচার ও জবরদস্তীমূলক সম্রাজ্যের হাজার বছর কাটিয়ে নতুন কোন শরিয়তের জন্য অথবা এই শরিয়তবাহী কোন ইমাম মাহাদীর আগমনী আশায় ঘুরে দাঁড়াতে থাকবে মাত্র। ঐশি ব্যবস্থাপনার দিকে মানবজাতীর আবারো ঘুরে দাঁড়াতে থাকার উল্লেখিত সেই যুগল দুইশত বছর হতাশা-নিরাশার নয় নতুন শরিয়তের প্রসঙ্গেও, বরং গত হয়ে যাওয়া হাজার বছরের হতাশা-নিরাশার পর আশা-ভরসার, এই এত সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নতুন কোন ইমাম মাহাদীর সুসংবাদ তো এক মামলী ব্যাপার মাত্র।

৩০. পূর্নসত্য বিরাজমান থাকা উত্তম তিন শতাব্দি

হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম সময়ের মাকাম বর্ননায় তাঁর নিজ শতাব্দির সন্নিহিত যুগল দুই শতাব্দি বলেছেন হযরত মসীহ মাউদ ও ইমাম মাহাদী আলাইহিস সালামগনের যুগল দুই শতাব্দিকে যে, এটা আমার কথা নয়, নতুন কথা নয়, আমার নতুন কোন কথা নয়। হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সূরা লায়লাতুল কদরের শানে নুযুল ব্যাখ্যায় তো পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগকেই লায়লাতুল কদরের লক্ষস্থলীয় সময়-শতাব্দি নির্ধারন করেছেন। উম্মুল কিতাব কোরান হতে সূরা কদরের 'খায়রুম মিন আলফে শাহর' আয়াতটির সরল বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম বা এক শতাব্দি অপেক্ষা উত্তম'। এভাবে এটা সকল শতাব্দির জন্য প্রযোজ্য হলেও হযরত আদি ইবনে হাতেমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে কেবল পঞ্চদশ হিযরী শতাব্দির শিরোভাগকেই নির্দেশ করে এবং এই অনুবাদ হয় যে, 'যুদ্ধ নিষিদ্ধ এক শতাব্দি হতে উত্তম'। কোরানের বিপরীতে কোন হাদিস নেই, কোরান সমর্থিত মিশকাত শরীফে সংকলিত হযরত আবি কাদাতাহ হতে বর্নীত হাদিস যে, এই যুগল দুইশত বছর যা হাজার বছর পর আসবে, নিতান্ত জ্ঞানের লাগটি করা মধ্যযুগীয় তফসীর-তাহদাসের বিভ্রান্তি সংস্কারে উল্লেখ্য যে, নবীজিবন হতে শুরু হওয়া হাদিসের এই হাজার বছর আর ব্যবস্থাপনা আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার কোরানী হাজার বছর এক নয়। এভাবে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ হিযরী শতাব্দি যুগলভাবে ব্যাপক আলোচিত হয়ে এসেছে কোরান-হাদিসের আরো অন্যান্য ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত আলোচনায়। উল্লেখিত শতাব্দি তিনটাকেই উত্তম সাব্যস্থ হতে হয় ঐশিবানী নাযেল ও সত্য প্রচার-প্রসারের স্বীকৃতি স্বরুপ ঐশিবানী নাযেল ও সত্য প্রচার-প্রসারের উৎকর্ষতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ছিল নবীজির নিজ শতাব্দিই আর এর সন্নিহিত শতাব্দি ছিল চতুর্দশ শতাব্দি, আল্লাহর পক্ষ হতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকা একমাত্র শতাব্দি, প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহিস সালামের শতাব্দি। তারপর এর সন্নিহিত শতাব্দি হিসাবে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতাব্দিকে, বনী ইসরাঈলী সদৃশ ইসলামি যুগের বিদায়ী শতাব্দি, বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনের শতাব্দি, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শতাব্দি।

নিসাই ও মিশকাত কিতাবে বাব মুনাকেব সাহাবা অধ্যায়ে সংকলিত হাদিসে নবীজি বলেন, 'আমার শতাব্দি সর্বোত্তম, তারপর এর সন্নিহিতগন উত্তম, তারপর এর সন্নিহিতগন উত্তম, এছাড়া অন্যান্য শতাব্দিতে পূর্ণসত্য বিরাজমান থাকবে না। যৌক্তিক জ্ঞানে বিরোধী চরম বস্তুবাদী ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকরা তো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য সময় হিসাবে নির্দেশ করে ইসলামের প্রাথমিক তিন হিযরী শতাব্দীকে, এছাড়া শিয়া মুসলমানদের বর্ননা শুনলেই বেশী জানা যায় যে, অভ্যন্তরিন দলাদলি, বিসৃংখলা, মারামারি, অন্যায়-অবিচারের অতিমাত্রা ঐ তিন শতাব্দিকে আধ্যাত্মিকতার মানদন্ড ছাড়া অন্য কোন বিবেচনায় কেন উত্তম শতাব্দি বলা যায় না।

৩১. প্রত্যাদিষ্ট এবং তাঁর সত্যায়নকারীগন যে ফির্কায় থাকবেন

বনী ইসরাঈলীরা ৭২ ফির্কায় পরস্পর বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর ৭১ ফির্কা সম্মিলিতভাবে পৃথক করে নিয়েছিল ১ ফির্কা খ্রিষ্টান জামাতকে, অনুরুপভাবে আজো বনী ইসরাঈলী সাদৃশ মুসলিমরা ৭৩ ফির্কায় পরস্পর বিভক্ত বিভক্ত হয়ে গেছে আর ৭২ ফির্কা সম্মিলিতভাবে পৃথক করে দিয়েছে ১ ফির্কা খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক হয়ে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের অনুসরনেও তারা এই লাঞ্ছনাকেই মুক্তির সনদ হিসাবে গ্রহন করে নিয়েছে, যেভাবে পূর্বে খ্রিষ্টিয় জামাতেও প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃত মুক্তির দলিল তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের এই ভবিষ্যদ্বানীতে নিহিত ছিল যে, 'আমি এবং আমার সাহাবাগন যে ফির্কায় থাকবো অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট এবং তাঁর সত্যায়নকারীগন যে ফির্কায় থাকবেন সেটাই হবে একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ফির্কা বিশেষ। মুসলমানদের একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কা সনাক্তকরণে দেখি যে, ৭৩ ফির্কার প্রত্যেক নেতাই সেই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলে নিজ নিজ গদিতে এক-এক মোহাম্মদ দাবীদার আর সবাই প্রত্যেকেরই এক বিশ্বনেতৃত্ব রয়েছে, বায়তুল মাল আছে, শুরা বোর্ড আছে, পারম্পারিক গভীর ভ্রাতৃত্ব বোধ আছে, এককথায় সবই আছে বরং সেই আরব্য ইতিহাসের তুলনায় অনেক কিছু অনেক বেশীই আছে, কথিত মোহাম্মদগনের নেই কেবল সেই প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবী যা প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ফির্কাকে পৃথক করে দেখাতে পারে। একজন ছাড়া অন্য সবার থলের বিড়াল বের হয়ে যাওয়ার মতো চমৎকার বিষয় হলো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবী, যে দাবীর ভিত্তিতে এক খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে ৭১ ফির্কার ইহুদিরা ও এক খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের বিরুদ্ধে ৭২ ফির্কার ইহুদিয় মুসলিমরা একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরপর নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে প্রত্যাদিষ্ট হলেন হযরত বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, তাঁর অমান্যকরণে খ্রিষ্টানরা অবশিষ্ট ৭১ ফির্কা ইহুদিদের থেকে

পৃথক হয়েও মুক্তিপ্রাপ্ত থেকে যেতে পারেনি, অনুরুপভাবে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্যকরণে খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা ৭২ ফির্কা ইহুদিয় মুসলিমদের থেকে পৃথক হয়ে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের আনুগত্যে মুক্তিপ্রাপ্ত থেকে যেতে পারবে না, কারন খ্রিষ্টিয় মুসলিম ফির্কাকে অন্যান্য জাহান্নামী ফির্কাগুলো হতে পৃথক করার মতো সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত প্রত্যাদেশ দাবী তার নেই।

৩২. তৌরাতের সাদৃশ্যাকার ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণকারী প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ

ইহুদিরা ও মুসলমানরা সবাই একমত যে, মূসায়ী শরিয়ত গ্রন্থ তৌরাতে বনী ইসরাঈলী ভাইদের মধ্য হতে অর্থাৎ বনী ইসমাঈলী বংশোদ্ভূত হযরত মূসা সদৃশ যে নবীর আবির্ভাব প্রতিশ্রুত ছিল তিনি ঈসা মসীহ নন, ঈসা মসীহ বনী ইসমাঈলী নন আর এমন কোন নবীও ছিলনা মূসায়ী উম্মতের প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ খলিফা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের। মুসলমানরা এখনো প্রায় সবাই একমত যে, তৌরাতের প্রতিশ্রুত সেই মূসা সদৃশ নবী হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ নন। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহর খলিফা হওয়ার পর হযরত মূসা নবীরও খাতামাল খুলাফা হওয়ার কারনে হযরত মূসা ও ঈসা পরস্পরের মধ্যে একটা সাধারন সাদৃশ্যতা তো ছিলই কিন্তু নিতান্ত একারনেই হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে ঐ প্রতিশ্রুত মূসা সাদৃশ নবী হিসাবে সত্যায়িত করা যায়নি, বরং ঈসা ইবনে মরিয়মকে আবির্ভূত করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলী মনদে আকাশে জীবিত থাকা হযরত ইলিয়াস মসীহের পূর্ণ সাদৃশ্যাকারে। মসীহ ইলিয়াস সাদৃশ বনী ইসরাঈলী মূল ধারার শেষ খলিফাতুল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়মের পর বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগ প্রবর্তনে আবির্ভূত হলেন তৌরাতের ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণকারী হযরত মূসা সদৃশ বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। তৌরাতের এই ভবিষ্যদ্বানীর সাদৃশ্যাকার ভবিষ্যদ্বানী কোরানের 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাক্বু বিহিম, তৌরাতের এই সাদৃশ্যাকার ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণকারী প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম। তৌরাতে বনী ইসরাঈলী মূল ধারার সমাপ্তি ও বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগ প্রবর্তনে যেভাবে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আগমন প্রতিশ্রুত হয়েছিল সেভাবে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ও বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে কোরানে 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাক্বু বিহিম' আয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব। প্রাথমিক কালের খ্রিষ্টানরা তৌরাতের সেই মহান ভবিষ্যদ্বানীতে হযরত বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আগমন স্বীকার করে এতে পরোক্ষভাবে ঈসা মসীহের আগমনকেও অন্তর্ভুক্ত করতো যে সেটা ভুল ছিল না, অনুরুপভাবে আজো খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা যদি কোরানের 'আখারিনা মিনহুম

লাম্মা ইয়াল হাক্কু বিহিম ভবিষ্যদ্বানীতে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের আগমনকে স্বীকার করে এতে পরোক্ষভাবে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের আগমনকেও অন্তর্ভূক্ত করে তবে সেটা ভুল হবে না। সাধু সাবধান, ওলাদ্দোয়াল্লিন, আমিন। সাধু সাবধান, প্রত্যেক হিজরী শতাব্দির শিরোভাগে মুজাদ্দিদিয়াতের চিরউম্মোক্ত দ্বার কখনো বন্ধ হওয়ার নয়, লা আল মাহাদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা অর্থাৎ মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পরবর্তী মুজাদ্দিদগন হচ্ছেন এক-এক ইমাম মাহাদী বিশেষ

৩৩. খেলাফতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রাখা হয়েছে স্যাকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে

মুসলিম সমাজ গঠনের ভিত্তি কি? আধ্যাত্মিকতা না অর্থনীতি? আল্লাহ তাঁর খলিফাকে সমাজ গঠনে আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন, অর্থনীতিতে নয়, কারন অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজ শেষে নাস্তিকতা সর্বস্বতার দিকে না দৌড়ে পারে না যে একথা পৃথিবী জেনে নিয়েছে বিগত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেই। খলিফার হাতে বিশ্বঅর্থনীতি নিয়ন্ত্রনের চাবি দেয়া হয়নি আর এর কোন আবশ্যকতাও নেই, কারন অর্থনীতিকে রাখা হয়েছে স্যাকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে, মুসলিম মননে স্যাকুলার রাষ্ট্রনীতি মানেই খেলাফতের আবশ্যকতা আর নবুওয়াতের ধারা খেলাফত মানেই স্যাকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। খ্রিষ্টিয় মুসলিম প্রথাসর্বস্ব নেযামে ওসিয়্যতের নামে কেবল অর্থনৈতিক সেবায় জীবন ওয়াকফে করে গেলেই আল্লাহ ও তাঁর খলিফার পথে হাঁটা হয় এমনটা নয়, বরং এতে ভয়ংকরভাবে সমাজ গঠনের ভিত্তি রাখা হয় নিতান্ত অর্থনীতিতেই, প্রত্যাদেশদাতা খোদাতালার আশ্রয়স্থল ছেড়ে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খেলাফতকে রাখা হয় বিশ্বঅর্থনীতির চাবিওয়ালা রাজনৈতিক পরাশক্তিগুলোর ধর্মমন্ত্রনালয় নামক শৌচাগারে। এইজন্য নিয়মিত দরুদ পাঠকারীদেরকে দরূদ পাঠের সমস্ত ভাবার্থ মন্থনে বারবারই সাবধান থাকা উচিত যেন এই দরূদের কল্যান যেন কোনভাবেই কথিত খেলাফতের অভ্যন্তরে থাকা অন্যতম গারুল্লাহ চরম বস্তুবাদী ও জগৎপূজারীদের প্রতি আরোপিত হয়ে না যায়। এরা কেন কিভাবে এই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ন জায়গাগুলো বেদখল করে নিল একথা ভাবার বা বিস্তৃত ব্যাখ্যার ক্ষেত্র এটা নয়। এখানে এইসূত্রে কেবল এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, দরূদ পাঠকারীদের এই অসাবধানতার কারনেই জগতের উপর উমাইয়া-আব্বাসীয়-তুর্কি খেলাফত এতদূর পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল, আর এতকালব্যাপি এত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনকে মুসলিম জামাতের সাহায্য-সহযোগীতা পাওয়ার স্থলে এক জুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল।

৩৪. ওল্ড হাউস অসভ্যতা

নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে মুসলিম জামাত পুনঃগঠনে প্রয়োজনীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিনিময়ক বয়াতকারীগন সহ সকল শতাব্দির সকল আসহাবে মুজাদ্দিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুগন হচ্ছেন বিপ্লবী, তাঁরা বয়াতকারী হওয়ার কারনেই পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন করে দেখাতে পেরেছেন। আমি চাই না যে, আমি খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতে বয়াত করা ধর্মবিশ্বাসী ছিলাম আর নিতান্ত এই

কারনে আমার সন্তানরা জন্মগত ধর্মবিশ্বাসী হিসাবে পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়ে থাকুক আর আমার মতো নগন্যের ব্যক্তিগত ভালবাসার দাবীতে অনাগত বয়াতকারীদের উপর কর্তৃত্ব করুক, কারন কথিত জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের দাবীতে অনাগত বয়াতকারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা হবে পক্ষান্তরে আমার উপর আমার সন্তানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, যা হবে ভেটিকান ওল্ড হাউসের মতো আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের উপর বস্তুজগতের প্রতিষ্ঠা, যা হবে তাদের ঐ খ্রিষ্টিয় ওল্ড হাউস অসভ্যতায় হারিয়ে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ। গুহাবাসী আসহাবে মসীহগনের দূর্ভাগ্য বশতঃ খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতে বয়াতকারীদের মূল্য নেই, মহামূল্যবান হচ্ছে বয়াতকারীদের সন্তানরা, যে বৈষম্যের কুপ্রভাবে কোন বয়াতকারীর খলিফা হওয়া তো এক অকল্পনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও মৌখিকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে খলিফা আল্লাহ বানান। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় প্রজন্মের মাধ্যমে কোন আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না, পুরাতন ধর্মিয় সমাজগুলোতে বিপ্লব দেখা যায় না যে কারনে।

৩৫. সংস্কারমূলক প্রত্যাদেশে থাকা স্বয়ংক্রিয়তার চাওয়া প্রভূ-দাস সম্পর্ক

সমাজ বিনির্মানে খ্রিষ্টিয় 'পিতা-পুত্র' সম্পর্কের স্থলে ইসলামের প্রচলন 'প্রভূ-দাস' সম্পর্ক। একমাত্র ইসলামেই বারবার কারো না কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দ্বার চির-উন্মুক্ত। একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট ছাড়া আনুগত্যের নামে 'প্রভূ-দাস' সম্পর্ক প্রচলন করতে চাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কবন্ধনে প্রভূ হোক আর দাস হোক, আর জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত প্রভূ হোক, উভয়ই পরজগতে তো বটেই, ইহজগতেও চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধী। প্রত্যাদিষ্টের 'প্রভূ-দাস' কথিত যে সম্পর্ক চাওয়া, এটা প্রত্যাদেশের চাওয়া, সংস্কারমূলক প্রত্যাদেশে এক স্বয়ংক্রিয়তা থাকে যে এটা সেই স্বয়ংক্রিয়তার চাওয়া, স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ম্ভু, স্বয়ংনির্ভরস্থল ও মহাপরাক্রমশালী প্রত্যাদেশদাতা খোদার চাওয়া, জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের মিথ্যাচারে কুপ্রভাবিত হয়ে যাঁর উপর 'পিতা-পুত্র' সম্পর্ক আরোপে আকাশ চৌচির হয়ে যেতে চায়। সমাগত হযরত খাতামাল মুজাদ্দিদিন আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী যত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন আবির্ভূত হয়েছিলেন এখনো তাঁদের প্রত্যেকেরই এক-এক মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খেলাফত বর্তমান আছে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে। ওসব কথিত খেলাফত হতে খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের পার্থক্য হলো, এখানে খলিফাগন অনেকেই প্রত্যাদিষ্ট-নবী হয়ে থাকবেন, তা যে প্রকারে নবীই হোন, ন্যূনতম আভিধানিক অর্থেই হোক। নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে পর্যায়ক্রমে একের পর এক নবী-প্রত্যাদিষ্ট আসতে না থাকলে ইতিপরে অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের মতো খাতামাল মুজাদ্দিদেরও মর্যাদা বিশ্বমুসলিম সমাজে সার্বজনীন হয়ে গ্রীহিত হয়ে যাবে কিন্তু পিতা-পুত্র সম্পর্কিত গদ্দিনিশিন নতুবা নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত এই সাজ্জাদানাশিন খেলাফতের সেই বেহাল অবস্থাই থেকে যাবে।

৩৬. খ্রিষ্টানিটি খন্ডনের চেতনা ফকির বিদ্রোহকে বিপ্লব সাব্যস্থ করে

বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি ছিল যেমন খ্রিষ্টানিটি তেমনি বৃটিশ বিরুধী আন্দোলনের চালিকাশক্তিও ছিল খ্রিষ্টানিটি খন্ডন। বাংলা অধিগ্রহনের মাধ্যমে বৃটিশরা পরে সমস্ত ভারত শাসনে সক্ষম হয়, আর বিতাড়িত হওয়ার সময়ও তাদেরকে সমস্ত ভারত থেকে বিতারিত করার সুর উঠে প্রথম বাংলা থেকেই, বাংলার কথিত ফকির বিদ্রোহের মাধ্যমে, পরবর্তীকালিন বৃটিশ বিরুধী সকল আন্দোলন-সংগ্রামই ছিল ফকির বিদ্রোহের অনুসৃত চেতনা মাত্র। বৃটিশ বিরুধী প্রত্যেক আন্দোলন-সংগ্রামে মোল্লা-মৌলবীরা বার বার মার খেয়েছে ফকির বিদ্রোহের মূল চেতনা খ্রিষ্টানিটি খন্ডন কাজকে বামে রেখে তুর্কি প্ররোচনায় বৃটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে, মার খেয়েছে বাংলায় সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারনার কেন্দ্র গড়গাঁও সদরের ইতিহাস ভুলে ইংরেজদের সিলেট সদর হতে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার কারনে, এতে মুসলিম সমাজের কেবল অন্তর্কলহই বেড়েছে। এই অন্তর্কলহের ভিতরেও শেষে ফকির বিদ্রোহের মূল চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে পাঞ্জাবের আহমদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে, খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে বিশ্বময় বৃটিশ বিরুধী আন্দোলনের মহানায়ক হয়েছেন হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম, যিনি বাঙ্গালীদের ফকির বিদ্রোহ হতেই এই তালিম গ্রহন করেছিলেন যে, ঈসার মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত, যিনি বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টি করা হবে মর্মে যে নিজ ওহি-এলহামের প্রচার করছিলেন এর এক অন্যতম অর্থ ছিল বাঙ্গালীদের কথিত ফকির বিদ্রোহ বিপ্লবে রুপান্তরিত হয়ে সফলতা লাভ অর্থাৎ বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের পতন।

৩৭. বাংলায় হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধারা

তৎকালিন ইয়ামেন-আরবের সর্বাধিপতি হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলতেন, আমি ইয়ামেনের দিক থেকে খোদার সুগন্ধী পাচ্ছি। খোদাতালা কি কোন বস্তুগত স্বত্ত্বা যে এর কোন সুগন্ধী থাকবে আর তা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে? নয় তো এই খোদার সুগন্ধীর অর্থ হচ্ছে খোদার গুনাবলীর বিকাশ আর খোদাতালার গুনাবলী বিকাশের উৎস হচ্ছেন নবী-মুহাদ্দিসগন। এই ভবিষ্যদ্বানীর প্রাথমিক লক্ষস্থলে খোদাতালার প্রত্যাদেশ লাভ ও মানবিয় গুনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খোতালার গুনাবলী বিকাশে ধন্য হয়েছেন হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর নিকটতম বংশধরগন। প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নাবীঈনের ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখিত নবী-মুহাদ্দিস চূড়ান্ত লক্ষস্থলে তাঁর নিজের স্থলে অভিষিক্ত কামেল নবী-মুজাদ্দিদ হয়ে থাকবেন। ৭১০ হযরীর পূর্ব পর্যন্ত হাতেম পরিবরের প্রায় প্রত্যেক প্রজন্মের মাতুল পরিবার ছিল মক্কা-মদিনা হতে ইয়ামেনে মাইগ্রেটেড সৈয়দ পরিবার, এই দুই পরিবার-বংশের সম্মিলিত চিন্তা-গবেষনায় সেই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলীয় প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ হিসাবে গ্রহন করে নিয়েছিলেন

হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামকে। প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালাম সেই সুমহান ভবিষ্যদ্বানীর আলোকে এই দুই বংশধারাকে ইয়ামেন হতে বাংলার মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ও এই মাটি হতেই সেই প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের আগমনী আশায় থাকার নির্দেশ দেন। বাংলায় প্রথম ইসলাম প্রচারকদের এসব পরবর্তী প্রজন্মই প্রথম খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে ইতিহাস গড়েছেন, যে ইতিহাসের ধারাবাহিক কার্যক্রমে এক অমর সাক্ষর রেখে গেছেন খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম। গড় অর্থ দূর্গ, গড়গাঁও অর্থ দূর্গের গ্রাম, গড়গাঁও সদর হচ্ছে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার একটি গ্রাম, বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রথম দূর্গ, বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে পরবর্তীকালিন প্রত্যেক বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ফিরে ফিরে আসা কথিত ফকির বিদ্রোহের মাতৃগর্ভ দূর্গের গাঁও। ইসলামী ইতিহাস, উপকথা ও তথ্য-উপাথ্যে 'গড়গাঁও' নামক যে জনপদের উল্লেখ ভুলবশতঃ আজ সিলেটে দেখানো হয় সেই জনপদ প্রকৃতপক্ষে কিশোরগঞ্জের এই গ্রাম, এই গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে তা আদিকাল হতে তখন পর্যন্ত যমুনা নামেই পরিচিত ছিল। আজ নদীপথের যোগাযোগ তেমন আর নেই, কিশোরগঞ্জ আর সিলেট যে সেকালে একই অঞ্চল বিবেচিত হতো একথাও কেউ আর ঘটা করে আলোচনা করেনা। বেহুলা-লক্ষীন্দরের বাসর, পদ্মা দেবীর পূজা, চাঁদ সওদাগরের নৌবিহার ইত্যাদি পৌরানিক উপাখ্যানে কথিত কালিদাস সাগরকে এখন মানুষ ভাটি অঞ্চল বলে, যে কারনে কালিদাস সাগরে পতিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের মূহনাকে মানুষ সুরমা নামে ডাকে, সুরমার পশ্চিমাংশকে ডাঁকে নরসুন্দা ও রাখাখালী নামে। কথিত কালিদাস সাগরের পশ্চিমপারে গড়গাঁও সদর আর উত্তর-পূর্ব সাগরগর্ভ দ্বীপ ছিল সিলেট সদর, মোট কথা ৭১০ হিযরীর পূর্ববর্তী নদী মাতৃক সমাজব্যবস্থা ও নৌ যুগাযোগের স্বর্ণযুগে গড়গাঁও সদর ও সিলেট সদর ছিল একই জনপদ, কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী গৌড়ি ধর্মরাজ্যের প্রধান ধর্মশালা গড়গাঁও-গোবিন্দপুর ছিল অতীশ দীপঙ্করের মহাজনী ধর্মিয়-রাজনৈতিক পরাক্রমশালীতার দাপটে সাগরগর্ভে লুকায়িত রাজধানীর চেয়ে অনেক বেশী জৌলুসময়। ইতিহাসে কিছুটা গড়মিল থাকলেও নিকটতম সর্বস্বীকৃত সত্য এটাই যে, এই গ্রামেই ৭১০ হিযরীতে প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামের পক্ষ হতে বাংলায় প্রথম ইসলামের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ইয়ামেনী বিখ্যাত লাল প্রাসাদ বিজয়ী সাহাবায়ে কেরামগনের বংশধরগন, তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ্ জালাল, হযরত শাহ্ বুরহান উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহে ছিলেন সেই অষ্টম নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে দুই সম্মানীত খলিফাতুর রাসূল, এই দুইয়ের মধ্যে হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন বাংলায় বুড়া পীর খ্যাত হযরত শাহ্ বুরহান উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহে। বুড়া পীর হযরত শাহ্ বুরহান উদ্দিন, তাঁর পুত্র ও গদ্দিনিশিন খলিফা

ছিলেন হযরত শাহ নূর জালাল, তাঁর পুত্র ও গদ্দিনিশিন খলিফা হযরত শাহ নূর জালাল, এভাবে বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রথম ঘাঁটি হিসাবে গড়গাঁও সদর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম কারন এটাও ছিল যে, পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'গোবিন্দপুর' ছিল গৌড়িরাজের প্রধান ধর্মশালা। বাংলায় ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের অন্যতম মাইল ফলক 'গড়গাঁও সদর' প্রথম বৃটিশদের রোষানলে পতিত হয় ফকির বিদ্রোহের সময়। বৃটিশ বিদ্রোহের কথিত 'পিড়ি ফকিরগন' এই গড়গাঁও বংশোদ্ভূত 'গৌড়ি ফকিরগন' ছাড়া আর কেউ নন। এই বিদ্রোহের কারনেই বৃটিশদের দ্বারা ইসলামের মরকয স্থানান্তর করে নেয়া হয় সিলেটে, সিলেটের জৌলুশ বেড়ে যায় সেসময় এই সূত্রেই এবং এখানকার মুসলিম সমাজে তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক ও কবর পূজার সূচনা হয়েছে ইংরেজদের হাত ধরেই। গড়গাঁও সদরকে ম্লান করে দেয়ার জন্য গড়গাঁও গ্রামের দক্ষিনস্থ দোল বাজারকে (বর্তমান হোসেনপুর বাজার) প্রতিষ্ঠা করা হয় পাদ্রী হেমটন সাহেবের নামানুসারে 'হেমটনগঞ্জ' নামে, অন্যদিকে এই চড়ম প্রতিশোধ-প্রতিরোধের শিকার হয়ে গড়গাঁও সদরের তৎকালিন গদ্দিনিশিন-খলিফা হযরত শাহ নূর জি (দ্বিতীয়) রহমতুল্লাহি আলাইহে তাঁর দাপ্তরিক কাজ স্থানান্তর করেন হেমটনগঞ্জের বিপরীত দিকে কিছুটা দূরবর্তী স্থানে, গড়গাঁও সদরের উত্তর প্রান্তে, যেখানে এই হযরতের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শাহনুরিয়াইল' নামক নতুন আরেক জনপদ, হযরত খাতামান্নাবীঈন সল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সেই সুমহান ভবিষ্যদ্বানী অনুসারে হযরত আলী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধারা হতে এখানে জন্মগ্রহন করেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ। নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে এখন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মারকায হচ্ছে 'শাহনুরিয়াইল সদর আঞ্জুমান' যেখানে হতে খোদার সুগন্ধী পাচ্ছে বিশ্বব্যাপী মুত্তাকীগন।

৩৮. কথিত খলিফাগন সম্পর্কে আশঙ্কা অমূলক নয়

ইসলামে প্রকৃত ঐশি খেলাফত এটাই যা খাতামান্নাবীঈনের পর প্রথম সূচিত হয়েছিল খলিফাতুল্লাহ হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের মাধ্যমে। প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসা মুজাদ্দিদগনই উম্মতে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম-প্রকৃত আল্লাহর খলিফা। প্রত্যাদেশদাতা আল্লাহ ও তাঁর রসূল- মুজাদ্দিদ কর্তৃক প্রত্যক্ষ মনোনয়নের অস্বীকারকারী খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, নূরুদ্দিন, নাছের, তাহের, মাসরুর আহমদ সাহেবান। এসব আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ সরাসরি আল্লাহর খলিফা তো নন, প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর রসূল-মুজাদ্দিদেরও খলিফা নন, আল্লাহর মুজাদ্দিদ-রসূলের অনুসারীদের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা বিশেষ, পরোক্ষভাবে, পক্ষান্তরে রাসূল-মুজাদ্দিদ এবং আল্লাহর। এধরনের খলিফাদের খোদাবিমুখ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়, এধরনের কুধারনা পাপ নয় বরং সাবধান হওয়ার কারন। সাধু সাবধান, বিশ্ব অর্থনীতির চাবি খলিফার হাতে না থাকা

স্বত্বেও যারা খোদার খেলাফতকে নিতান্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত করাতে চায় তারা মোমিন নয়, বরং মুশরিক, মুনাফিক। মোমিন না হওয়ার কারনেই তাদের মসজিদ সংশ্লিষ্ট অফিস-আস্তানাগুলোকে ক্লাব, এন জি ও, পাবলিক কোম্পানী ইত্যাদির মতো মনে হয়, যেখানে নিতান্ত অর্থনৈতিক উন্নতিকেই খোদার নিদর্শন হিসাবে নেয়া হয়। জামাতের মসজিদগুলো যে গড়ে উঠছে ব্যক্তির বসতবাড়ী কেন্দ্রিক, এতে বিড়ম্বনাই বাড়ছে, জামাতের অভ্যন্তরিন কুন্দল শেষ হচ্ছেনা প্রজন্মান্তরেও। মসজিদওয়ালা বাড়ীর প্রজন্ম অযোগ্য হলেও এই অযোগ্যদের ইমামতি চলছে মসজিদেও, বহিরাগত যোগ্যতমরা অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে। বহিরাগত কেউ ইমাম নির্বাচিত হলেও তার জন্য এই বসতবাড়ির দাসত্বও শিরোধার্য থাকছে।

৩৯. দালিলিক কূটতর্ক

প্রকৃতপক্ষে ধর্মিয় বিষয়ের সত্যতা প্রমানে অন্যান্যের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত উপাদান হচ্ছে দলিল, উম্মতের অভ্যন্তরিন দীর্ঘকালীন দালিলিক কূটতর্কের অপরিপক্ক অভিমাত্রা দলিলের অর্থটাকেও পরিবর্তন করে দিয়েছে, দলিল বলতে এখন বুঝানো হয় কোন্ কিতাবে কি লিখা আছে বা রেফারেন্স, তা যতই অযৌক্তিক ও উদ্ভট হয়ে থাকুক। পৌরানিক কিচ্ছা-কাহিনীর উদ্ভট-অযৌক্তিকতাকে গ্রহন করা হলেও প্রমান হিসাবে গ্রহন করা হয় না নিজেদেরও অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা লাভের আহ্বানকে, যেভাবে ইসলামের স্বর্নযুগে ধর্মিয় আলোচনায় দলিলের অর্থ গ্রহন করা হতো যুক্তি-প্রমান। মাদ্রাসার বড় হুজুর হলেও ওহী-এলহাম লাভের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা না থাকলে দালিলিক কূটতর্কের সমৃদ্ধি স্বত্বেও নবুওয়াত-খেলাফতের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ওহি-এলহাম, কাশফ-রুইয়া, কেরামত-এস্তেকামাত ইত্যাদির ক্রমশঃ উন্নততর আধিক্য সুনির্দিষ্ট সময় পর যখন ন্যুনতম আভিধানিক অর্থেই হোক নবুওয়াত আখ্যায়িত হয়, তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হতে ভবিষ্যতে কখনোই তা বিচ্যুত হওয়ার নয়। আকাশে জীবিত থাকা কথিত হযরত এলিও, ঈসা, নারায়ন প্রমূখ নবীগনের কথিত পুনঃআগমনেও প্রত্যেকের নবী হয়ে আসার কথাই লিপিবদ্ধ আছে যে এসব বুঝে আসার কথা নয় দালিলিক কূটতর্কে।

৪০. আত্মার উৎপত্তি

আরবী খাল্ক ও খুল্ক শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম রচিত বিখ্যাত 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকে চোখ রাখতে পারেন। বীর্য হতে আত্মার উৎপত্তি হলে কোরানের 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক' আয়াতে খাল্কের স্থলে হতো খুল্ক। বিনা পিতায় জন্ম নেয়া মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের পুস্তক পর্যালোচনায় খোদাতালার এলহামী শিক্ষা আমাকে এটাই শিখাচ্ছে যে, এখানে ব্যবহৃত 'খাল্ক' অর্থ 'বীর্য তৈরির প্রক্রিয়া', পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন বীর্য

তৈরির প্রকৃয়া হতে। বীর্য হতে শরীর তৈরি হয়েছে কিন্তু আত্মা তৈরি হয়েছে বীর্য তৈরির অনুঘটক কামনা-বাসনা হতে। মানবাত্মা বস্তুগত আকাশ হতেও আসেনি আর বীর্য হতেও নয়, মানবাত্মা বীর্যে সঞ্চারিত হয়েছে বীর্য তৈরির অন্তিম প্রকৃয়া হতে, মোহাম্মদ সেই আত্মার নাম যা দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সমভাবে তাঁর দেহের উপরেও আরোপিত। স্বপ্ন বা কাশফিয় জগতে জড়দেহ নিতান্ত এক স্মৃতি মাত্র, আত্মা নিজের মধ্যে যে স্মৃতি সংগ্রহ করে এটাই অনন্তকা-লব্যাপি চতুর্মাত্রিক বস্তুজগতে তাঁর নিজ আনাগোনা পথ, মানবিয় দৈহিক কামনা-বাসনার আদি উৎপত্তিস্থল ও ভবিষ্যতেও দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় যে স্মৃতি, যা কেবল মস্তিষ্কে নয় বরং সমস্ত স্বত্বা জোরেই সঞ্চারণযোগ্য।

৪১. অদৃশ্য বিষয়ক নিজেদের চিন্তা-গবেষনার সত্যতা

আমি আদম, ঈসা, মুসা, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, তাদের জীবনে যা ঘটেছে এগুলো আমার জীবনেও ঘেটেছে, এগুলো কোন কিচ্ছা-কাহিনী নয়, বরং আমার উপর নাযেলকৃত কোরান তো আমারই জীবনী। কোরান বর্নীত নবীগন আবহমান কাল হতে ছিল আমারই বৈচিত্রময় প্রকাশ। প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ হযরত আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের দাবী ছিল এমনা যেমন ছিল খ্রিষ্ট সদৃশ হযরত গোলাম আহমদ সহ সকল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের দাবী। ধর্মান্ধদের কাজ হলো ইবলিস, ইলিয়াস, শয়তান, জিন, খিজির, ইয়াজুজ, মাজুজ, ঈসা, দাজ্জাল ইত্যাদি গয়েবুল্লাহসমূহের যুক্তিহীন চিরঞ্জীবিতা ও ক্রিয়াশীলতা প্রমানের অপচেষ্টা। চরম বস্তুবাদী, সন্দেহবাদী, হতাশ-নিরাশ, অলস নাস্তিকদের কাজ হচ্ছে ধর্মান্ধতাকে খন্ডন করার ধারাবাহিকতায় আমাদের অভিজ্ঞতা ও যুক্তি-প্রমানগুলোকেও খন্ডন করার অপচেষ্টা। আমাদের কর্তব্য হলো সমকালিন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অনুসরনে আল্লাহ্, ফিরিশতা, ঐশি কিতাব, রেসালত, আখেরাত, পুনঃউত্থান, তকদীরের ভাল-মন্দ ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ক নিজেদের চিন্তা-গবেষনার সত্যতাকে যৌক্তিক করে উপস্থাপন, এগুলোর যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা অনুধাবন সম্ভব না যদিনা এসব বিষয় যাপন করা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সাধারনভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, যেমন দোয়া কবুলের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারি, যেমন ফিরিশতারূপ মানুষের দ্বারা অনাকাঙ্খিত সাহায্য-সহযোগীতা হতে আমরা ফিরিশতার ধারনা নিতে পারি, যেমন নিজেদের সত্যস্বপ্নের সংকলন হতে আমরা ঐশি কিতাবের বিষয়ে যুক্তি পেতে পারি। এভাবে আলো তার আপন গুনে উদ্ভাসিত হয়, অন্ধকারের বিরুধীতায় নয়, আলো উদ্ভাসিত হলে অন্ধকার এমনিতেই পালায়। মানুষ মরনশীল তাই সুদুর অতীতের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে যে এটা হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, আলো ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় প্রমানের দাবী রাখে না, আমার নিজের অস্তিত্ব প্রমান করে দেখানোর দাবী রাখে না।

৪২. উচ্চবংশজাত

হাদিসে মোহাম্মদে এই ভবিষ্যদ্বানী সংগ্রহীত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী উভয়ই কোন উচ্চবংশে জন্মগ্রহন করবেন। খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের অসাধু, অনভিজ্ঞ ও হীনমন্য লেখক, অনুবাদক ও প্রচারকরা এই উচ্চ বংশকে জমিদার বংশ হিসাবে প্রচার করে থাকে প্রশ্ন হলো ইসলামের দৃষ্টিতে বংশীয় উচ্চ মর্যাদার মানদন্ড কি? সৈয়দনা হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহ আনহুর বংশকে উচ্চ মর্যাদা দিবেন না কোন বিজাতীয় রাজবংশকে? রাজবংশ তো নয়, খ্রিষ্টিয় বৃটিশ রাজবংশের দাসত্বে নিবেদিত ভারতীয় মুসলিম জমিদাররা কতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে গ্রীহিত ছিল সেকথা কারো অজানা নয়, ক্ষেত্রে তাদের নিকৃষ্ট অবস্থানের প্রতিচ্ছবি ছিল সেই বিজাতীয় শাসনের পক্ষে স্বজাতীর উপর অত্যাচার-অনাচারের প্রতিষ্ঠিত চিত্রই। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈল, ধরুষ্টাইন, বনী ইসমাঈল ইত্যাদি হচ্ছে আবহমান কালের মানবসভ্যতার সর্বস্বীকৃত উচ্চতম বংশধারা। সত্যই মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহন করেছেন পারসিক ধরুষ্টাইন বংশধারায়, অনুরুপভাবে এই একই বংশধারার সৈয়দানা হযরত আলী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর বংশ হতে বাংলায় বেড়ে উঠা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহন করেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহ্‌দী আলাইহিস সালাম। মোটকথা, ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত হাদিসের 'উচ্চবংশ' মানে নিতান্ত বৃটিশ-ভারতীয় 'জমিদার বংশ' নয়।

৪৩. মসীহি খোদাতালার স্বকীয়-স্বাতন্ত্র সাক্ষাত--- ইসলাম

জনসমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দৃশ্যতঃ নিশ্চিত মৃত্যুর পর জনসমক্ষেই কবরস্থ হওয়ার তিন তিন দিন পর মসীহের সাথে কতিপয় বন্ধুদের অবিশ্বাস্য বস্তুগত সাক্ষাতের কথা বন্ধুরাও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে প্রচার করতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই এর তীব্র বিরুধীতা করেন শত্রুসমাবেশে বহিরাগত পল। বিরুধীতার সীমাতিক্রম বন্ধুদের নিজেদের বস্তুগত দেখা-শুনাকে নিজেদের কাছেই কিছুটা কনফিউজ করে তোলে, এদের সবারই মসীহের সান্নিধ্যে দু-একটা দিব্যদর্শন লাভের পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল, ফলে মসীহের সাথে তাদের সেদিনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবিশ্বাস্য সাক্ষাতকে কখনো কখনো সমষ্টিগত দিব্যদর্শন ভাবলো। এরই মধ্যে পল নিজেও প্রথমবারের মত কিন্তু উঁচু মানের এক দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য হলে, দিব্যদর্শনে মসীহের সাক্ষাত পেলে ঐ বন্ধুদের সাথে তাঁর বিরুধ মীমাংসার একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি হলো, দিব্যদর্শন লাভের অনভিজ্ঞতার কারনে পল নিজ দিব্যদর্শনের প্রতি কখনো কখনো কনফিউজ হলে অন্যদের বস্তুগত সাক্ষাতের সত্যায়ন করতো এই শর্তে যে, মসীহ্ নিজেকেও একইভাবে বস্তুগত সাক্ষাতেই ধন্য করেছেন। মসীহের সত্যতার সাক্ষদানে এভাবে পল আর অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্যই রইলোনা, তিনিও মুবাশ্বির বন্ধুসমাবেশে অন্তর্ভূক্ত হলেন, বরং তাঁদের মধ্য

হতে তাঁদের মুসলেহ হলেন পল, প্রত্যেকের আবেগঘন প্রচারাভিযানে স্বাভাবিকভাবে দিব্যদর্শন ও সত্যস্বপ্নের ধারা অব্যাহত রইলো, বন্ধুসমাবেশে আমরন অব্যাহত রইলো মসীহের সাক্ষাত। অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষক খ্রিষ্ট সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মান্যকারী খ্রিষ্টিয় মুসলিম সমাবেশে দৈব ভাবে মসীহি সাক্ষাতে সবচেয়ে বেশী ধন্য হয়েছিলেন হযরত মুসলেহ মাউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। দৈবভাবে এই মসীহি সাক্ষাতে স্বয়ং খোদাতালার স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যতা কি ছিল? খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে নির্বাচক খোদাতালার স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যতা কি ছিল? দৈবভাবে কথিত মসীহি সাক্ষাতের স্থলে খোদাতালার স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য সাক্ষাতের নাম রাখা হলো ইসলাম। খোদ বনী ইসরাঈলী যুগ ও বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের নিজেরই শেষ 'খলিফাতুল মসীহ হওয়ার প্রামান্য বা প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদেরই সাধারনভাবে মসীহ সাদৃশ হওয়া বা খলিফাতুল মসীহ পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের অধিনস্থ পদবী হওয়ার প্রামান্য হচ্ছে মসীহি খোদাতালার স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য সাক্ষাত--- ইসলাম।

৪৪. পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের দাবীকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব

খোদার কসম, যদি সম্ভব হতো তাহলে অবশ্যই আমি খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদকে অস্বীকার করে ইহুদিয় মুসলিম সমাজে নির্ভেজাল দুনিয়াদারী করতাম, প্রত্যেক পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের জন্য পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের দাবীকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ১৪০০ বছর আগের কাগজে দলিল মূখ্য নয়, শত বছর পূর্ববর্তী দাবীকারকের দাবী-সর্বাংশ খুঁটিয়ে দেখাও মূখ্য নয়, শীর্ষস্থানীয় মান্যকারীদের অবস্থা পরিমাপও মূখ্য নয়, মূখ্য বিষয় হলো প্রত্যেকের জীবনশিরার চেয়েও নিকটবর্তী জীবন্ত ও বিশ্বস্থ খোদাতালার অস্তিত্ব অনুধাবন ও এইদিকে নিজ মানবিয় স্বত্ত্বার বিলুপ সাধনের ক্রমশঃ ইচ্ছা, আগ্রহ, সীদ্ধান্ত, প্রচেষ্টা ও সন্তুষ্টি। শত বছরব্যাপী প্রতিদিনের প্রতি মূহুর্তে কোরানের খোদাতালা যাঁর সত্যতায় অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে অগনিত ধারায় নিজ অস্তিত্বের নিদর্শন প্রকাশ করে যাচ্ছেন, আর একইভাবে এইদিকে অনাগতকেও কল্যানমন্ডিত করার আহ্বান করে যাচ্ছেন, তাঁকে কিভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্থ করি? অসম্ভব, সত্যই তাঁর দাবী অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

৪৫. ঐশি দায়বদ্ধতার সাক্ষাত

হযরত মসীহের অপমৃত্যু হতে পারেনা যে এমন বিশ্বাসই ছিল তাঁর প্রেরিতদের, এরপর যখন এই সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাসকে হত্যা করে ক্রোশে-অভিষাপে মসীহের মৃত্যু ঘোষনা নিশ্চিত হয়ে গেল, আর প্রকাশ্যে কবরস্থও করা হয়ে গেল, তখন তিন দিন পর স্বাভাবিক কারনে প্রেরিতদের সাথে রহিম প্রভুপুত্রের ক্ষনিক সাক্ষাত বস্তুগতভাবে গ্রীহিত না হয়ে দৈনন্দিন দেখা অবচেতন মনের

সত্যস্বপ্ন বা দিব্যদর্শন হয়েই রইলো। প্রেরিতদের হৃদয়ে এমন মর্মস্পর্শী সাক্ষাতের সুগভীর সুপ্রভাব প্রতিফলিত হওয়ারই কথা ছিল, হয়েছিলও তাই, খ্রিষ্টিয় মননে বস্তুজগত আর দিব্যজগতের মধ্যকার সীমারেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, মানবজাতীর প্রতি ঐশি দায়বদ্ধতার যে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রেরিতদের পরবর্তী দৈনন্দিন জীবনে সত্যস্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের দোয়ার খোলে দেয়া হয়েছিল। ক্রশিয় পরবর্তী পলের প্রতি প্রভুপুত্রের দিব্য সাক্ষাত থেকে অন্যদের বস্তুগত সাক্ষাতকে একারনে আর পৃথক করা গেল না, বরং পলের প্রতি দিব্য সাক্ষাত অন্যদের অবিশ্বাস্য বস্তুগত সাক্ষাতকে প্রকৃতই বস্তুগত হওয়ার অবশিষ্ট সম্ভাবনাকেও একেবারেই উড়িয়ে দিল, কারন এই প্রকার সাক্ষাতও ছিল তাঁর সেই ঐশি দায়বদ্ধতারই ফলশ্রুতি স্বরূপ, ঐশি দায়বদ্ধতার সাক্ষাত বস্তুজগতের পর দিব্যজগতেও সম্প্রসারিত, ফলে ক্রুশীয়-অভিযাপের মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়ার উপক্রম হলে বিচক্ষন পল এই মৃত্যুকে শাহাদাতের মৃত্যু ঘোষনা করলো, একইসাথে খ্রিষ্টানদের জন্য এই নির্দেশনাও দিলেন যে, শহীদদেরকে তোমরা মৃত বলোনা অর্থাৎ মৃতদের মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান করো না, যারা মসীহের মানবিয় অবস্থার পূজা করতো তাদের জন্য দুঃসংবাদ যে তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন আর যাঁরা আল্লাহর ইবাদত করেন তাদের জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহ আমাকে মসীহ সানী হিসাবে মনোনীত করে নিয়েছেন, সুতরাং তোমরাও আস, জামাতের ভোটাভোটিতে আমাকে নির্বাচন করর নাও, মসীহের অনুসারীগনের নির্বাচন পক্ষান্তরে মসীহেরই নির্বাচন আর এই হলো নেযামে খেলাফতের সারকথা। মানবজাতীর প্রতি ঐশি দায়বদ্ধতায় মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের বস্তুগত সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন আসহাবে মসীহগন, পরবর্তীকালিন অনেক বয়াতকারীগনও ধন্য হয়েছেন তাঁর দিব্য সাক্ষাতে, তাঁর দিব্য সাক্ষাতে ধন্য বয়াতকারীগনের অন্যতম ছিলেন হযরত মুসলেহ মাউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ তাঁর প্রস্তুতিকালাবস্থায় প্রতিশ্রুত মসীহের দিব্য সাক্ষাতে বছরব্যাপি ধন্য হওয়ার কারনে তাঁকে শেষ খলিফাতুল মসীহ বলা হয়েছে, যেভাবে চার্চ অব খাদিজা আয়োজিত নির্বাচনের শেষ খলিফাতুল মসীহ ছিলেন হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম।

৪৬. 'খাতামাল খুলাফা' উপাধী হয় মুসলেহ মাউদের আরোপিত পুস্পাঞ্জলি

হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মের নামে অচিরেই নবুওয়াত-রেসালতের মিথ্যা দাবী উত্থাপিত হবে এখানে-সেখানে, এই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষ্যস্থলেই হযরত মুসলেহ পলকে ওহি-এলহামের দাবীতে মিথ্যা সাব্যস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল প্রাথমিককালের সমগ্র খ্রিষ্টান জগতই। নিজ দাবীর সত্যতাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সুদীর্ঘকাল যখন এই ব্যস্ততা মোকাবেলা করে পল হয়ে

উঠলো স্বয়ং খ্রিষ্ট, তখন মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়মকেই ধরা করা হলো মুসলেহ পলের এই বিখ্যাত খ্রিষ্ট উপাদিতে, মসীহের খ্রিষ্ট উপাদী হয় মুসলেহ পলের আরোপিত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ, যেভাবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম ইতিহাসে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের 'খাতামাল খুলাফা উপাদী হয় মুসলেহ মাউদের আরোপিত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর হতে বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁর নিজ নবুওয়াত-রেসালতের পবিত্র দাবীতে এই যে এত বিস্তার ব্যাখ্যা করে বারবার খ্রিষ্টানদেরকে বুঝালেন যে মিথ্যা দাবী কি! যা আনানিসের উপর আরোপযোগ্য হলেও শেষে কোনভাবেই মুসলেহ পলের উপর আরোপযোগ্য হয়না, এমনটা স্বত্ত্বেও খ্রিষ্টানরাই আবারো আনানিসের উপর আরোপযোগ্য এই ভবিষ্যতবা বিশ্লেষনকে টেনে ধরলো রসূল উপাদীতে বিখ্যাত হয়ে থাকা হযরত মুসলেহ পল সহ পরবর্তীকালিন সকল প্রকার নবুওয়াত-রেসালত দাবীদারের দিকে, যেন খ্রিষ্টিয় জগতকে বহিরাগত বনী ইসরাঈলী এই নতুন রেসালতের দাবীর প্রতি বিষিয়ে রাখা যায়, আর বনী ইসারাঈলী আনানিসের স্থলে নবুওয়াত-রেসালতের নতুন দাবীদার এই বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকেই সেই হিব্রু বাইবেলের এন্টি-ক্রাইস্ট সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষ্যস্থলে পরিনত করা যায়, যেভাবে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকেই শীসাক গ্রন্থ আল ওসিয়াতের মুনাফেক সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলে পরিনত করা হচ্ছে।

৪৭. হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী-প্রত্যাদিষ্ট নাই

হযরত খাতামন্নাবীঈন ও তাঁর মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী-প্রত্যাদিষ্ট নাই' এই হাদিসটি বিশ্লেষনে ইহুদিয় মুসলিমরা পূর্ববর্তী মুসায়ী মসীহের কথা বলে আর খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা বলে পরবর্তী মোহাম্মদী মসীহের কথা, মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের কথা। হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর পূর্বাপর উভয় মসীহের মধ্যবর্তী সময়েই যে প্রকারেরই হোক কোন না কোন নবীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আমার ফয়সালা হলো, হাদিসটিতে সময়ের উল্লেখ হয়নি, আলোচিত হয়েছে মাকামের কথা, বলা হয়েছে সেই মসীহের কথা যিনি মর্যাদায় পূর্বাপর ছোট-বড় সমস্ত নবীগনকে অতিক্রম করে হযরত খাতামান্নাবীঈনের উম্মত সাব্যস্থ হয়েছেন, উম্মতের মধ্য হতে নবী, উম্মতি নবীগনের খাতাম হবেন সেই মসীহ। পূর্ববর্তী বড় বড় নবীগন এই উম্মতের নবী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেও তা গৃহীত হয়নি, সুতরাং উম্মতি নবীগনের খাতাম সাব্যস্থ হয়েই তাঁর এই সুউচ্চ মাকাম, হযরত খাতামান্নাবীঈন ও যাঁর মধ্যবর্তী কোন নবী নেই অর্থাৎ তিনি খাতামান্নাবীঈনের স্বত্ত্বায় খোদাতালার প্রথম কুদরত বিশেষ। বনী ইসরাঈলী মসীহ্ ও বনী ইসমাঈলী মসীহ্ উভয়েই বলেছিলেন, 'পবিত্র আত্মা আসবে যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, আমি খোদাতালার মূর্তিমান কুদরত, আমি না গেলে সেই পবিত্র আত্মা আসতে পারেনা যাঁর সুসংবাদ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, আমার

আগমন যেমন তোমাদের জন্য কল্যানকর ছিল তেমনি আমার চলে যাওয়াও তোমাদের জন্য কল্যানকর, আমি চলে যাওয়ার পর আমিই তাঁকে পাঠিয়ে দিব ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর একই সূত্রে উভয়েই এও বলেছেন যে, 'আমার নামে নবুওয়াত-মুহাদ্দিসিয়াতের মিথ্যা দাবীদাররাও আসবে, আমি খোদাতালার প্রথম হাত যা দ্বারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদেরকে ধরা হয়েছে অর্থাৎ যাঁকে সমকালিন সত্যনবুওয়াতের মানদন্ড নির্ধারন করা হয়েছে, অর্থাৎ কথিত দ্বিতীয় হাত 'খলিফাতুল মসীহ' নির্বাচনকে যাঁর নিজ মনোনয়ন হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে। এরপর সেই পবিত্র আত্মা হবেন খোদার দ্বিতীয় হাত, এক হাত হবে অন্য হাতের মতোই প্রত্যাদিষ্ট যা দ্বারা এন্টি-ক্রাইস্ট সুলতান-আনানিয়াসের জীবনশিরা কেটে দেয়া হবে অর্থাৎ নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত নবুওয়াত-খেলাফত খন্ডন করে দেয়া হবে, অর্থাৎ খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনে অনাস্থা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। 'হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী-প্রত্যাদিষ্ট নাই' হাদিসটির অর্থ আক্ষরিকভাবে সময়ের দিক বিবেচনা করা হলে হযরত মসীহের পূর্ববর্তী সকল নবী-প্রত্যাদিষ্টগনের সত্যায়ন করা হয়, ভবিষ্যদ্বানী করা হয় মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পর কামেল নবুওয়াতের প্রবাহমান ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার।

৪৮. ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টানিটি খাঁটি ইসলাম হতেই পদস্থলিত দুই ফির্কা বিশেষ

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম ইসলাম, এই জীবনাদর্শ অনুসরনেরই নির্দেশ রয়েছে পরবর্তী সকল নবীগনের প্রতি। কোরান দেখুন: আন আম: ১৬২, আল ইমরান: ৯৬, আন নিসা: ১২৬, আন নাহল: ১২৪। ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টানিটি ঐ খাঁটি ইসলাম হতেই পদস্থলিত দুই ফির্কা বিশেষ, ইসলামী বিধি-বিধানের পূর্ণতা ও প্রথাগত স্বাতন্ত্রতা প্রকাশেই ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর হযরত আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ইসলামের একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ও অন্যতম ফির্কা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আহমদীয়াত। হযরত মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের উপর আপত্তি করা হয় যে, উনি নাকি নিজ অসভ্যতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ অনর্থকই নিজের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমদেরকে ইসলাম হতে খারিজ বা জারজ সন্তান আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বনী ইসরাঈলী মসীহের সাথে নিজের সাদৃশ্যতা প্রমানে, খোদ বনী ইসরাঈলী যুগের সাথে বনী ইসরাঈলী ইসলামী যুগের সাদৃশ বিধানে বনী ইসরাঈলী মসীহের জীবনী ব্যাখ্যায় আপন অভিজ্ঞতা প্রকাশে বলতে চেয়েছেন যে, "অজ্ঞ ইহুদিরা মসীহের পিতৃপরিচয়হীনতার কারন দেখিয়ে তাঁর নবুওয়াত দাবীতে সন্দেহ পোষন করলে উত্তরে মসীহ্ বলতেন যে, 'তোমরা নিজ নিজ জন্মপরিচয় সম্পর্কে যতটা নিশ্চিত জানো এরচেয়ে অনেক বেশী নিশ্চিতভাবে আমি জানি আমার জন্মপরিচয় সম্পর্কে যে, আমার মা পবিত্র আর আমি খোদাতালার আপন পৌরুষলিপ্ত নিঃসন্দেহে। সেই সাথে এই একই

কারনে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম একথাও বলতেন যে, ইসলাম তো হযরত ইব্রাহিমের ধর্ম, পরবর্তীকালিন ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টানিটি ও আহমদীয়াত ইসলামের তিন প্রধান ফির্কা মাত্র'।

৪৯. সৈয়দ

নবীজিবনী কোরানের হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম পরোক্ষভাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ নন, নবীজি নিজে যাকে সাধারনভাবে আহলে বাইয়্যাত আখ্যা দিলেন, নবীজির আল্লাহ্ তাকে অস্বীকার করলেন। প্রফিসি কোরান উল্লেখিত ভবিষ্যতের বাস্তবতা দেখে শিখলাম যে, দৈহিক উত্তরাধিকারী হলেই কেউ নবীপরিবারের অন্তর্ভূক্ত গন্য হয়ে যায় না, নবীজির নামে স্বীকৃত হযরত আলীর বংশধারা মাত্রই আহলে বাইয়্যাত নয়, যে সুমহান অর্থে নবীর পরিবারবর্গকে সৈয়দ বলা হতো সেই অর্থে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের সত্যায়ন ছাড়া এই বংশধারার কেউ আজ সৈয়দ নয়। মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের পরিবারভুক্ত নয় খোদার বানীতে তিনকে চার করা বা তৃত্ববাদের পুনঃসূচনা নির্ধারিত যার মাধ্যমে সেই মির্যা সুলতান, কথিত জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের দাবী সত্য নয়। এখানে সম্পূরকভাবে এটাও শিক্ষনীয় যে, হযরত সালমান ফার্সি ও ইকরামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো বহিরাগত কেউ আহলে বাইয়্যাত বা নবীপরিবারে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারেন, যেভাবে শেষ 'খলিফাতুল মসীহ' নামে বনী ইসরাঈলী নবীপরিবারের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন স্বয়ং হযরত বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, যেভাবে শেষ 'খলিফাতুল মসীহ' নামে কাদিয়ানী সাহেবযাদাদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম।

৫০. মজলিশ আনসারুল্লাহ

আহমদীয়া ব্যবস্থাপনার প্রথাগত নিয়মে আহমদী পুরুষ কারো চল্লিশ বছর পূর্ণ হলেই বয়সের ভিত্তিতে তাকে 'আনসারুল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহর সাহায্যকারী' বলা হয়, এটা নিতান্ত এক প্রথাগত বিষয় হওয়ার কারনে নিজের জন্য এই মাকামের প্রতি নিজ হৃদয়ে কোন প্রকার আগ্রহ দেখিনি, কারো বয়স চল্লিশ হলেই তাকে আনসারুল্লাহ মজলিশে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া বা 'আল্লাহর সাহায্যকারী' আখ্যা দিতে আমার দ্বিধা হয়। আরবী খোদাতালার প্রত্যক্ষবানী আমার হৃদয়ে নও-মোবাইনদেরকে 'মুহাজির' আখ্যা দিচ্ছেন, তা সে যেখানেই বসবাস করুক। মাদানী খোদাতালার প্রত্যক্ষবানী আমার হৃদয়ে পুরাতন আহমদীদের মধ্যে যাঁরা নও-মোবাইনদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাদেরকে 'আনসারুল্লাহ্' আখ্যা দিচ্ছে, তা

সেই পুরুষ যে বয়সেরই হয়ে থাকুক। আমার বয়স এখনো চল্লিশ পূর্ণ হয়নি, দুই-এক বছর পূর্ব হতে এখনো কিছুদিন পরপর বারবার আল্লাহর বানী যখন আমাকে 'আনসারুল্লাহ্' সম্বোধন করে চল্লিশের দিকে আমন্ত্রন জানায় তখন আমি প্রতিবারই আল্লাহকে সাহায্য করার দাবীতে নিজ হাতে ধ্বংস করা নিজ সংসারধর্মের জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত হই, আহমদীয়া ব্যবস্থাপনার প্রথাগত সীমাবদ্ধতার বিষয়ে অসন্তুষ্ট হই, কারন নও-মোবাইন অবস্থায় পুরাতন কোন আহমদীর কোন নিঃস্বার্থ সাহায্য-সহযোগীতার মুখ দেখিনি আমি। আমার চেনা-জানা ধর্মানুরাগী অর্থে সংসারবিরাগী সকল নও-মোবাইনদের অবস্থা এই একই, পরে মুরতাদ হয়ে যাওয়া ও এখানেই পৌলিয়-পশ্চিমা চরম বস্তুবাদীতার দিকে হারিয়ে যাওয়া হতভাগাদের কথা ভিন্ন। খোদাভীতি আর খোদাপ্রেমের দোলাচলে মুসলেহ্ মাওদের পাঠশালায় শিখছি যে, চল্লিশোর্ধ বয়সে সংসারপ্রেম আহমদী পুরুষদের জন্য খুবই বেমানান, এজন্য নিজ সংসারপূজায় নিমজ্জিত চল্লিশোর্ধ আহমদীরা জামাতে নবাগতদের প্রতি সাহায্য-সহযোগীতা দানের পরিবর্তে শত্রুভাবাপন্ন না হয়ে পারেনা, অধিকাংশ চল্লিশোর্ধ আহমদীদেরকে আমি সংসারপূজায় নিমজ্জিত থাকতেই দেখেছি আর আমাকে সম্ভাবনাময় যুবক থাকা স্বত্ত্বেও ধর্মানুরাগী অর্থে সংসার বিরাগী দেখে তারা বরাবরই আমাকে চাকরী অথবা কন্যাদানের মতো নিজেদের সাথে সম্পৃক্তকরণে আমার প্রতি বিরক্তই থেকেছে। মসীহের নবাগত মেষপালে রাখালের বেশে হায়না এরা, মুমিন নয় মুনাফিক এরা, যারা জানেনা বা মানেনা যে, তাদের পরোক্ষ কর্মক্ষমতার এই বয়সে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর আপন স্বত্ত্বায় উদ্ভাসিত আসহাবে মসীহ মোকাররম মুহাজির নও-মোবাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুগনকে সাহায্য-সহযোগীতা করা ছাড়া ভিন্ন কিছুই নয়। এই বয়সে নও-মোবাইন বা মুহাজিরদের প্রতি কোন কথিত আনসারের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য-সহযোগীতা দৃষ্টান্তমূলক না হলে ধরে নিতে হবে যৌবনে তার ধর্মসেবার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই ছিল বড়লোক নিকাহ্ জামাতের ভোটাভুটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের নিকটবর্তী বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর পদচুম্বন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্যারিয়ার গঠনে সাপ্লাই দিতে থাকা ঘরভর্তি প্রথাগত ওয়াকফে নও জন্ম দিলেও প্রকৃতই ধর্মসেবার জন্য কোন সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি সে।

৫১. বীরপাইকশাহ্ জামাত

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আসহাবে মসীহ হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র স্মৃতি বিজরিত কিশোরগঞ্জ জেলাধিন বীরপাইকশাহ্ জামাতের অঙ্কুরোদগম ঘটেছে যে মহিয়সীর স্নেহময়ী আঁচল তলে, তাঁর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ্

আমাকে, আল্লাহতালার এলহামে তাঁর নাম 'গুলবাহারের মা' রাখা হচ্ছে। নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার না করলে কুফরী হবে যে, প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া ঐশিজ্ঞান আমার হৃদয়ে তাঁকে আমার নিজ পৈত্রিক বংশীয় সকল নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে। আমি তাঁর প্রকৃত নাম জানিনা, সম্ভবতঃ মরিয়ম হয়ে থাকবে, বৈবাহিক সূত্রে মোরতাদ হয়ে যাওয়া 'গুলবাহার' নামে তাঁর এক কন্যা থাকার কথা আমার জানা আছে, এলহামে তাঁর নামের প্রথমাংশ 'গুলবাহার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আমার পৈত্রিক বংশীয় সকল নারীদের জন্য, যাঁদের স্নেহ-মমতায় বড় হয়েছি আমি। ১৯৯৮ সালে পূর্ববর্তী যাবতীয় স্নেহ-মমতার বাঁধন ছিঁড়ে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি, যখন পর্যন্ত বীরপাইকশাহ ছিল এক নামমাত্র জামাত, কয়েক দশক পূর্বে আসহাবে মসীহগন এই স্থানীয় জামাতটিকে যে অবস্থাতে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই পেয়েছি আমি, কোন মসজিদ ছিলনা, নিয়মিত জুম্মা হতোনা, তবলীগ হতোনা, সুদীর্ঘ ৭০ বছরেও এখানে নতুন কোন বয়াতকারী না থাকার কারনে ধারনা করা যায় এসময় এখানকার কোন আহমদী মা একান্ত ধর্মের প্রয়োজনে একটিও সন্তান জন্ম দিতে পারেনি, মোট কথা প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে এক বিন্দু-বিসর্গও উন্নততর অবস্থা ছিলনা, বরং চরম আত্মকলহে ধর্মের পর সাধারন নীতি-আদর্শের সীমানা ছাড়িয়েও ক্রমশঃ অধঃমুখী ছিল এই জামাত। যাই হোক, এলহাম সংশ্লিষ্ট সত্যস্বপ্নে আমি গুলবাহারকে একটা ডিজিটাল সাময়িকপত্রে হযরত মসীহ্ মাউদের ছবি দেখাচ্ছিলাম, ছবিটির পাশেই একটা ভিডিও লিংক লোড করা ছিল, আমি বারবার ছবিটির দিকেই ভিজিটরের দৃষ্টি আকর্ষন করছিলাম কিন্তু ভিজিটর গুলবাহার বারবারই ভিডিওটির দিকে মনযোগী হয়ে উঠলেন, ভিডিও লিংকটির নাম ছিল 'এভেঞ্জারস (avengers)'। পরে ডিকশনারী দেখে ইংরেজি 'এভেঞ্জার' শব্দের অর্থ 'প্রতিহিংসা গ্রহনকারী' জেনে আর এর সাথে নির্দেশিত বাস্তবতার সত্যায়ন দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম।

৫২. জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচনকে পিছনে সংরক্ষনের নির্দেশ

কিছুদিন পূর্বেও নিজ বসতঘরের দক্ষিন-পশ্চিম কোনে উপরের দিকে দক্ষিন দেয়ালে এক বুজুর্গ পূর্বপুরুষের ছবি টানানো ছিল। নামাজে দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবেই ছবিটি কখনো কখনো দৃষ্টিগোচর হলেও নামাজে এর কোন কুপ্রভাব অনুভব না করায় ছবিটি সরানোর কল্পনাই করিনি। হঠাৎ সেদিন এলহাম হলো যেন ছবিটি সরিয়ে নেই, সাথে সাথে ছবিটি সরিয়ে নেয়ার সীদ্ধান্ত নেই, পরে কোন একদিন সুবিধাজনক সময়ে সরিয়ে নিব, কিন্তু বারবার একই এলহাম হতে লাগলো, 'ছবিটি সরাও' 'ছবিটি সরাও' মর্মে, এরমধ্যে নামাজের সময় হয়ে গেলে নামাজের পর পরই ছবিটি সরানোর সীদ্ধান্ত নিয়ে নামাজে দাঁড়ালাম কিন্তু রুকুতে যাওয়ার আগেই আবারো এই একই এলহাম হতে থাকে, আমি অত্যন্ত ভীত হলাম, ছবিটি সরানোর আগে রুকুতে যাওয়ারই নিষেধাজ্ঞা মনে হলে, প্রকৃত কেয়ামের অংশ স্বরূপ তৎক্ষনাৎ ছবির বুজুর্গের প্রতি কুধারনা

পোষন করে ছবিটি সরাতে গেলে এলহাম হলো, পিছনের দিকে রাখ, এবার সেই কুধারনা প্রশমিত হলো আর ছবিটি নির্দেশমতো পিছনের দিকে রাখলাম। পরে বুঝতে পারলাম, এলহামে কথিত ছবিটি নিতান্ত ছবিই ছিলনা, এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অষ্টম মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমান, দৈহিক, জৈবিক, পেশা, জাগতিক, পৈত্রিক, পারিবারিক, সামাজিক, ক্যারিয়ার, রাজনৈতিক, বংশীয়, গৃহস্থালিক, স্ত্রী-পুত্র, সংসার, জামাত, জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত জাতীয় সকল প্রকার বস্তুগত বিষয়বস্তু।

৫৩. সব হারিয়ে সব পাওয়ার সুসংবাদ

জান্নাত প্রাপ্তির দোয়া করলে উত্তর স্বরুপ আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদ দিলেন, প্রশ্ন করলাম ফেরদৌস কি? উত্তরে ফিরিশতারা বল্লেন, 'আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে আবার ভূগর্ভ হতে আকাশের দিকে চির-প্রবাহমান দুটি ঝর্ণার সম্মিলিত নাম ফেরদৌস, আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে প্রবাহমান ঝর্ণাটি কর্পূর মিশ্রিত আর ভূগর্ভ হতে আকাশের দিকে প্রবাহমান ঝর্ণাটি আদা মিশ্রিত'। এরপর আমি নিজেকে সনাক্ত করলাম কর্পূর মিশ্রিত ঝর্ণা হতে পান করার পর সম্পূর্ণভাবে সংসারবিরাগী অবস্থায়, ইবাদতের বাহ্যিক-ব্যবহারিক অনুশীলনও এই সংসারধর্মের অন্তর্ভূক্ত থাকায় নিজেকে এখনো ভূগভীয় ক্ষতিগ্রস্থদেরই অন্তর্ভূক্ত দেখলাম। আমার প্রতি তখন পর্যন্ত জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদটা ছিল মূলত আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে প্রবাহমান কর্পূর মিশ্রিত ঝর্ণা হতে পান করারই সদয় অনুমতি মাত্র, আর এটা ছিল এক 'ফানাফির আমের' দূর্বল নারী, নিজের অভ্যন্তরে অনুভব করা ঐশি পৌরুষের প্রাথমিক অর্ধেক। শরীরে এন্টিবায়োটিক কর্পূর প্রয়োগে ক্ষতিকর ভাইরাসের সাথে উপকারী ভাইরাসগুলোও নষ্ট করে দিয়েছে। দূর্বল শিশুর মতো দ্রুত হাঁটতে চাইলে হুঁচট খেতে হয়। বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন বাহনে চড়ে মহাকাশ জয়ের স্বপ্নগুলো মরতে বসেছে নির্মমভাবে। মোটকথা সব হারিয়ে সব পাওয়ার প্রতিশ্রুতি হিসাবে গ্রহন করলাম জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদকে।

৫৪. মসীহ্ ইলিয়াসের সদৃশ ইয়াহিয়া নয় বরং স্বয়ং ঈসা মসীহই

মসীহ্' পুরাকালীন হিব্রু তৌরাতের ব্যক্তিত্ব, পিছনের দিকে যতদূর জানা যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকেও মসীহ্ বলা হতো, তা স্বত্ত্বেও খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে ইহুদির সমাজে মসীহ্ উপাধীতে সর্বাধিক কথিত ছিলেন হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম। হযরত ইলিয়াস নবীর কথিত পুনঃআগমন সূত্রেই পরে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম 'মসীহ্' উপাধীতে বিখ্যাত হয়েছেন। ইহুদিরা মসীহ্ ইলিয়াসের দৈহিক পুনঃআগমন আশা করছিল যে, এই আশার যৌক্তিকতা দেখাতে মসীহ্ ইলিয়াসের আকাশে উঠে যাওয়া মর্মে একটা গল্পও নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিল কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ সেই ইহুদি আলেমরা, যেমন একটা গল্প

পরে ত্রিষ্টানিটিতেও সংকলিত হয় প্রথমতঃ ঈসা মসীহের প্রকৃতই মসীহ হওয়া দাবীর সত্যতা প্রমানে, ঈসা মসীহের প্রকৃতই ইলিয়াস মসীহের সদৃশ হওয়া দাবীর সত্যতা প্রমানে। ইহুদিয় সমাজে বরাবরই মসীহ্ ইলিয়াসের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে তাঁর মানিকজোড় হযরত ইয়াসা নবীর কথা। হযরত ঈসা মসীহের কাছে ইহুদিদের এটা জিজ্ঞাসা ছিলনা যে মসীহ্ ইলিয়াস কোথায়, কারন ঈসা মসীহের প্রাথমিক দাবীই ছিল যে, বনবাসী মসীহ্ ইলিয়াস যথা সময় বনবাসেই স্বাভাবিক-সম্মানজনক মৃত্যুবরন করেছেন, সুতরাং তাঁর কথিত পুনঃআগমন সাদৃশাকারেই হওয়া প্রতিশ্রুত আর ঈসা ইবনে মরিয়ম নিজেই সেই পুনঃআগমনকারী ইলিয়াস মসীহ্। ইহুদিদের প্রশ্ন এটা ছিল যে, সাদৃশাকারে তুমিই সেই পুনঃআবির্ভূত মসীহ ইলিয়াস হলে তোমার সেই মানিকজোড় কোথায়? কে সেই ইয়াসা সদৃশ? এর উত্তরে হযরত ঈসা মসীহের পক্ষে হযরত ইয়াসার সাদৃশ দেখানো হলো হযরত ইয়াহিয়াকে। আহমদীয়া মুসলিম স্কলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মসীহ ইলিয়াসের সদৃশ ইয়াহিয়া নয় বরং স্বয়ং ঈসা মসীহই, মসীহ্ ইলিয়াসের সাদৃশ্যতার কারনেই কারো নাম 'মসীহ্' হতে পারতো, মসীহ্ ইলিয়াসের সাদৃশ্যতার কারনেই খ্রিষ্টিয় মননে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম 'মসীহ্' উপাধীতে বরণীয় হয়েছেন।

৫৫. একই সময় আবির্ভূত তিনশত মিথ্যা মুজাদ্দিদের ইতিহাস

হযরত ইলিয়াস মসীহ পরবর্তীকালিন ইহুদি মননে খোদা সাব্যস্থ হয়েছেন হযরত ইয়াসা নবীর কিতাব অপব্যাখ্যায়নে, যেভাবে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ পরবর্তীকালীন ইহুদিয় মুসলিম মননে কেবল চতুর্দশ শতাব্দির স্থলে সর্বকালিন মন্তবর সাব্যস্থ হয়েছেন হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের কিতাব অপব্যাখ্যায়নে। হযরত ইলিয়াস মসীহের আকাশে উঠা ও পুনঃআগমনী ভ্রান্ত বিশ্বাস হযরত ইয়াসার অনুসারীদেরই বিকৃতি, যেভাবে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের শেষ মুজাদ্দিদ হওয়া ও নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে মসীহ্ হওয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাস হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের অনুসারীদেরই বিকৃতি। প্রাচ্যদেশীয় বাল দেবতার তিনশত মৌখিক দাবী সর্বস্ব মিথ্যা মুজাদ্দিদদের মোকাবেলায় লোকালয়ে জঙ্গলবাসী হযরত ইলিয়াস মসীহের নিযুক্ত ছিলেন সহচর-অনুচর হযরত ইয়াসা, হযরত ইলিয়াস অধিকাংশ সময় পশ্চিমা জঙ্গলবাসে থাকলেও তিনিই ছিলেন পরশমনি যাঁর সংস্পর্শে নবী হয়েছিলেন হযরত ইয়াসা। এই দুইজনকে একসাথে এক-অভিন্ন নামে ডাকলে 'এম্মানুয়েল' ডাকা হয়, এই নামের অর্থ যেহেতু 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন' সেহেতু তা এককভাবে দুজনের কারো উপর আরোপ হলে হবে হযরত ইয়াসার উপরই, পরশমনির উপরে নয়। বলা হয় দুইজন মসীহের ভবিষ্যদ্বানী করেছেন হযরত ইয়াসা, প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টধর্মমতে হযরত ইয়াহিয়া যদি সেই পরশমনি হযরত

ইলিয়াস মসীহের মসীল হয়ে থাকেন তবে 'এন্মানুয়েল' নাম আরোপযোগ্য হযরত ঈসা মসীহের উপরই, অথচ হযরত ইয়াহিয়া বলেছেন ভবিষ্যদ্বানীর এন্মানুয়েল আমি আর এর সেই পরশমনি তো হযরত ঈসা মসীহ যাঁর জুতার ফিতা খোলে দেয়ারও যোগ্য আমি নই। মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের মানিকজোড় মসীহ, মসীহ সানী, অধম, খাকসার, বিনীত ইত্যাদি শব্দাবলীর সমার্থক এন্মানুয়েল হচ্ছেন হযরত সাহেবযাদা মাহমুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সাদৃশ্যতা সাদৃশ্যতাই, কিছু বৈশাদৃশ্যতা স্বীকারেই সাদৃশ্যতা স্বীকার্য, কিন্তু সাদৃশ্যতা আরোপে বিষয়ের এমন কিছু সনাক্তিকরণ দিক থাকে যা পূরন না হলে এক বিষয়কে অন্য বিষয়ের সাদৃশ বলা যায় না, হযরত ইলিয়াস মসীহের পুনঃ আগামনী ভবিষ্যদ্বানীসমূহের লক্ষস্থলে এমন এক বিষয় হচ্ছে তাঁর প্রধান বিরুধী পক্ষের বিবরণ, বাল দেবতা ও তার তিনশত মুজাদ্দিদদের বিবরণ। এই সাদৃশ্যতা পূর্ন হয়নি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের মসীহ সাদৃশ হওয়ার ক্ষেত্রে, এই সাদৃশ্যতা পূর্ণ হয়নি প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মসীহ সাদৃশ হওয়ার ক্ষেত্রে, সাদৃশ্যতা পূর্ন হয়নি বাল দেবতার তিনশত মৌখিক দাবী সর্বস্ব মুজাদ্দিদদের বিরুধীতার ক্ষেত্রে, এই সাদৃশ্যতা বিধানে আদি-অন্তের সদা-সাদৃশ্যকারী খোদাতালাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের শেষ সীমানা পর্যন্ত, যে কারনে সূরা আস সাফফাতঃ ১২৬-৩২ আয়াতসমূহে মসীহ বলা হয়েছে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকেও এবং বাল দেবতা বলা হয়েছে খাতামান্নাবুওয়াত বা নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক করে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত মোহাম্মদী মানবিয় স্বত্বাকে। হযরত ইলিয়াস মসীহ আলাইহিস সালামের পর হতে আজ পর্যন্ত কোন শতাব্দির শিরোভাগে একই সময় এক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের বিরোধীতায় পৃথিবীতে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত তিনশত মুজাদ্দিদ দাবীদার মজুদ থাকার ইতিহাস নেই। গত শতাব্দিতেও অল্প কিছু পীর-ফকির প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে অথবা অজ্ঞতাবশতঃ মুজাদ্দিদ দাবীদার তো ছিলই কিন্তু বর্তমান শতাব্দির মতো এত সংখ্যায় ছিল না, এখন তো পীর মানেই এক এক মুজাদ্দিদ দাবীদার, এমন পরিস্থিতি সেই হযরত ইলিয়াস মসীহের পর আর দেখা যায়নি।

৫৬. বান্দার সাথে খোদার কথাবলার সাথে প্রয়োজন তাঁর সাহায্য-সমর্থন

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজে নবী-মুজাদ্দিদ হওয়া স্বত্বেও তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নবুওয়াত-মুহাদ্দিসিয়াত প্রাপ্তির সূচনা ও প্রস্তুতিকালাবস্থায় অবচেতন মনে দেখা উচ্চাঙ্গীন সত্যস্বপ্ন অন্যান্য ভাইদের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন, বল্লেন "রাজার

ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন টুনির এমন আমিত্বের উচ্ছাস ধনাঢ্য রাজাধিরাজের উচ্ছাস নয়, আমি ইয়াকুব সমকালিন আধ্যাত্মিক ধনভান্ডারের একচ্ছত্র রাজা, আমার অন্য এগারোটি নক্ষত্র তোমার আনুগত্য করুক এটা তোমাকে চেতনায় আমারই দেখানো সত্যস্বপ্ন বিশেষ, সুতরাং ইয়াকুব, ইসহাক ও ইব্রাহীমি মাবুদের আনুগত্যে উচ্ছসিত হও তুমি, যেন তারাও আমাদের আনুগত্যে উচ্ছসিত হতে পারে, আধ্যাত্মিক ধনভান্ডারের সার্কোলেশন সম্ভব নয় যদিনা তাদের প্রতি তোমার বস্তুগত সাহায্য-সহানুভূতিও তাদের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয়। উদ্দেশ্য পূরনে বান্দার সাথে মাবুদের কথা বলাই বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কথার সাথে যাবতীয় সাহায্য-সমর্থন। তুমি তাদের সাথে আধ্যাত্মিক সংস্কারমূলক কথা বলতে থাক এবং তাদের বস্তুগত কাজকর্মেও তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য কর, যেন তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংস্কার হওয়ার পাশাপাশি জগতময় তোমার আধ্যাত্মিক সংস্কারকাজে তোমার সাহায্য-সমর্থনে ধন্য হতে পারে, তবে সেটা হবে তোমার সাথে মাবুদের কথা বলার সাথে মাবুদেরই সাহায্য-সমর্থনের নামান্তর।

৫৭. 'উম্মতি নবুওয়াত' প্রামান্যে মসিহী সাদৃশ্যতা আনুসাঙ্গিক মাত্র

ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে তো নয়ই আর সহ মতাবলম্বীদেরকেও নয়, কাউকেই একটা কথা বারবার চেষ্টা করেও বুঝাতে সক্ষম হচ্ছিনা যে, মসীহ সদৃশ হযরত গোলাম আহমদের 'উম্মতি নবী' হওয়া প্রমানের দায়ীত্ব হচ্ছে আমাদেরই, মুজাদ্দিদ হিসাবে হোক আর মসীহ হিসাবেই হোক তাঁর উম্মতি নবী হওয়ার প্রমান দেয়াই আমাদের মৌলিক দায়ীত্ব। মৌলিক একাজের এক তুচ্ছ-আনুসাঙ্গিক বিষয় হচ্ছে তাঁর মসীহ সাদৃশ হওয়ার দাবীতে নিতান্ত মোটা দাগের অজ্ঞতা হতে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসা দূর্বল মাতৃগর্ভে জন্মা কারো কথিত অমরত্ব খন্ডন। কোন ধর্মান্ধের হৃদয়ে দুই হাজার বছর পূর্বকার কোন দূর্বল নারীর সন্তান এখনো সশরীরে জীবিত আছে কিনা এমনটা আগে থেকে ভেবে আলোচনা শুরু করা ও তা দীর্ঘায়িত করা সেই পবিত্র দায়ীত্ববোধ হতে নয়, জ্ঞানের বড়াই বা মানবিয় চাহিদার এমন অন্য কিছু হবে হয়ত, যা সেই ধর্মান্ধতাকে আরো আস্কারা দেয়। জন্মিলে মরতে হওয়া সর্বস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিবেচিত হওয়া স্বত্বেও ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যু প্রমানে এন্টি-আহমদীদের স্থলে আহমদী মোবাল্লিগদেরকেই মুখ্য আলোচক হয়ে উঠতে দেখা তো আরেক উদ্ভট দৃশ্য। মূখ্যতঃ 'উম্মতি নবুওয়াত' প্রামানিক আলোচনায় কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের 'মসীহ সাদৃশ' হওয়া তো এক আনুসাঙ্গিক বিষয় মাত্র, মাঝখানে যেরে-জবরীপ কেউ যদি প্রথমে তার পক্ষ হতে কোন অজ্ঞাতবাস হতে সেই বনী ইসরাঈলী মসীহেরই দৈহিকভাবে ফিরে আসার মতো উদ্ভট বিশ্বাস প্রকাশে অজ্ঞতাবশতঃ নির্লজ্জভাবে দুঃসাহসী হয়ে উঠে আর তা স্বল্পমাত্রায় বুঝানোর পরেও সেই অন্ধ বিশ্বাসে অটুট থাকার কথা তারা জানায়, তখন তা প্রমানের মূল দায়ীত্ব তো তাদের উপরই বর্তায়, আমরা তো এক্ষেত্রে সক্রেটিক পদ্ধতির জিজ্ঞাসু ভূমিকায় গৌন মাত্র, মোল্লার দৌড় কোন পর্যন্ত তা তো জানিই আমরা।

৫৮. ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবোধ

নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার উপর তেমন কোন দখল নেই আমার, যেমন ছিলনা আরবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের। কষ্ট করে আরবী ভাষায় রচিত কোরানের নাজেরা পড়তে পারি কোনরকম, যতটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পড়তে পারতেন না হিব্রু ইত্যাদি ভাষার পূর্ববর্তী ঐশি কিতাবাদী। আমার প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় আমাকে কোরান শিখান সেই আদিতে আরবী কথাবলা প্রানপ্রিয় খোদাই যিনি এখনো তেমনভাবেই এই অধম বঙ্গবন্ধুর জন্যেও জীবন্ত ও বিশ্বস্থ, যিনি কোরানের আরবী টেক্সট নাযেলের সমসময়ে আমার জন্য বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতীস্বত্ত্বার উদ্ভব করেন বাংলাদেশে, যিনি ইসলামের বার্তা দিয়ে বাংলায় প্রথম প্রেরন করেন বুড়া পীর নামক আমারই এক পূর্বপুরুষকে, যিনি আমার জন্য সূরা আন আমঃ ৯২ আয়াত অনুযায়ী নৃ-তাত্ত্বিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধকে বাঙ্গালী মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক সাব্যস্থ করে দিয়েছেন। তিন জন সত্যবাদীকে বেছে নিয়ে প্রথমজনকে একটা গল্প শুনান, প্রথমজন দ্বিতীয় জনকে, দ্বিতীয় জন তৃত্বিয় জনকে পৃথক পৃথক বৈঠকে শুনাক, এরপর তৃত্বিয় জনের কাছ থেকে গল্পটি পুনঃউদ্ধার করুন। গল্পটি হুবহু পুনঃউদ্ধার সম্ভব হবে না যে এটাই বড় সত্য। এ তো হলো একদিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটা স্বাভাবিক দূর্ঘটনা, সুতরাং নিরক্ষরতার যুগে হাদিস সংগ্রহের উপর স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নিষেধাজ্ঞা থাকা স্বত্ত্বেও শত বছরের ব্যবধানে প্রজন্মান্তরে সংগ্রহীত হাদিসের সত্যতা-অসত্যতা বিষয়ে জিদ করা ঠিক নয়। হাদিসে হাদিস যাচাইয়ে কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন হাদিসকে গ্রহন তো করা যায় না আর বাজেয়াপ্ত করে ফেলেও দেয়া যায় না, কারন কোরানের অধিকাংশে অন্তর্নিহিত মর্ম যুগ-যুগান্তব্যাপি প্রকাশযোগ্য। এইজন্য মুহাদ্দিসকে প্রত্যাদিষ্ট হতে হয় আর প্রত্যাদিষ্টকে মুহাদ্দিস হতে হয়, প্রত্যাদিষ্ট মুহাদ্দিসগনের খাতাম হতে হতে হয় প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনকে, হাদিসে যাঁদের নাম রাখা হয়েছে হাকামান আদলান। হাকামান আদলান শব্দগুচ্ছের 'আদল' শব্দটি নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর 'হাকাম' সম্পর্কযুক্ত ধর্মিয় মতভেদ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে।

৫৯. মহানবীজির নামে হযরত আলীর বংশধারা প্রতিষ্ঠা অবান্তর

নিশ্চয়ই তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক, হযরত ইকরামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৌরব যে তিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আধ্যাত্মিক পুত্র, আবু জাহেল অপুত্রক কারন আজ তার পিতৃপরিচয় দিতে কেউ রাজি নয়, আধ্যাত্মিক পিতৃপরিচয়ের চেয়ে দৈহিক পিতৃপরিচয় বড় নয় যে এটাই প্রমানিত সত্য আজ, হযরত মোহাম্মদ কোন পুরুষের দৈহিক পিতা নন আর এতে অসম্মানের কিছু নেই আর তাঁর দাবীর সত্যতা যাচাইয়ে তেমন আবশ্যক নয় যে, তাঁর সত্যতা প্রমান ও সম্মান রক্ষার্থে হযরত আলী মূর্তুজার বংশধারাকে নবীজির নিজ বংশধারা হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নারী অনুক্রমিক বংশধারা গননা ও সংরক্ষন সম্ভব নয়, বরং বিজাতীয় মননে হাস্যকরভাবে এক অবান্তর বিষয়। হযরত কৃষ্ণের স্ত্রীগন ষোল হাজার যে অর্থে সেই অর্থে হযরত মোহাম্মদের স্ত্রীগন ছিলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, এর মধ্যে দৈহিকভাবেও বার-তেরজন নারী জৈবিক কারনে যারা তাঁর দৈহিক মিলনেও ধন্য হয়েছেন, তবু তাদের কাছেও তাঁর আধ্যাত্মিক মিলনই আজীবন মূখ্য থেকেছে। হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, ইকরামা প্রমুখের দাবী অনুযায়ী আমরা সেই মহামিলনের উত্তরাধিকার, হযরত হাসান-হুসাইন মাতুল ধারায় দৈহিক উত্তরাধিকারী হওয়া স্বত্তেও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে ধন্য হওয়ার দাবীতেই সমধিক প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আত্মা ছাড়া অনুর্বর বীর্য মানুষকে বানরের বংশধর সাব্যস্থ করে, আত্মা হলো সৃষ্টিক্রিয়ার বীর্যে লুকায়িত আল্লাহর আদেশ আর পূর্বাপর ছোট-বড় সমস্ত নবীগনের পিতা-খাতাম হচ্ছেন সৈয়দানা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। নিজ রহিমিয়াতের উপর পিতৃত্ব আরোপে আপত্তি না করা রহমান খোদাতালার বানী উম্মুল কিতাবে মোমিনদের তুলনা করছে মরিয়মের সাথে, চলমান সভ্যতার প্রানপুরুষ ইবনে মরিয়ম আকাশের যে পিতার নামে জগত সংস্থাপন করে গেছেন তিনি আমাদের এই রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ নন, খাতামান্নাবুওয়াত বা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের অর্থ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তাঁরই আপন বংশধারা প্রবাহিত হতে থাকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬০. মসীহ সদৃশ শতবর্ষীর কাঁধে সহস্রাব্দির দায়ভার আরোপ অবান্তর

বনী ইসরাঈলী যুগ সমাপ্তির সাথে লেগে থাকা নবুওয়াত-রেসালতের শেষ হওয়া আর মসীহের অস্বাভাবিক হায়াত প্রচার হচ্ছে ইসলামে দাজ্জালের ষড়যন্ত্র, এর অনুসৃত বিষয় হচ্ছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তির সাথে লেগে থাকা নবুওয়াত-মুজাদ্দিদিয়াতের শেষ হওয়া আর মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের কাঁধে হাজার বছরের দায়ভার আরোপ। খ্রিষ্টানিটিতে মসীহের অস্বাভাবিক হায়াত প্রচার পরবর্তীকালিন নবুওয়াত-রেসালতকে অস্বীকারের এক কূটকৌশল মাত্র, ইসলামে মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের কাঁধে হাজার বছরের দায়ভার আরোপ পরবর্তীকালিন মুজাদ্দিদিয়াতকে অস্বীকারের এক অপকৌশল মাত্র। প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রত্যেক দীর্ঘ সময়ের বহুল আলোচিত রূপক ভবিষ্যদ্বানীর ব্যাখ্যান স্বাভাবিকভাবেই অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে আর এই ভবিষ্যদ্বানী পূরনের লক্ষস্থলের প্রতি জমা হয় সীমাহীন অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনের স্বাভাবিক-সীমিত সময়ে পূর্ণ না হলে ব্যর্থতা-অব্যর্থতা প্রশ্নে বিশ্বাসীদের সন্দেহ বাড়ে আর অবিশ্বাসীদের বাড়ে উল্লাস, অবিশ্বাসের উল্লাস মোকাবেলায় বিশ্বাসের সন্দেহ পিছে হটা নীতিতে অব্যর্থতা প্রমানে প্রতিশ্রুত ব্যক্তির হায়াত বাড়িয়ে দিতে চায়, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে তিনি শত বছরের

দায়ভারে প্রেরিত হলেও নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটি তাঁর কাঁধে হাজার বছরের দায়ভার উঠিয়ে দেয়। হযরত খাতামান্নাবীঈনের পর নবুওয়াত-রেসালত প্রকৃতই শেষ হয়ে থাকলে আর মসীহের কথিত অস্বাভাবিক হায়াত স্বীকার করে নিলে মসীহের ঈশ্বরপুত্র হওয়াই সত্য, মসীহ ঈশ্বরপুত্র হলে ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের এক ফির্কা মাত্র, ইসলাম খ্রিষ্টানিটির ফির্কা হলে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরতের মর্যাদা হযরত মুসলেহ পল তো দূরের কথা বাইবেলের অন্য আরো এগারজন খলিফাতুর রাসূলের চেয়েও উর্ধ্বে নয়, বরং শেষ পর্যন্তই তিনি ছিলেন এক খলিফাতুল মসীহ্ পোপের অনুরূপ মাত্র, আল্লাহর দিকে এই সেই মাকাম যে পর্যন্ত দোয়াল্লিন খ্রিষ্টানদের পর খ্রিষ্টিয় মুসলিম মননেরও পূর্ণ সন্তুষ্টি স্বীকৃত।

৬১. হাদিসের সত্যতা ও মান যাচাইয়ে অনুসরণীয় তিন নীতি

মুহাদ্দিস হচ্ছেন নবী আর নবী হচ্ছেন মুহাদ্দিস, সুতরাং তাহলাস বা চিন্তা-গবেষনায় হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নামে বর্ণীত ও সংকলিত হাদিসের সত্যতা ও মান যাচাইয়ে অনুসরণীয় তিন নীতি নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নামে উচ্চারিত কোন হাদিসকেই মিথ্যা সাব্যস্থ করে উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়, কারন আল্লাহর কালাম পরস্পর অথবা রসূলের হাদিস পরস্পর অথবা আল্লাহর কালাম ও রসূলের হাদিস পরস্পরের সাংঘর্ষিকতা আমাদের মানবিয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনেও হয়ে থাকতে পারে।

২. ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত হাদিস যেগুলো ইতিমধ্যে আক্ষরিকভাবে নতুবা রূপকভাবেই হোক পূর্ণ হয়ে গেছে, এগুলো ছাড়া ১৫০০ বছর পূর্বকার হাদিস মাত্রই কম-বেশী সন্দেহপূর্ণ।

৩. কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হতে থাকা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের সান্নিধ্যে থাকা সমকালিন মুলহাম-মুহাদ্দিসগনের সিদ্ধান্তই সহীহ্, কারন জীবন্ত বিশ্বস্থ ও কথাবলা আল্লাহর সাথে তাদের চলমান সুসম্পর্ক তাদেরকে সাহাবা-এ কেরামগনের স্থলাবর্তী প্রথম বর্ননাকারী সাব্যস্থ করতে চায় যৌক্তিকই।

৬২. বাঙ্গালী মনে ইসলামের মারকায প্রতিষ্ঠিত হবে

'বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টি করা হবে' এটা ছিল ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের কাছে নাযেলকৃত আল্লাহর বানী বিশেষ, যখন হযরতের সান্নিধ্যে বাঙ্গালীদের একটা জামাত মজুদ ছিল বলে স্বয়ং আল্লাহই ঘোষনা করছেন, এসব বাঙ্গালী মনে আল্লাহ নিজের আরশ প্রতিষ্ঠার ঘোষনা করেন, উপস্থিত এই জামাতের ভবিষ্যৎ গননায় ঘোষনা করছেন যে, হযরত আদমের পর হতে ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টির পর এই সপ্তম দিনে তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হবেন, আবহমান কাল ব্যাপি প্রচলিত

মাত্রীব্যবস্থায় যা হওয়ার হয়েছে কিন্তু নতুন বিশ্বব্যবস্থায় বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টি করা হবে, সপ্তম দিনের প্রতিশ্রুত আরশ এক বাঙ্গালী মন, এই আসহাবে মসীহগণের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টি করা হবে, মসীহের তিরোধানের পরেও তাঁর বয়াতকারী মাত্রই হবেন আসহাবে মসীহ যে তাদের মনোতুষ্টি করা হবে, বাংলা ভাষায় তাঁদেরকে প্রত্যাদিষ্ট করা হবে, মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক সাব্যস্থ করে দেয়া হবে তাঁদের গৃ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবোধকে, ইসলামের পরবর্তী মারকায হবে বাঙ্গালী মনে। আল্লাহর কালামের মোকাবেলায় কোন হাদিস নেই, ১৯১২-১৩ সালে ক্রমবর্ধমান জামাত পরিচালনার সুবিধার্থে কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানের বিকেন্দ্রীকরণ স্বরূপ বাঙ্গালীদেরকে পৃথক করে তাদের মধ্য হতেই তাদের একজন আমীর নির্বাচন করে দেয়া হয় মাত্র, নতুন কোন জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, বাঙ্গালীদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ সংক্রান্ত বিখ্যাত মীসাক গ্রন্থ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার ওসীয়্যতনামা রচনাকাল ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে, সাধু সাবধান। খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের অভ্যন্তরে এই পবিত্র ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলে আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী উত্থাপনে আমাকে কে আর কি বলেছে! ইসলামের চতুর্দশ মারকাযে হযরত মুয়াবিয়ার মতো দাপুটে আমীর হযরত আব্দুল ওয়াহেদের জন্যে বাংলাদেশ জামাত প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বকে ছিনিয়ে নিতে বাঙ্গালী আসহাবে মসীহগনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট খ্রিষ্টিয় মুসলিম ইয়াজিদদেরকে অশ্লিল গালাগাল উচ্চারন করতে শুনেছি, একজন আসহাবে মসীহগনের সেই হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে আদিষ্ট আমি, আদিষ্ট খোদ তালার প্রতিশ্রুত বাঙ্গালী মনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পঞ্চদশ মারকায।

৬৩. বিদায়ী মসীহিয়াতের পূর্ণরূপ বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমার অনুদান

৩: ৪৬ কোরান মসীহের পৃথক পৃথক দুটি অবস্থার উল্লেখ করে, আল্লাহর পক্ষে কারো দোলনায় কথা বলার ভবিষ্যদ্বানী করা স্বাভাবিক কারন দোলনায় শিশুর কথাবলা সাধারনভাবে অস্বাভাবিক ও খোদাতালার নিদর্শন স্বরূপ। অন্যদিকে মানুষ মাত্রেরই পৌরাবস্থায় কথাবলা তার জন্য এক স্বাভাবিক বিষয় আর একজন্য আল্লাহর পক্ষে ভবিষ্যদ্বানী করা নিস্প্রয়োজন, অযুক্তি, হাস্যকর। সুতরাং উল্লেখিত দুটি অবস্থা মসীহের মানবিয় অবস্থার বর্ণনা নয়, বরং মসীহিয়াতের এই দুই অবস্থা, আসহাবে মসীহগন বা মসীহের বয়াতকারীগনকে বলা হয়েছে দোলনার মসীহ, এই দোলনার মসীহকে বাদ দিয়ে পৌরাবস্থার মসীহিয়াত কল্পনাই করা যায় না রোম-প্যালেস্টাইনী খ্রিষ্টানিটিতে, পৌরাবস্থার মসীহিয়াত বর্ণনার অনুপস্থিতির কারনেই এই পৌরাবস্থাকে কোথাও আরোপ করা হয় স্বয়ং মসীহি খোদাতালার উপর অথবা কোথাও তাঁর কথিত পুনরাবির্ভাবের উপর,কোথাও আরোপ করা হয় তাঁর হিজরত পরবর্তী জীবনের উপর। প্রকৃত কথা হচ্ছে হযরত মরিয়মের কাছে করা আল্লাহর ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখিত পৌরাবস্থার মসীহিয়াত আরোপযোগ্য

মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়মের পরবর্তীকালিন সকল নবী-মুজাদ্দিদগনের উপরই, বিশেষভাবে আরোপিত হয় মসীহের পরপরই প্রথম আবির্ভূত হযরত মূসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর, যে কারনে কোরানে এবিষয় এভাবে সংকলিত হয়েছে। মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের আসহাব বা বয়াতকারী হিসাবে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনায় আল্লাহ তাঁর আপন বানীতে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের নাম রাখছেন 'মসীলে মসীহ মাহদ' বা দোলনার মসীহ সাদৃশ, যদিও তিনি বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট প্রথম ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ বা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের নাম মসীহ মাহদ হওয়া প্রকারান্তরে প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদেরই পৌরাবস্থার মসীহ সাদৃশ হওয়ার স্বীকৃতি মাত্র, বরং এই বনী ইসমাঈলী মসীহের স্বত্ত্বাতেই বনী ইসরাঈলী মসীহের পূর্ণরূপ দৃশ্যমান হয়েছে, একজন্য প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ বা ইমাম মাহদীর আর একইভাবে সেই পৌরাবস্থার মসীহ সাদৃশ আখ্যায়িত হওয়াও নিস্প্রয়োজন। বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের 'মসীহ মাহদ' হওয়ার কারনে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষনায় মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মসীহি পূর্ণরূপ দৃশ্যমান তাঁর বনী ইসমাঈলী মুজাদ্দিদ হওয়ার কারনেই, সুতরাং প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মসীহি পূর্ণরূপ বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমার অনুদান স্বরূপ আর বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রথম প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামই ভবিষ্যদ্বানী-সমূহের প্রকৃত ইমাম মাহদী।

৬৪. কুকুরের বাচ্চাদেরকে কাটা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ

বাক্তি যে প্রাপ্তির যোগ্য নই সেটা প্রকৃত যোগ্যতমের অধিকার বিনষ্ট করে নিজের জন্য লুফে নিতে দূর্নীতিগ্রস্থ কর্তৃপক্ষকে যে গোপন বিনিময় দেয়, এটা হলো নিষিদ্ধ ঘুষ, হাজারো প্রকার ঘুষ, মানবিয় পারস্পরিক সম্পর্কের অলিগলিতে বিস্তৃত প্রাকৃতিক সবকিছুই ঘুষ আদান-প্রদানে উপাদেয় হতে পারে। মোসাহেব শ্রেনীর লোকেরা এই ঘুষ আদান-প্রদানের দালাল, আনুগত্যের নামে মূর্তিপূজায় অভ্যস্থ এ ধরনের লোকেরা যে কর্তৃপক্ষের চারপাশে ঘুরঘুর করে সেই কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ঘুষখুর ও দূর্নীতিগ্রস্থ, এ ধরনের লোকেরা সেই কর্তৃপক্ষের যে বিপরীত পক্ষে ভাবমূর্তি তৈরিতে আনাগুনা করে তারাও অবশ্যই দূর্নীতিগ্রস্থ নতুবা যোগ্যতম স্বত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্থ। আমি যে প্রাপ্তির যোগ্য সেটা আমার অধিকার, পোষা কুকুরের অধিকার কাটা, পৌলিয়-পশ্চিমা গনতন্ত্রীক ব্যবস্থাপনা হতে নিজের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যোগ্যতার অপব্যাখ্যাকারী দূর্নীতিগ্রস্থ কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘাতে না জড়িয়ে বরং এই কুকুরের বাচ্চাদেরকে কাটা দিয়ে দেয়ারই নির্দেশ রয়েছে পবিত্র ইঞ্জিল শরীফে। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গঠনগতভাবেই দূর্নীতিগ্রস্থ, যেজন্য

এই ব্যবস্থাপনায় নিজের অংশগ্রহন ঠিক রেখে নিজেকে দূর্নীতিমুক্ত করতে গেলে সবার পিছনে এসে দাঁড়াতে হয়। সবার পিছনে থাকা ব্যক্তি নামমাত্র ভোটাধিকারী হলেও ভোটাধিকার প্রয়োগের সারিতে থাকা সামনের ভোটাধিকারীর প্রভাবাধিন হতে বাধ্য, নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সারি মানেই অনির্বাচিত ঘুষখুর কর্তৃপক্ষের প্রভাবাধিন নির্বাচন, প্রত্যেক জামাতের নির্বাচন এর আয়োজক কর্তৃপক্ষীয় দূর্নীতির প্রভাবাধিন।

৬৫. বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক

স্ত্রীর মানবিয় মৌলিক চাহিদার জোগান দিতে অনিচ্ছুক অথবা যুদ্ধবন্দীনিকে অচিরেই মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহনে অনিচ্ছুক স্বামীর সাথে তার কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকতে পারে না মুসলিম পারিবারিক কোন মানবিক আইনেই। স্বামীর জন্য নির্ধারিত বিয়ের শর্তে এই ছিল দেনমোহরের অর্থ, যুদ্ধবন্দিনী বরাবরই মানবিয় মৌলিক চাহিদার বন্দিনী, মানবিয় মৌলিক চাহিদাই বিয়েতে দেনমোহরের পরিমান নির্ধারনী মানদন্ড, দেনমোহর ছিল আলোচাধিন বিয়ের পাত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার অনুকূলে পাত্র ও পাত্রীর অলির যৌথ আদায়, সুতরাং স্বামীর উপর সুস্ত্রীর মানবিয় মৌলিক চাহিদার চেয়ে বেশী দায়বদ্ধতা শর্তযুক্ত নয়, এইজন্যে মুসলিম যুদ্ধবিজয়ী শিবিরগুলোতে অনিন্দ সুন্দর ইসলামী সমরনীতিতে যুদ্ধবন্দিনীর জন্য সর্বোচ্চ মুক্তিপন নির্ধারন করা হয়েছিল বন্দিনীর দেনমোহরের সমান। তৎকালিন যুদ্ধবন্দিনী ও দাসপ্রথার দাসীদেরকে অচিরেই নিতান্ত মানবিক কারনে বিয়ের মাধ্যমে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ করার নির্দেশ ছিল ইসলামে। কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ ধর্মান্ধদের কথা বাদ, স্যাকুলার মুসলিম জামাতের মতানুসারে কোন অবস্থাতেই বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক গড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি ইসলামে।

৬৬. সরাসরি ধর্মান্তরিত হওয়া ইসলামের নির্দেশনা নয়

সত্যধর্ম নির্ণয়ের শ্বাশত সহজ পন্থা হচ্ছে অতীতের সকল সত্যধর্মের উৎপত্তিস্থল স্বরূপ খোদাতালার আপন গুনাবলীতে অভিষিক্ত কোন ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আপন সৃষ্টিকর্তার কথোপকথন। ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত মুসলিম বিশ্বে ৭২ ফির্কার কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ আলেমরা যে অপর ১টা ফির্কাকে অমুসলিম মনে করে সেই আহমদীয়া মুসলিম ফির্কার একজন আমি, এখানকার সমকালিন আরো দশজনের মতো, সাহাবায়ে কেরামগনের মতো, অতীতের নবীগনের মতো আমার সাথেও আল্লাহ্ কথা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। যেখানে ছাই-ভস্ম থাকে সেখানে একসময় আগুন ছিল যে এটাই যৌক্তিক, মৃত ধর্মগুলো আল্লাহর অস্তিত্ব কল্পনায় প্রাথমিক প্রামান্য বহন করে যে এতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর দেখার বিষয় হলো, এখনো সেই পরম অস্তিত্ব কোথায় কার সাথে আগের মতোই কথোপকথন ও তদানুযায়ী সাহায্য-সমর্থনের সম্পর্ক

রাখেন। এরপর চিন্তা-গবেষনায় নিশ্চিত পথ চলতে পা উঠানোর সীদ্ধান্ত! সরাসরি ধর্মান্তরিত হওয়া ইসলামের নির্দেশনা নয়, ইসলামী প্রচারকাজের প্রাথমিক দিকনির্দেশনা এই যে, অতীতের ঐশিবানী অনুসৃত সকল ধর্মমতের গোড়ায় এক চূড়ান্ত সত্য নিহিত ছিল যা প্রজন্মান্তরে ঐশিবানীর প্রবাহ অনুসন্ধান ও এথেকে পান করে করে বেঁচে থেকে শেষে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার অনুপ্রেরনা দেয়, তারা পরমত সহিষ্ণু থেকে ওখানেই যেন মনোযোগী হয়ে উঠে।

৬৭. ঝাড়ফুঁক

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে তাঁর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, সেই বিষে আক্রান্ত হয়ে সাহাবী একজন তো তৎক্ষনাৎ সেই স্থানেই মৃত্যুবরন করেন, নবীজির শরীরেও বিষক্রিয়া ছিল শেষ পর্যন্তই, কাফেররা সেই বিষক্রিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বল্লেও এই দূর্ঘটনার আরো চার বছর পর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। এই চার বছর রাতের বিছানায় তাঁর শরীরে যখন সেই বিষ ক্রিয়াশীল হতো তখন তিনি যে কারনে ঐ ষড়যন্ত্রে শিকার হয়েছিলেন ঐ কারনগুলোর অথবা এথেকে উত্তোরনের উপায়গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ফাতিহা, নাস ইত্যাদি সূরাগুলো পড়তেন, সেইসাথে সাধারনভাবেই নিজ শরীরে হাত বুলাতেন, যেমনটা এমন ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ করে থাকেন মানুষ মাত্রই। আপন শারীরিক সংবেদনশীলতায় হাত বুলানো বা দম করা কোন মানুষের জন্যেই কোন আর্টিফিসিয়াল বিষয় নয়, নবীজির ক্ষেত্রেও এমনটা কোন আর্টিফিসিয়াল বিষয় ছিলনা যেমন আর্টিফিসিয়াল ঝাড়ফুঁক হয়ে থাকে মুসলিম কবিরাজ ও পীর-পুজারীদের আস্তানায়।

৬৮. নতুন নতুন মাত্রার নতুন নতুন সৃষ্টিজগতে প্রবেশ

অগনিত মাত্রায় কল্পনাতীত বিশালতায় সজ্জিত সৃষ্টিজগতের নিতান্ত চতুর্মাত্রীক জগতেরও তুচ্ছাতিতুচ্ছ পরিমানই জানতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। চতুর্মাত্রার সমস্ত জগত আবিস্কারের বাসনা স্থগিত করে নতুন নতুন মাত্রার নতুন নতুন সৃষ্টিজগতে প্রবেশকে সমাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত, এটা অচিরেই চতুর্মাত্রীক সমস্ত জগত আবিস্কারেও সহায়ক হবে নিশ্চিত। নতুন নতুন মাত্রার নতুন নতুন সৃষ্টিজগতে প্রবেশের গুরুত্বে নিশ্চিতভাবেই সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পৃথিবীতে ক্ষনজন্মা মানুষ নামক প্রানীটির অবচেতন মনে উদ্ভাসিত স্বপ্ন-কাশফ ওহি-এলহাম ইত্যাদি অতি-মানবিয় বিষয়গুলো। অন্যান্য মাত্রার ধারনাতীত সুবিশাল সৃষ্টিজগতসমূহে প্রবেশ মাত্র ও এর সহায়তায় চতুর্মাত্রীক সৃষ্টিজগতের সবটা জানতেও নবী-মুহদ্দিসগনই প্রথম আমাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে, প্রকৃত বিষয়ের সাদৃশ্যতা ছাড়া মানবমস্তিস্ক সেবিষয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। অগ্রসর-উন্নতির প্রয়োজনে মানবিয় সহজাত গুনাবলীই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে স্রস্টার আপন গুনাবলী হয়ে থাকে, মানবিয় সহজাতগুলো ব্যবহারে স্থান-কাল-পাত্রের

উপযুক্ততা সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের সাধনাকে ধর্ম বলা হয়েছে, ধর্ম সৃষ্টিজগতে মানবজাতীর সুবিশাল সম্ভাবনাকে সুলভ করতে নবী-মুহাদ্দিসগনকে স্রস্টা সাব্যস্থ না করলেও স্রস্টার আপন সাদৃশ-খলিফা সাব্যস্থ করে যৌক্তিকই।

৬৯. বন্য সমাজে সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী আদম

বায়োলজিক্যাল বিবেচনায় মানুষের সাথে অন্যান্য প্রানীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ আলেমদের কথা বাদ, পবিত্র কোরান আদমের পূর্ববর্তী মানবসমাজের কথা স্বীকার করেই আদমকে প্রথম সভ্য মানুষ সাব্যস্থ করে। শয়তান, ফিরিশতা, ইবলিস ইত্যাদি নামে পরিচিত করানো হয়েছে আদমের পূর্ববর্তী মানুষদেরকে, ওসব বন্য সমাজে এক সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। না, স্যাকুলার মুসলিম মতাদর্শ বিবর্তনবাদকে ঐভাবে গ্রহন করে না যেভাবে ডারউইন ধারনা করতেন, কোরান বর্নীত বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী আমরা, বিশ্বাস করি দৈহিক বিবর্তনের সত্যতা স্বত্তেও শিম্পাঞ্জী আর আদমের এক-অভিন্ন পিতা ছিলনা কোনদিনই, এটা হতেই পারে যে ছয় হাজার বছর পূর্বকার আমাদের নিকটবর্তী আদমের পূর্ববর্তী হরফে মুকাত্তায়াতের যুগে অনেক আদমের বোধশক্তি, দৈহিক গঠন ও আচার-আচরন অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মতোই ছিল, মোটকথা মানুষ প্রথম থেকে মৌলিক প্রানী হিসাবে মানুষই ছিল।

৭০. বিজাতীয় সমাজে সমস্ত জামাতকে কাঁধে বহনকারী ইসমাঈল

আহমদীয়া মাতৃগর্ভ হতে জন্মে, আহমদীয়া পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে, আহমদী অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করে, আঞ্জুমান ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুবা আহমদীদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে ধার্মিকতার অনুকূল পরিবেশে হযরত ইসরাঈলের মতো যারা জীবন অতিবাহিত করে নিঃসন্দেহে তারা সৌভাগ্যবান, কারন জামাত তাদেরকে বহন করে চলছে। অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত ইসমাঈলের মতো পৃথিবীতে আল্লাহর দায়ীত্ববান খলিফা হচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা দূর্গম মরুতে পিতৃহীন ঘরে লালিত-পালিত হয়ে, বিজাতীয় সমাজে নিন্দিত সমগ্র জামাতকে নিজ কাঁদে বহন করে, আল্লাহর আজন্ম শত্রু পরিবেষ্টিত প্রতিকূল পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করছেন। সুতরাং বিলম্ব হলেও সেই সৌভাগ্যবানদের সৌভাগ্য দৈনন্দিন এই দায়ীত্ববানদের দিকেই সম্প্রসারনযোগ্য, বহু কাল ব্যাপি হযরত ইব্রাহিমের বয়াতকারী বনী ইসমাঈলীদের সম্মিলিত সৌভাগ্যের নাম খাতামান্নাবুওয়াত, যেভাবে বিগত শত বছর ব্যাপি মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের বয়াতকারী আসহাবে মসীহগনের সম্মিলিত সৌভাগ্যের নাম খাতামাল মুজাদ্দিদিয়াত।

৭১. আল্লাহর আরশ

আল্লাহর আরশ কোন বস্তুগত বিষয় নয় আর মুসলমানরাও মূর্তি পূজারী নয়, মানবমস্তিস্ক যেহেতু উদাহরন ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে অক্ষম সেহেতু ইহলোকেই পারলৌকিক প্রকৃত বিষয় বুঝাতে ইহলৌকিক ধারনার বস্তুগত আরশের উদাহরন টানা হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আরশের অবস্থান
মোমিনদের হৃদয়ে যা একদিকে কোন সংস্কারমূলক উদ্যোগ হতে খোদাপ্রেম-খোদাভীতিকে আকৃষ্ট করে আর অন্যদিকে একইভাবে আকৃষ্ট করে মানবিয় গুনাবলীতে খোদাতালার আপন বিকাশমান গুনাবলীকে।

৭২. দাফন-কাফন

এখনো জীবিত যারা তারাও আগামীকাল মরবে সুনিশ্চিত, মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনে নয় বরং জীবিতদের মূল্যবোধ ধরে রাখার প্রয়োজনেই লাশের দাফন-কাফন ইত্যাদি সম্মাননা প্রদর্শন জরুরী, নতুবা দুনিয়াতেই মরনোত্তর অসম্মানের কথা ভেবে মানুষ জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে।

৭৩. প্রকাশ-বিকাশ

বিকাশ (Civilize)'! আদমের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁরই বুকের বাঁকা-বাম পাঁজর হতে শয়তান সৃষ্টি করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয়, উলূহিয়াতে অযাচিত-অসীম দাতাস্বত্ত্বা বিকাশের উচ্ছিষ্ট স্বরুপ অবধারিতভাবে সৃষ্ট শয়তান, আদি হতেই উলূহিয়াতের অভ্যন্তরে থাকা প্রকাশ-বিকাশের কারনে উলূহিয়াত এক ব্যক্তিত্বে রুপায়িত হয়, এজন্য প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিকশিত প্রত্যাদিষ্টের কোন স্বার্থ থাকে না, এতে স্বার্থপরতা থাকে বিকাশস্থলীয়-শয়তানের, আদমের সুখ-স্বার্থের সদন সার্বিকভাবে তাঁর প্রভূ-প্রতিপালকের সান্নিধ্যেই হয়, বিচ্ছিন্নভাবে নিতান্ত প্রকাশ-বিকাশের জন্য হতে পারে না। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিকাশ শয়তানের বাঁধন ছিন্ন না করে বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের মানবিয় মরণপন প্রচেষ্টা পরিত্যাগ না করে সম্ভব নয়, যদিও আত্মহত্যার বিপরীত অবার্থক উৎসর্গীত জীবন অচিরেই প্রত্যাদেশ লাভে ধন্য হতে পারে, এখানেও অযাচিত-অসীম দাতাস্বত্ত্বা অনুধাবেয় হতে পারে। প্রত্যাদিষ্ট-নবীগনের ব্যক্তিত্ব উলূহিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়, মানবিয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোনরকম পরওয়া না করেই আদি হতে আল্লাহ্ নবীচরিত্রে মানবিয় সহজাত স্বরুপ সংরক্ষন করেন খাতামান্নাবুওয়াত, উলূহিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত শায়খ খাতামান্নাবুওয়াত।

৭৪. পর্দাপ্রথা

পর্দাপ্রথা (Hood usance) নতুন ও এককভাবে মুসলমানদের সম্পদ নয়, যথাযথ পর্দাপ্রথা পালনের চেয়ে পর্দা সংক্রান্ত বাড়াবাড়ির কারনেই আজ পর্দা বলতেই কেবল ইসলাম ধর্মিয় প্রথা বুঝানো হয়, ইসলামী পর্দা বলতেই বুঝানো হয় কেবল নারীর পর্দা করাকে। আবহমানকালের পর্দাপ্রথা প্রচলিত সকল ধর্মেরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষের বিধিবদ্ধতা, ইসলাম এই পুরাতন প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। পর্দাকে একচেটিয়াভাবে ইসলামের জন্য নির্ধারন করার উদ্দেশ্য যদি হয় অন্যান্য ধর্ম-জাতীকে অপদস্থ করা তবে এটা হবে মুসলিম সমাজের এক দুরারোগ্য ব্যাধির নাম। এই জাতীয় ব্যাধি সংস্কারের নামে অন্যদিকে নিজেদের অর্ধনগ্নতাকে মডারেট ইসলামের বৈধতা মনে করে এমন মুসলিম নর-নারীরও অভাব নেই বিশ্বসমাজে।

৭৫. স্বাভাবিক পূঁজিবাদীতার সাপেক্ষে দরিদ্রের পূঁজিবাদীতা এক অহংকার

খাতামান ওহি কোরানের রিসিভার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেন, তিন ব্যক্তির কাছে ওহি-এলহাম হতে পারে না, ১. বৃদ্ধ লম্পট, ২. দরিদ্র অহংকারী ও ৩. অত্যাচারী শাসক। হাদিসে মোহাম্মদের এই দরিদ্র অহংকারী শব্দটির প্রকৃত ভাবার্থ হবে দরিদ্র পূঁজিবাদী, পূঁজিপতির স্বাভাবিক পূঁজিবাদীতার সাপেক্ষে দরিদ্রের পূঁজিবাদীতা এক অহংকার বিশেষ, ধনী-দরিদ্রের চিরায়ত বস্তুগত সংঘাত ও আধ্যাত্মিক সুস্থ প্রতিযোগীতাতে পূঁজিপতিদের চেতনায় পূঁজিবাদীতার দোষ সাধারন বিষয় কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্টির একাংশে লালিত এই পূঁজিবাদীতা এমন এক অনুচিত ও অশুভ অহংকার বিশেষ যা ফকির-সন্যাসী-সর্বহারাদের আন্দোলন সংগ্রামে সবসময় ঘরের শত্রু বিভিশন বিবেচিত,। এই দরিদ্র অহংকারী বা দরিদ্র পূঁজিবাদীরা সিয়াম সাধনা করে না অথবা তাদের প্রথাগত সিয়াম সাধনা খোদাতালার কাছে কোনই মূল্য রাখে না, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতার উপর তাদের কোন আস্থা নেই, পূঁজিপতিদের পূঁজিবাদীতার স্থলে দরিদ্রদের পূঁজিবাদীতার কারনেই মানবতার বিরুদ্ধে সর্বকালিন পূঁজিবাদের জয়জয়কার অবস্থা অক্ষুণ্ন থাকে যে, এই কারনেই লক্ষ্য পুরণে সক্ষম হয় না নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের পক্ষ হতে স্যাকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে রাখা যাকাত ব্যবস্থা। ইসলাম যদিও সামরিক শক্তির মোকাবেলায় পূঁজিবাদীতার মূল্যায়ন করে, তবু পরে বিলম্বিত হলেও অবধারিত যুদ্ধের জন্যে দায়ী করে চরম বস্তুবাদীতার শিরোনাম স্বরুপ এই পূঁজিবাদকেই যা লালন-পালনে দরিদ্র জনগোষ্ঠি নিজেদের চিন্তা-গবেষনার সুক্ষাতিসুক্ষ চেতনাগুলোকে স্থুল করে ছাড়ে, বন্ধ করে দেয় ধরাতলে আকাশ হতে খোদাতালার আগমনী দ্বার।

৭৬. ব্যক্তিত্বে সৃজনশীলতা স্বয়ং স্রস্টার অহংকার

অহংকার পতনের মূল কিন্তু ব্যক্তিত্বে আত্নসন্মানবোধ স্রস্টার নিজ অহংকার ছাড়া আর কিছুই না। গনতান্ত্রীক নেতৃত্ব ও যোগ্যতাদাবী উত্তাপনী পরিবেশে যেমনটা দেখা যায়, অন্যের আত্নসম্মানবোধে আঘাত করা অথবা নিজ আত্নসম্মানবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে হীনমন্যতা অবলম্বন করা, দুটাই মানবাত্নায় থাকা স্বয়ং স্রস্টার চাদর ধরে টানার নামান্তর। স্রস্টার চাদর ধরে টানাটানিকে মোমিনের জন্য নিষেধ করা হয়েছে, কারন এই অহংকারের চাদর কেবল স্রস্টা-সৃজনশীলেরই শুভা পায়। মানবচরিত্রে স্রস্টার অহংকার হলো সৃজনশীলতা, সৃজনশীলতা মানবিয় আত্নসম্মানবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। মানবচরিত্রে এটার অনুপস্থিতি মানেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতার লাগামহীন চাহিদা যা মানুষকে পশুস্তরে নিমজ্জিত করে রাখে। পশুবৃত্তি হতে উন্নত মানবচরিত্র বিকাশের পন্থা স্বরুপ প্রত্যেক ধর্মই তাই তার নিজস্ব আঙ্গিকে উপবাস ব্রত পালনের ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলামে কথিত আছে যে, একমাত্র সিয়াম সাধনা ছাড়া অন্য সকল ইবাদতই বান্দা তার নিজ প্রয়োজনে করে থাকেন, অথচ সিয়াম সাধনাই মানুষকে বস্তুনির্ভরতা হতে নিরাপদ মাত্রায় বিমূখ করে আত্মনির্ভরতা, আত্নপ্রত্যয়, আত্নসম্মানবোধ ইত্যাদি স্বকীয়তা ও স্বাধীনতায় সমৃদ্ধ করে পৃথিবীতে খোদাতালার নিজ প্রতিমূর্তিতে দাঁড়ানো শিখায়। ইবলিসের অহংকারই পতনের মূল, কারন খোদাতালার নিজ প্রতিমূর্তি নবুওয়াতের ধারায় খলিফাতুল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ্ বানান আর এই গনতান্ত্রীক যোগ্যতা ও মানবিয় নেতৃত্বের দাবীকে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত ব্যক্তিত্বে সিয়াম সাধনার কোন শিক্ষা নেই।

৭৭. পৃথকভাবে মুফতি তৈরির প্রয়োজন নেই

শারীরীক প্রয়োজনে সম্পর্কযুক্ত খাদ্য গ্রহন-বর্জন সহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে ফতুয়া দিবেন ডাক্তার, এটাই তো স্বাভাবিক। ডাক্তারী বিদ্যায় মুফতি-মোল্লাদের অনধিকার চর্চার কি প্রয়োজন থাকতে পারে যদি ডাক্তারী বিদ্যার সিলেবাস প্রনয়নে ধর্মিয় বিধি-নিষেধ গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনায় আনা যায়? মাদ্রাসার সিলেবাস প্রনয়নী নিয়ম অনুযায়ী সকল বিষয় হতে ধর্মিয় পাঠোদ্ধারে এক-একজন মুফতি তৈরির অপচেষ্টার চেয়ে সকল বিদ্যাকে ধর্মিয় বিধি-নিষেধের যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ করে পাঠ্য নির্ধারন করা উচিত ছিল। জানা উচিত যে, বিদ্যার্জনের এমন কোন বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা নেই যেগুলো আদিতে ধর্মিয় বিধি-নিষেধ হতে উৎসারিত নয়। পৃথক পৃথকভাবে মুফতি তৈরির প্রয়োজন নেই, কারন নাস্তিক্যবাদেও নেগেটিভ অর্থেই হোক স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সমষ্টিগত বিদ্যা অর্জনের স্পৃহা পুরাতন ধর্মিয় কিতাবাদীরই অনুদান।

৭৮. মিথ্যানবীর প্রতি হত্যার হুমকি

সূরা হাক্কা : ৪৪-৪৮, এই আয়াতগুলোর তফসীর ভুল বুঝেন ইহুদিয় মুসলিমদের পর এখন খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও, তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে কারো দৈহিকভাবে বেঁচে

খাতাকে তারা চ্যালেঞ্জ করে, এই চ্যালেঞ্জ কি প্রকারান্তরে মিথ্যানবীর প্রতি হত্যার হুমকি নয়? ব্যক্তিগতভাবে ক্রুশের মধ্যে থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া প্রচার করে ইহুদিয় মুসলিমরা, ঠিক সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া প্রচার করে খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা। এই ক্রুশে নিমজ্জিত থাকার ইহুদিয় মুসলিম উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে সময়ের দিক থেকেও শেষ নবী সাব্যস্ত করা, আর একইভাবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত খাতামাল খুলাফাকে শেষ হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম খলিফাতুল্লাহ সাব্যস্ত করা। ওহি-এলহাম প্রাপ্তির দাবীতে কেউ আল্লাহর সত্যনবী-খলিফা হলেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু আর মিথ্যা দাবীদার হলেই তার অপমৃত্যু অবধারিত--- এই অন্ধ বিশ্বাস হতেই উম্মতি নবুওয়াত-রেসালতের শেষ দাবীদার হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের উপর অপমৃত্যু আরোপ করে ইহুদিয় মুসলিম জামাত। এই ভ্রান্ত ধারনা মূলতঃ পুরাতন ইহুদিদেরই, ইহুদিয় এই ভ্রান্ত ধারনা হতেই অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্যেও কথিত আছে যে, নবুওয়াতের মিথ্যাদাবীর প্রেক্ষিতেই আরবী আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের অপমৃত্যু হয়েছে, চার বছর পূর্বে কোন এক নারীর দ্বারা তাকে খাবারের সাথে মিশিয়ে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল যে, পরবর্তী এই চার বছর পর্যন্তই সন্ধার পর বিছানায় সেই বিষক্রিয়ার যন্ত্রনায় ছটফট করতে দেখা গেছে তাঁকে, এই বিষক্রিয়ার যন্ত্রনা থেকে বাঁচার জন্য এখলাস, নাস ইত্যাদি সূরা পড়ে পড়ে নিজ শরীরের উপর হাত বুলাতেন, কিন্তু না, বনী ইসরাঈলী খোদাতালার কথিত ডান হাতের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না, অবশেষে মৃত্যুবরণ করলেন এই বিষক্রিয়াতেই'। পূর্ববর্তী জাতীর দ্বারা পরবর্তী সত্য নবী-খলিফাগনের উপর অপমৃত্যুর অপবাদ দেয়া নতুন নয়, এই অপমৃত্যুর অপবাদ তৈরি করার জন্য বিফল হত্যাচেষ্টা ও হত্যা করাও নতুন নয়।

৭৯. অসংখ্য গুম-খুনের জন্য দায়ী আহমদীয়া মুসলিম ব্যবস্থাপনা

চূড়ান্তভাবে হত্যার উস্কানী হচ্ছে কাউকে ওহি-এলহাম দাবী ও তৎসংলগ্ন তফসীর-তাহদাসে ভিন্নমতের কারনে সমাজচ্যুত করা, সমাজচ্যুত করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নতুনকে মিথ্যা সাব্যস্থকরনের ব্যগ্রতা। এসব কোনটাই বৈধ নয়। খলিফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহে সূরা হাক্কাঃ ৩১১৮ নং টিকা লিখেছিলেন 'মুসলেহ মাওদ' দাবীদার আব্দুল গফুর জাম্বা সাহেবের তরবিয়াতী পদক্ষেপ স্বরূপ। পরে যখন এটা জামাতের মূল তফসীরের সাথে সংযুক্ত করা হলো তখন এটার দ্বারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতে পরবর্তীকালিন ব্যবস্থাপনাগত রীতিতে ওহি-এলহাম দাবীর বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেয়া হলো যে, তখন হতে যত মুসলেহ, মামুর, মাহাদী, মসীহ্, মুজাদ্দিদ ইত্যাদি দাবীদারকে পৃথিবী হত্যা করেছে এসব হত্যাকান্ডের দায়ভার বর্তায় আহমদীয়া মুসলিম ব্যবস্থাপনার কাঁধেও, যে কারনে পক্ষে-বিপক্ষে

সংঘটিত গুম-খুনের প্রতিবাদ না করে নিরব ভূমিকা পালনে বাধ্য হয়। সেই হতে বিশেষতঃ পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিমরা যে নির্বিচারে গুম-খুন হচ্ছে এসব খুনীরা এসব করছে তো তাদের কথিত ঈমানী দায়িত্ব নিয়েই যেন আহমদীয়া বুঝতে পারে যে তাদের নিজেদের এই উম্মতি নবুওয়াতের দাবী মিথ্যা আর সার্বজনীন বিশ্বাস অনুযায়ী খুনীদের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহই তাদের জীবনশিরা কেটে দিচ্ছেন। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ দাবীতে আমার এলকা এই যে, হযরত নাসের আহমদের উত্তরাধিকারী হিসাবে হযরত তাহের আহমদের বিরুদ্ধেও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল মুসলেহ মাওদ দাবীদার আব্দুল গফুর জাম্বার পক্ষে ওহি-এলহাম দাবীতে সাফদারা এক নামুটি ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া প্রেক্ষিতেই। আহমদীয়া জামাত ও পাকিস্তানের ইতিহাসে বহুল আলোচিত এই গুম-খুন প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছন্ন আহমদীদের দ্বারা সংঘটিত না হয়ে থাকলেও ঐ টিকা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পাঠ্য হওয়ার কারনে গুম-খুনের দায়ভার পরোক্ষভাবে হলেও আহমদীয়া মুসলিম ব্যবস্থাপনার উপর বর্তায়। কাউকে 'আহমদীয়া জামাত ইসলাহ্ পসন্দ' নামক কোন সংস্কারকে হুবহু স্বীকার করে নেয়ার কথা আমি বলি না, জাম্বা সাহেবের মুসলেহ মাওদ হওয়াকেও পূর্ণাঙ্গীন তার মতো করে আমি স্বীকার করি না, যেভাবে খ্রিষ্টিয় জামাতের ইতিহাসে আনানিয়াসের মুসলেহ পদ হওয়াকে আমি স্বীকার করি না, আর খ্রিষ্টিয় সমাজে ওহি-এলহামের দাবীর পর কোন খ্রিষ্টান সাধুর গুম-খুন হওয়ায় দায়ী সাব্যস্থ করি তৎকালিন খ্রিষ্টিয় জামাতের ভোটাভুটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহগনকে, দায়ী সাব্যস্থ করি এন্টি ক্রাইস্ট সংক্রান্ত তৎকালিন খলিফাতুল মসীহগনের লিখা টিকা-টিপ্পনী ও তৎসংলগ্ন ব্যবস্থাপনাকে। অনেক গুম-খুনের জন্য দোষী সাব্যস্থ এসব খ্রিষ্টিয় বিভ্রান্তিকর টিকা-টিপ্পনীর স্থলে কোরান শরীফ ওসব ওহি-এলহামের দাবীকে গ্রহন করে নিয়ে খলিফাতুল মসীহগনকে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক করে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত সাব্যস্থ করে ছেড়েছে, সুতরাং খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের জন্য প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের নির্দেশনা এই যে, বিশেষভাবে খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত তাহের আহমদের লিখা সূরা হাক্কা ৩১১৮ নং টিকাটি সহ অন্যান্য সকল খলিফাতুল মসীহগনের জ্ঞানের দাপটে লিখা কোরানের অনেক টিকা-টিপ্পনী অবশ্যই সংশোধনযোগ্য।

৮০. মানবাত্মায় নবুওয়াতের বীজ পূর্ব হতেই সুপ্তাবস্থায় রাখা হয়

সূরা নিসাঃ ৭০, সালেহিয়্যাত পূর্ণতা লাভ করে শাহাদাত, সিদ্দিকিয়াত ও শেষে নবুওয়াত আখ্যায়িত হয়, এমনটা নয়। মানবাত্মায় নবুওয়াতের বীজ পূর্ব হতেই সুপ্তাবস্থায় রাখা হয়, যিনি সালেহ হন তাঁর মধ্যে অন্যান্য তিনটি পুরস্কার ক্ষীন ধারায় প্রবাহিত না থাকলেও শেষ পর্যন্ত সালেহিয়্যাত নষ্ট হওয়ার নয়, কিন্তু নবুওয়াতের মধ্যে অন্যান্য তিনটি পুরস্কার ক্ষীন ধারাতেই হোক সমতালে বিকশিত হতে থাকা আবশ্যক। নবীকে নবী হিসাবে পেয়ে থাকেন নবীগনই,

নবীগনকে সিদ্দিক হিসাবে পান সিদ্দিকগন, নবীগনকে শহীদ হিসাবে পান শহীদগন, নবীগনকে সালেহ হিসাবে পান সালেহগন, এভাবে প্রত্যেকেই নবী-প্রত্যাদিষ্টকে তাদের নিজ নিজ উত্তম সঙ্গী হসাবে গ্রহন করেন ইহজগতেই, অনন্ত পরজগত হয়ে থাকে ইহজগতেরই এক অবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি মাত্র। সিরাতাল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদেরকে নবী, সিদ্দিক, শহীদ, সালেহগনের পথে পরিচালনা করুন, হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত গোলাম আহমদ পর্যন্ত ঐশি এনামে ভূষিত সকল মানবিয় স্বত্তাই অন্য সবার মতো আমার কাছেও ছিল এক নিতান্ত গল্পকথার কল্পনা, নিতান্ত সুধারনাবশতঃ ও নিজ চরিত্রের সহজাত ভদ্রতার প্রভাবে কল্পকথার গুরুগাম্ভির্যতা রক্ষায় ওসবকে বলাই যেতো ইতিহাস। একদিন নিজ হৃদয়ে কথাবলা খোদার ওহি-এলহাম বলছিল যে, 'ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে'। এটা ছিল আমার প্রতি নায়েবকৃত আল্লাহর কথা, আল্লাহ্ তাঁর এলহামে সেই সাথে এটাও বলছিলেন যে, সত্যাদাবীর 'সংস্কারমূলক ওহি-এলহামের এক বাস্তব স্বয়ংক্রিয়তা বিদ্যমান'। ওহি-এলহামের স্বয়ংক্রিয়তা আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লো যে, ঐ এনাম বা ঐশি পুরুস্কার আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে আদি হতেই, আমাকে তা স্পর্শ করে দেখানোর সীদ্ধান্ত হয়ে গেছে আকাশে আর 'ভূপৃষ্টে যা কিছু হয় এসবকিছুর সীদ্ধান্ত প্রথমে আকাশেই হয়', মাতৃভাষা বাংলায় আমার অক্ষরজ্ঞান হয় শিশুকালিন আল্লাহর কাশফিয় তালিমে যে একথার সাক্ষী আমার জীবিত মা-বাপ, অতীত আর ভবিষ্যতের মিলনস্থলীয় আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে তখন প্রথমেই ঐশি পুরুস্কারপ্রাপ্ত যাঁকে পাই তিনি হচ্ছেন ৩২নং ধানমন্ডি ঢাকাস্থ আমার পিতৃব্য মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, যে সিদ্দিকীনের শেষ পরিচয় আমি, তাঁর এই পুরুস্কারের উন্নতি-অবনতি আমার সাথেই সম্পর্কযুক্ত, জামাতের জোটাজোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের সাথে নয়। ক্ষমতায়ন কি? শাসনক্ষমতার বিকাশ কি? একটা সময় পর্যন্ত দুটি একই বিষয় হয়ে থাকলেও ইতিপরে দুইয়ের মধ্যে এক পার্থক্যও দেখা যায়, পার্থক্যটা কি? শাসনক্ষমতা সহযোগীতায় কেবল সহযোগীদের মধ্যেই বিস্তৃত হয় যেটাকে ক্ষমতায়ন বলা হয়। ক্ষমতার বিকাশ আরো ব্যাপৃত কথা, শাসনক্ষমতার বিকাশ কেবল ক্ষমতায়ন বা শাসন করার ক্ষমতাকেই বুঝায় না বরং শাসিত হওয়ার ক্ষমতাকেও বুঝায়, শাসন করার এবং শাসিত হওয়ার ক্ষমতাকে একত্রে শাসনক্ষমতার বিকাশ বলে। হযরত আদমকে শাসনক্ষমতায় ভূষিত করা হয়েছে যে, এর ক্ষমতায়ন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফিরিশতাকূলের সহযোগীতায়, ফিরিশতারূপ জ্বিন তো বটেই, সাধারন মানুষ পর্যন্ত সেই শাসনক্ষমতার সহযোগীতা করে নিজ নিজ গন্ডিতে শাসক বনে যান। নিজ নিজ গন্ডিতে শাসক হওয়ার সমসময়ে শাসিতও হতে হয় যে এই শাসিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে খাতামান্নাবীঈনের আগমনী প্রতিশ্রুতি ও উপস্থিত ইবলিসের স্বত্তা হতে, আবলাসা মোকাবেলায়। শাসনক্ষমতার বিকাশ ও তবলীগের ভিত সহযোগীতার স্থলে বেশী রাখা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরুধীতার উপরই, যে কারনে সূরা আস সাফঃ ১৪-১৫

আয়াতে ইহুদিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তি জোগানো ও আসন্ন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের বিজয়ের জন্য মসীহ্ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ তাঁর মান্যকারীদের প্রতি সাহায্য আবেদন করলে উত্তরে তারা নিজেদেরকে মসীহের সাহায্যকারী না বলে বলেছেন আল্লাহর সাহায্যকারী অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের সাহায্যকারী, সুতরাং ক্ষমতায়ন নয় বরং ক্ষমতা বিকাশের সাথেই তবলীগের সুনিবিড় সম্পর্ক। সৃষ্টিতে ইবলিস স্রষ্টার অনাকাঙ্ক্ষিত সৃষ্টি নয়, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে তবলীগ ও আঞ্জুমানের শাসনব্যবস্থায় শাসিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে খোদার রহিমিয়াতের বিকাশস্থল হযরত আবু বকরের স্থলে খোদার রহমানিয়াতের বিকাশস্থল প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের আগমনী প্রতিশ্রুতি ও উপস্থিত আবু জাহেলের স্বত্তা হতেই, জাহেলিয়াত মোকাবেলায়। এইজন্যে প্রফিসি কোরানের খোদা 'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার' আয়াতে আল্লাহ্ আবু জাহেলের ঊরষজাত হযরত ইকরামার ঊরষ হতে এক উম্মতিনবীর আগমনী ভবিষ্যদ্বানী করেন, হযরত সালমান ফার্সি ও আদি ইবনে হাতেম তাঈয়ের পর ইকরামাকেও 'আহলে বাইয়্যাত' ঘোষনা করেন।

৮১. আশারা মুবাশ্বিরিন

নবীগনের খাতাম হযরত আহমদ আউয়ালিন সাল্লাল্লাহ্ আলাইহিব রহমান আল্লাহর এই ঘোষনা সত্যায়ন করেছেন যে, খাতামান্নাবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থে মুবাশ্বিরাত এক প্রকার উম্মতি নবুওয়াত, আশারা মুবাশ্বিরগন এক প্রকার উম্মতি নবী, মুবাশ্বিরিন, মুহাদ্দিসিন, মুলহামিন, মুরসালিন ইত্যাদি যে পরিভাষাতেই হোক, এটা ছিল কোরানের কথাবলা আল্লাহর সুস্পস্ট নবুওয়াতের ঘোষনা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান গনি, আলী মূর্তুজা, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবদুর রহমান বিন আওফ, যুবাইর বিন আওম, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, সাঈদ বিন যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহুম, এই দশজন ছিলেন তাঁদের সমকালিন আরো অন্যান্য অনেক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী মোকাবেলায় মুবাশ্বিরাত লাভের দাবীদার, বয়াত গ্রহনের পর প্রথম হতেই প্রত্যেককে মুবাশ্বিরাত লাভের দাবী উচ্চারন করতে শুনা গেছে, পরে এসব দাবী উচ্চকিত অবস্থায় শুনা গেছে, উচ্চকিত দাবী দৃঢ়তার সাথে দীর্ঘদিন উচ্চকিত হতে শুনা গেছে, এরপর সেই দাবী সত্যায়ন করে তাঁদেরকে এক প্রকার উম্মতি নবী ঘোষনা করলেন। চল্লিশজন কাতেব-এ ওহিগনের মধ্য হতেও আরো কে কে, না কি দূর্ভাগা দুই বালাম বাউর ছাড়া কজন অথবা সবাই এই ঘোষনার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন কী না সেব্যপারে এখনো আমি নিশ্চিত নই। হযরত মোহাম্মদ ও তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী নাই, প্রতিশ্রুত ইসা ইবনে মরিয়মের সত্যায়ন ছাড়া কোন মাহদী নাই, 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাক্কুবিহিম' আয়াত উনাদেরই পুনঃআবির্ভাব সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতির লক্ষস্থল সাধারনভাবে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগ, প্রকৃতই প্রত্যেক শতাব্দির

শিরোভাগে বারবার নতুন নতুন প্রজন্মের পৃথিবী তাঁদেরকে নতুন নতুন চেহারায় দেখে নিয়েছে। আজ পঞ্চদশ শতাব্দির শিরোভাগেও তাই হচ্ছে যে, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের সংস্পর্শে এসে অনেকেই মুবাশ্বিরাত লাভে ধন্য হচ্ছেন।

৮২. মানবিয় জ্ঞানের ধারনা আশ্রিত তফসীর-তাহদাসের দিন শেষ

হতে পারে! হবে হয়ত! হয়তবা! সম্ভবত! আক্ষরিক না মেটাফরিক, মেটাফরিক না আক্ষরিক। সত্যধারনাই হোক, নিতান্ত মানবিয় জ্ঞানের ধারনা আশ্রিত তফসীর-তাহদাসের দিন শেষ হয়েছে মসীহ্ নবীউল্লাহ হযরত গোলাম আহমদের মাধ্যমে, পৃথিবীতে তাঁর পবিত্র প্রভাবে অতীতের নবীগনের মতো এখন আমাদের সাথেও কথা বলেন উম্মুল কিতাব কোরানের কথাবলা আল্লাহ্। হ্যাঁ হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর এই প্রতিশ্রুত মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী নেই, এখন মুহাদ্দিস-মাহদী হচ্ছেন মসীহ-নবীউল্লাহ আর মসীহ-নবীউল্লাহ হচ্ছেন মুহাদ্দিস-মাহদী, লা আল মাহদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা। আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারছি যে, প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদই সেই মহাকালের প্রতিশ্রুত মসীহ্ নবীউল্লাহ যার সত্যতায় আল্লাহ্ আমাদেরকে মাহদী সম্বোধন করে আমাদের সাথে কথা বলেন। কিতাবের বুঝা বহনকারী গাধা তৈরির সিলেবাস পড়ুয়া কথিত মুহাদ্দিসগন আসুন, ওহি-এলহাম ছাড়া কারো তাহদাস-হেদায়াত পূর্ণ হওয়ার নয়, আসুন আপনিও মাহদী হোন, নিজেদের মানবিয় জ্ঞানের কথিত তাহদাস-হেদায়াতকে পূর্ণ করুন। লা আল মাহদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা অর্থাৎ মসীহ নবীউল্লাহর সত্যায়ন ছাড়া কেউ মুহাদ্দিস-মাহদী নন, মসীহ নবীউল্লাহর পূর্ববর্তী কেউ মুহাদ্দিস-মাহদী নন।

৮৩. স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই স্বভাবের ব্যবহারিক ভিন্নতার নাম ভাল-মন্দ

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেন, 'পাহাড় স্থানচ্যুত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়, একথার মানে এই নয় যে মন্দ কখনো ভাল হয় না আর ভালও কখনো মন্দ হতে পারে না। ভুল বুঝাবুঝির কুয়াশাচ্ছন্নতায় হিন্দু যোগী-সন্যাসীরা মানবস্বভাবের মন্দ দিকগুলোকে নষ্ট করে দেয়, যেন খোদাতালা ভুল করে নতুবা মানুষের শত্রুতাবশতঃ মানবস্বভাবের এমন মন্দ দিকগুলো সৃষ্টি করেছিলেন আর হিন্দু যোগী-সন্যাসীরা খোদার প্রতি দয়াপরবশতঃ হয়ে নিজের প্রতি যুলুম স্বীকার করে খোদাকে এথেকে উদ্ধার করছেন। উদাহরন স্বরূপ স্বভাবের হিংস্রতাকে নষ্ট করে দিয়ে কেউ কোথাও আজ হয়ত উদারতার প্রশংসায় ধন্য হতে পারে কিন্তু কাল সে রনাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলায় নিজেকে বাঁচাতে অপারগ হবে যে এটা হবে সেই মিথ্যা প্রশংসার চেয়ে অনেক বেশী নিন্দনীয়। ইসলামী নীতি দর্শন মানবস্বভাবের কোন পরিবর্তন স্বীকার করে না, বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই স্বভাবের ব্যবহারিক ভিন্নতার নাম রাখে ভাল এবং মন্দ।

৮৪. আখারিনদের প্রতি খোদাতালার ক্ষমা

দোয়াল্লিন খ্রিষ্টানদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তারা প্রাথমিকভাবে নিতান্ত হযরত মুসলেহ পসের অনুরুপ খলিফাতুল মসীহ্ হিসাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালামকে। মাগদুব ইহুদিদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তাদের অধিকাংশই প্রাথমিকভাবে চেয়েছিলেন কিভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মের অমান্যকরণেও এই মূসা ইবনে মরিয়াম সদৃশ নবীর মান্যতার উপর প্রতিষ্টিত থাকা যায়। কেবলা পরিবর্তনের পর মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ইসলামে পৌত্তলিকদের মধ্য হতে আসা নবাগতদের সিজদায় প্রাথমিকভাবে ওসব মূর্তিগুলোই পূজিত হয়েছে যেগুলো তখনো কেবলা কাবায় সংরক্ষিত ছিল। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন, ঐসব সম্মানীত সাহাবায়ে কেরামগনের সাথে কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের সহবতে সমাবেত হতে থাকা নবাগতদেরকেও ক্ষমা করুন আল্লাহ্, আল্লাহর চিরঞ্জিবীতায় মসীহ-মাহদীগনের চিরঞ্জীবিতার প্রামান্য নবুওয়াতের ধারা খেলাফত। 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহিম' আয়াতে বারবারই আখারিন সাধারনভাবে মুহাজির-নবাগতরাই, আল্লাহর খেলাফত আখারিন-মুহাজিরদেরই গবেষনালব্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের প্রতিদান, আউয়ালিন-আনসারদের পক্ষে খোদাতালার অবাদ ক্ষমা নির্ধারিত আখারিন-মুহাজিরদের জন্যই।

৮৫. উম্মুল কিতাব

কোরান হচ্ছে উম্মুল কিতাব, অর্থাৎ কিতাব মাত্রই যাতে আলোচিত বিষয়ের শুরু কোরান থেকে আর শেষ হওয়াও প্রমানীত হয় এসে এখানেই। এই পন্থায় পড়লে পাঠক বাহ্যতঃ যাই পড়ুক প্রকারন্তরে তিনি কোরানই পড়েন। এছাড়া ভিন্ন পন্থায় কোরানের আরবী টেক্ট পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সেই কোরান পড়া হয় না যেটাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে। অনুরুপভাবে সুরা আল আলাঃ ২০ কোরানে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কিতাব হচ্ছে পরকালীন জীবনের সত্যতা ও চিরস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সামান্যতমও আলোকপাত করা যাবতীয় কিতাবাদীর নাম, 'ইব্রাহিমের কিতাব' হচ্ছে উম্মুল কিতাব কোরানের বিষয়ভিত্তিক অনেক শিরোনামের এক অন্যতম শিরোনাম বিশেষ, কোরান হতে উদ্ধারিত পরকালিন জীবনের সত্যতা ও চিরস্থায়ীত্ব মুসলমানদের পূর্বেও সমভাবে পাঠ্য ছিল খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্যেও। আল্লাহ্ কোরান নাযেল করেছেন আর যুগে যুগে এর তফসীর-তাহদাসের দায়ীত্ব স্বয়ং তাঁরই, আল্লাহ্ এক কিন্তু তাঁর জ্যোতিবিকাশ ভিন্ন ভিন্ন, দাস তার আপন প্রভু হতে পৃথক নয়, সময় আর বস্তুগত সম্পর্কের দুরত্ব যতই হোক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের স্বরুপ ব্যাখ্যায় বিন্দু মাত্রও স্ববিরুধিতা নেই উম্মুল কিতাবে। হযরত মূসার ভাষায় চোখের বদলা চোখ আর হযরত ঈসার ভাষায় এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেয়ার শিক্ষায় উদ্দেশ্য পুরনে কোন স্ববিরুধীতা নেই। স্ববিরুদীতা চরম বস্তুবাদী পাঠকের কুধারনাপূর্ণ মন ও অসংলগ্ন পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়ায়।

৮৬. এগারসিন্দুর-ওয়ারি-বটেশ্বর অঞ্চলে ঈসা মসীহের আগমন হওয়ার ধারনা

কাশ্মির হতে তিব্বত হয়ে শেষে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বিস্তৃত গৌড়ি রাজ্যে আদিবাসী গারদের গড়া জনপদ এগারসিন্দুর-ওয়ারি-বটেশ্বর। ইন্দুগ্রিক কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজ্যের অন্যতম স্থাপনা বাংলাদেশের এগারসিন্দুর-ওয়ারি- বটেশ্বর অঞ্চলে লিখায় ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহারকারী বনীইসরাঈল বংশোদ্ভূত গারদের মধ্যে কাশ্মির ও তিব্বত হয়ে ঈসা মসীহের আগমন হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। ধারনা করা হয়, মসীহের আচরণীয়--- চর্যাপদ বৌদ্ধ ধর্মিয় পরিভাষায় সংকলিত খ্রিষ্টিয় সুসমাচার, ২৪ জন চর্যাপদ সংকলক সবাই ছিলেন আসহাবে মসীহ, ভূল বশতঃ যাদেরকে পরবর্তীকালিন বৌদ্ধভিক্ষু ও তাঁদের সংকলনকেও পরবর্তীকালিন সাহিত্যকর্ম ধরে নেয়া হয়।

৮৭. আত্নসমর্পনের পথ খোলা রেখেই যুদ্ধকরণ

ইসলামী যুদ্ধনীতিতে আল্লাহর মহাপরাক্রমশালীতায় নিহিত অন্যতম সুন্দর্য হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রতিপক্ষের পলায়ন অথবা আত্নসমর্পনের পথ খোলা রেখেই যুদ্ধকরণ। যুদ্ধনৈতিক এই সুন্দর্য হারানোর কারনেও পরবর্তীকালিন মুসলমানদের পবিত্র জিহাদ অবনমিত হয়েছে জঙ্গিবাদে, ইহুদের পবিত্র জিহাদ অবনমিত হয়েছে নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রে, পৃথিবীর শাসনক্ষমতা হারিয়ে জঙ্গলে নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক হায়নাদের সাথে নির্মম জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে আজ মুসলিমরাও। শত বিভক্তি আর চরম অধপতন স্বত্তেও ৭২ ফির্কা ইহুদিয় মুসলিম হারানো মেষ পুনঃউদ্ধারেই মোহাম্মদী মসীহের আবির্ভাব, তাঁর আবির্ভাব হয়েছে মেইনলি সমস্ত মুসলিম উম্মাহর করুনাসিন্ধু স্বরুপ, এরা দূর্গম গৌড়ি রাজ্যে নতুবা সুরাইয়া নক্ষত্রেই হারিয়ে থাকুক, এদের অবস্থা যত সূচনীয়ই হোক এদেরই 'এ লার্জ পার্টিকে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের অন্তর্ভূক্তকরন আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে বিজাতীয় হৃদয়সমূহে প্রবেশের আর বৈধ কোন পৃথক দোয়ার খোলা নেই খ্রিষ্টিয় মুসলিম তবলীগি কার্যক্রমে। মূসায়ী মসীহ নিজে তো নয়ই, তাঁর পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টিয় সমাজও কোনদিন নিজেদেরকে নিজে থেকে পৃথক করে নেননি ইহুদিদের মধ্য হতে, ২০০০ বছর পর খ্রিষ্টানিটি এখনো কথিত ৭২ ফির্কা ইহুদিবাদের ১ ও একক হয়ে সেই ৭২তম ফির্কারই নাম, খ্রিষ্টধর্মিয় সংস্কার হতে পালিয়ে বেড়ানো জনগোষ্ঠী হচ্ছে নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীকরা, যেভাবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম সংস্কার হতে পালিয়ে বেড়ানো জনগোষ্ঠী হচ্ছে ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গীরা, যাদের যুদ্ধনীতিতে বিবাদমান বিপক্ষের আত্নসমর্পন, ভুল স্বীকার, সংস্কার, তাওবের সমাধিক গড়ার, পালিয়ে যাওয়ার, ধর্মবিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়াতে খ্রিষ্টানদের ইসলাম গ্রহন ও খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদকে গ্রহন করে নেয়ার কোন মূল্য নেই।

৮৮. বিয়েতে বিধিবদ্ধ দেনমোহরের অর্থ টাকা-পয়সা নয়

সিরিয়ার আই এস জঙ্গিরা বিষয়ের যথাযথ সমাধান ও উত্তোরনের পথ খুঁজে না পেলেও সমস্যাটা চিহ্নিত করছে ঠিকই যে, মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে সেদিন থেকেই যেদিন অর্থনীতিতে ধাতব মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেল। অর্থনীতিতে পন্যের বদলে পন্য বিনিময়ের সুদীর্ঘ যুগে ধাতব মুদ্রা 'মোহর' মানে লেনদেনের আরেকটি মাধ্যম টাকা-পয়সা বুঝালেও বিশেষতঃ অলঙ্কারের মজুদ উপযোগী কাঁচামাল মোহরের ব্যবহার অন্য আঙ্গিকেই বেশী হতো সবসময়। ধাতব মুদ্রা মোহর প্রথম যেদিন সৃষ্টি হলো সেদিন এটা নিরস ব্যবসায়ী লেনদেনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল ভাব-বন্ধনের নিদর্শন উপহার সামগ্রী হিসাবেই। আর এখন তো মোহরের অর্থ কোনভাবেই টাকা-পয়সা নয়। পৃথিবী আর কোনদিন ধাতব মুদ্রাব্যবস্থায় ফিরে আসারও কোন সম্ভাবনা নেই। কাগজে টাকার মূল্যায়ন এতে অঙ্কিত সাক্ষরেই, এখন কেউ চাইলে সাক্ষরিত অর্থনীতিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় নতুবা বাধ্য হয়েই বন্দী হয়ে থাকুক সেটা ভিন্ন কথা, ইসলামী শরাহ্ অনুযায়ী মুসলমানদের বিয়েতে বিধিবদ্ধ দেন মোহরের অর্থ টাকা-পয়সা নয়।

৮৯. পারিবারিক ভরনপোষণ ও ক্ষমতায়নের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত দাবী

খাতেব-এ ওহি হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত শিয়াদের যাবতীয় আপত্তি নির্বিচারে মেনে নিলে কোরান সংরক্ষনের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। শিয়া ধর্মবিশ্বাস তো দ্বিতীয় প্রজন্মের উপযুক্ত করে দ্বিতীয় প্রজন্মেই সৃষ্ট। কথিত জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের অন্ধত্ব থেকে ইনিই তো দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলমানদেরকে আলোতে বের করে আনেন, আর এতে তাঁর দ্বারা যদি আহলে বাইয়্যাতের উদ্দেশ্যে কিছু কটু কথা ও আচরণ দৃশ্যমান হয়েই থাকে তবে সেটা তেমন দোষের কিছুই নয়। সাহাবী তো কতই ছিলেন, একমাত্র ইনিই আমাদেরকে শতভাগ এই নিশ্চিত সতর্কবানী দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তুজাই ছিলেন সেই খেলাফতে রাশেদার শেষ খলিফা, এরপর হযরত মুয়াবিয়ার রেখে যাওয়া মানদন্ডেই প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের খেলাফতেও ইতি টানা হয়, সুলতানরা নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রাসূল উপাদীতে ভূষিত হলেও হযরত মুয়াবিয়ার রেখে যাওয়া মানদন্ডেই নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক করে দেয়া হয় সুলতানদেরকে, ইসলামের নামে পৃথিবীর উপর উসমানী, আব্বাসী ও তুর্কি সুলতানী আমলের জুলুম-অত্যাচারের দায়ভার হতে ইসলাম অবমুক্ত হয়। এথেকে পরম শিক্ষনীয় বিষয় এটাও ছিল যে, মজলিস-এ ইন্তেখাব বা নির্বাচনী সংস্থা সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই খলিফাগনকেও নবীগনের ভূষনে ভূষিত করেন প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই, পরিবারিক ভরণপোষন ও ক্ষমতায়নের নিশ্চয়তা সহ কোন প্রকার জাগতিক পরাশক্তিই এই পোষাক কেড়ে নিতে পারে না, জামাতের নির্বাচনপূর্ব মুবাশ্বির হওয়ার

সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবীই দাবীকারককে তাঁর পারিবারিক ভরণপোষণ ও ক্ষমতায়নের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, জামাতের ভোটাভোটিতে যেমন সে মুবাশ্বির হয় না তেমনি অনাস্থা ভোট তাঁর মুবাশ্বিরাতকে কেড়ে নিতেও পারে না, যেখানে মৃত্যুও অতি তুচ্ছ বিষয়।

৯০. শরিয়ত-সংবিধানের সংস্করণ ও সংশোধনী

মূসায়ী শরিয়ত-সংবিধানের অধিনে ঈসা মসীহ্ পর্যন্ত চৌদ্দ জন নবী-খলিফা এসেছেন, চতুর্দশ খলিফা ঈসা মসীহের ইঞ্জিল হচ্ছে তৌরাতের শেষ সংস্করণ, সংশোধনী নয়। সংস্করণের স্থলে সংশোধনীর কথা আসলেই সংশোধনী বাতিলের কথা আসতো ইতিপূর্বেই। সংস্করণ সংশোধনীর মতো বাতিলযোগ্য নয়। সুতরাং সংবিধানের ক্ষেত্রে সংশোধন নয় বরং সংস্করণই যথার্থক, সংস্করণের প্রত্যেক পদক্ষেপই সংবিধানকে এর মৌলিকতার দিকে ফিরিয়ে দেয় বারবার, ন্যূনতম অর্থে সংস্করণের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যা সংশোধনীর মধ্যে থাকে না। উচ্চ আদালতে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষনা হলে তোলপাড় শুরু হয় জনমনে। গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধানের এসব মূলনীতি বাঙ্গালীদের সৃষ্টি না, তারপরেও ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের একটা মৌলিকত্ব ধরে নিতে হয়, ধরে নেয়াটা না হলেই নয়। সংবিধানের আবশ্যকীয় স্বকীয়তা ও মৌলিকতা ধর্তব্য বলেই জনমনে হীনমন্যতার এই তোলপাড় শুরু হয়েছে যে, এই বুঝি নবাগত আইন প্রনয়নী সার্বভৌমত্ব মার খেয়ে যাচ্ছে আবহমান কাল ধরে অনুরুপ অগনিত-বিক্ষিপ্ত উৎস হতে পুঞ্জিভূত বিচারিক সমৃদ্ধির কাছে, সংবিধানের ধর্তব্য সমৃদ্ধি সমোন্নত থাকে এর সংস্করনেই, সংশোধনী-তে নয়, বরং সংশোধনী সেই সমৃদ্ধিকেই অস্বীকার করে, সংবিধানের মৌলিকতা নষ্ট হয় যদি এর সংশোধনী টানা হয়।

৯১. চার্চ অব ইংল্যান্ডের শাসন

বর্তমান ইংল্যান্ডের কেন্দ্রিয় সরকার ইউনাইটেড ন্যাশনসের সাথে যেমন সম্পর্ক রাখে ঠিক তেমন সম্পর্কই রাখে বৃটিশ কমনওয়েলথের সাথেও, ইংল্যান্ড সরকার কাঠামোতে ইউনাইটেড ন্যাশনস ও কমনওয়েলথ এফিয়ার্স মিনিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেছে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক রক্ষায়, ইউনাইটেড ন্যাশনসকে কমনওয়েলথের ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত করায়, কমনওয়েলথকে ইউনাইটেড ন্যাশনসের বর্তমান বৃহত্তর পরিসরে কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহন করায়, কমনওয়ে-লথের মাধ্যমে ইউনাইটেড ন্যাশনসকে অন্যান্য সকল ধর্মিয় প্রতিষ্ঠানের মোকাবেলায় চার্চ অব ইংল্যান্ডের দিকে টেনে ধরায়। এই সমীকরণে বৃটিশ কমনওয়েলথ আজ চার্চ অব ইংল্যান্ডের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান মাত্র, সুতরাং ইংল্যান্ড সরকারের ইউনাইটেড ন্যাশনস ও কমনওয়েলথ

এফিয়ার্স মিনিস্টার যতটা না ইংল্যান্ড সরকারের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত এরচেয়ে অনেক বেশী চার্চ অব ইংল্যান্ডের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত যে এটাই স্বাভাবিক। ইংল্যান্ড সরকারের বর্তমান ইউনাইটেড ন্যাশনস ও কমনওয়েলথ এফিয়ার্স মিনিস্টার হচ্ছেন পাকিস্তানের ইহুদিয় মুসলিম শাসনক্ষমতা হতে বিতারিত খ্রিষ্টিয় মুসলিম নেতা হিজ এক্সিলেন্ট লর্ড তারেক আহমদ, ইহুদি ও ইহুদিয় মুসলিম ধারনামতে তাঁকে এপদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে চার্চ অব ইংল্যান্ডের পক্ষ হতে খ্রিষ্টিয় জগতের অভ্যন্তরিন বিরোধে বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরোদ্ধে চার্চ অব ইংল্যান্ডের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, আর এই সুবাদে মুসলিম বিশ্বসমাজে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় হোক। আইনের শাসন মানেই ধর্মিয় শাসন, খ্রিষ্ট ধর্মিয় শাসন, চার্চ অব ইংল্যান্ডের শাসন, বৃটিশ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টরী এসোসিয়েশন মানেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকারী, কথিত আইনের শাসনে অন্তর্ভূক্ত পৃথিবীর বিখ্যাত সব আইনসভাগুলো পরোক্ষভাবে বৃটিশ চার্চ অব ইংল্যান্ডেরই শাসনাধিন এখনো, যেসব আইনসভা গঠনে কারো নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনমনে তার আইনজ্ঞ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, আইনসভায় অংশ নেয়া কথিত আইন প্রনেতাদেরকে আইনজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা না থাকার চেয়ে আশ্চর্যজনক ও কপট কথা আর কি হতে পারে? আশ্চর্য্যের কিছু নেই, কারন গ্রিক-রোমান-বৃটিশ আইনের মৌলিক ভিত্তি ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর নতুন কোন আইন প্রনীত হতে পারে না, তৌরাতের খ্রিষ্টিয় সংস্কারমূলক বৃটিশ আইনের মৌলিক ভিত্তি ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর নতুন কোন আইন প্রনীত হতে পারে না। ইহুদিয় মুসলিম হোক আর খ্রিষ্টিয় মুসলিম হোক, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এই চক্করে আবদ্ধ থেকে যাওয়ার কারন হচ্ছে বনী ইসরাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগের পর এখনো বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ও বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনের উচ্চকিত দাবী শুনা না যাওয়া।

৯২. আইনের শাসনে আইনসভাগুলো এখনো চার্চ অব ইংল্যান্ডের সেবাসংস্থা মাত্র

আইনের উৎস চার্চ, বৃটিশ আইনের উৎস চার্চ অব ইংল্যান্ড, রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রচলিত পোপের শাসনের স্থলে প্রোটেস্টান্ট চার্চ ও চার্চ অব ইংল্যান্ড প্রচলন করেছিল আইনের শাসন, আইন সভার সদস্য বা আইন প্রনেতা হওয়ার জন্য আইনজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল, নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত আইন প্রনেতাদেরকেই আইন প্রনয়নী কাজে যথেষ্ট মনে করা হলো আইনজ্ঞ পোপের বিশেষত্ব খন্ডনে। সাম্রাজ্যবাদের যুগ গত হওয়ার পর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগেও পরোক্ষভাবেই হোক বিশ্বময় আরোপযোগ্য বৃটিশ শাসনের নবায়ন-সংস্করণ আইনের শাসন নামেই খ্যাত। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত যাবতীয় রাষ্ট্রনীতি অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জন্যেও উদাহরন, যাবতীয় রাষ্ট্রনীতির সর্বোৎকৃষ্ট

উদাহরন প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রজাতন্ত্র মানেই খ্রিষ্টিয় বৃটিশ রাজতন্ত্রের খন্ডন, পুনঃগঠন, সংস্করন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি যা হোক, যা হোক খ্রিষ্টিয় বৃটিশ রাজতন্ত্র কেন্দ্রিকই। প্রোটেস্টান্ট চার্চ ও ইংল্যান্ড চার্চ রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপের শাসনকে প্রতিহত করতে হযরত মসীহের পৌরাবস্থা তথা ঈশ্বরত্বকেই ছুঁড়ে ফেলে এস্থলে গ্রহন করে নিয়েছে হযরত সক্রেটিসের ব্যক্তিত্বকে, খ্রিষ্টপূর্ব যুগের হযরত সক্রেটিস, প্লেটু, এরিস্টটল প্রমূখের প্রজাতন্ত্র এখন বৃটিশ আইনের একচেটিয়া গ্রহনযোগ্যতা প্রামানিক উদাহরন মাত্র, মৌলিক আইন ও তদনুযায়ী পরিচালিত বিচার বিভাগের পর শাসনক্ষমতার নিকটতম উৎস আইন সভাগুলো পরোক্ষভাবে হলেও এখনো চার্চ অব ইংল্যান্ডেরই সেবক মাত্র।

৯৩. ব্যক্তির স্বীকার্য শরিয়ত-সংবিধান ভিত্তিতে তার বিচারকাজই ন্যায় পরায়ণতা

মূসায়ী শরিয়তের এক অভিন্দন্থ নবী-খলিফা ঈসা মসীহ, ৭২ ফের্কা ইহুদিবাদের অন্যতম ফির্কা খ্রিষ্টানিটি, তৌরাতের সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা ইঞ্জিল। এসব স্বত্তেও খোদার ক্রোধভাজন ইহুদিদের চরম বৈরীতা ও প্রতিরোধ খ্রিষ্টানদেরকে মূসায়ী শরিয়তের স্থলে বিখ্যাত গ্রিক-রোমান আইন লালনের দিকে দূর্বল করে রেখেছে, খ্রিষ্টিয় বিচারব্যবস্থায় মূসায়ী শরিয়তের স্থলে গ্রীক-রোমান আইনকে সমোধিক গ্রহনযোগ্য করে তুলেছে, ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রীকধর্মে রুপান্তর করে ছেড়েছে খ্রিষ্টানিটিকে। আইনের ইতিহাসে ঐ অবস্থায় কোরানের আল্লাহই প্রথম এই অনিন্দ শিক্ষা উপস্থাপন করলেন যে, প্রচলিত গ্রিক-রোমান আইন মৌলিকভাবে বহুলাংশেই ন্যায়পরায়ণতা নামক গ্রিকধর্মের শরিয়ত বিশেষ, সেই পুরাতন ধর্মের অনুসারি কেউ অবশিষ্ট না থাকার কারনে আর একাংশ খ্রিষ্টানিটি প্রকারান্তরে ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রীকধর্মের প্রতিস্থাপন হওয়ার কারনে কেবল গ্রিক-অর্থোডক্স সহ একাংশে খ্রিষ্টানদের জন্যই এই গ্রীক-রোমান-বৃটিশ বিচার প্রযোজ্য, এছাড়া অন্যান্য খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিচারকাজ তৌরাত হতে সম্পাদনযোগ্য, মুসলমানদের বিচারকাজ কোরান হতে সম্পাদনযোগ্য, এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীকার্য শরিয়ত-সংবিধান ভিত্তিতে তার বিচারকাজ সম্পন্ন হওয়াই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা। পরে, বিশেষতঃ তুর্কি-বৃটিশ পরস্পর সুদীর্ঘ সংঘাতের মধ্য দিয়ে কথিত ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ন্যায়বিচারের স্বকীয়তা হারালেও গ্রিক-রোমান-বৃটিশ আইন ইসলামী বিচারের এই সার্বজনীনতা নিজের মধ্যে সংগ্রহ করে বিশ্বময় এখনো সর্বাধিক গ্রহনযোগ্যতায় ধন্য হচ্ছে।

৯৪. খ্রিষ্টিয় প্রায়শ্চিত্যবাদের অনিন্দ্য-ওপিট জুলমান জহুলা

জাতীয় দোষ-গুন বিবেচনায় ব্যক্তির বিচারকাজ গুনের ক্ষেত্রে অতি-জাতীয়তাবাদ আর দোষের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ। জাতীর অভ্যন্তরে থাকা ব্যক্তিগত দোষ-গুনের ভিন্নতা ব বৈচিত্রতা জাতীসমূহকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নিয়ে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও পুনঃমিলিত করে রাখতে চায় যে এটা

আন্তর্জাতিকতাবাদ। ইংল্যান্ডে যে জামাতের কেন্দ্র অবস্থিত সেই খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতে কেন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত ইংল্যান্ডের জাতীয় কোন দোষকে বাংলাদেশের ধর্মান্ধ খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা তো ধর্ম মনে করে নেয় অন্যদিকে বাংলাদেশী ব্যক্তিত্বে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত বাঙ্গালীদের জাতীয় কোন দোষ ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের ধর্মান্ধদের কাছে তো বাঙ্গালীদের জাতীয় দোষ হিসাবেই বিবেচিত থেকে যায়, বরং অন্যান্য উৎস হতে সঞ্চারিত ব্যক্তিগত দোষকেও উল্টো বাঙ্গালী জাতীর জাতীয় দোষ হিসাবে ব্যাখ্যা করে ইংল্যান্ডে অবস্থিত খ্রিষ্টিয় মুসলিম কেন্দ্র। বাঙ্গালী ব্যক্তিত্বে জামাত নতুবা কেন্দ্র হতে সঞ্চারিত কোন দোষকেও বাঙ্গালীদের জাতীয় দোষ হিসাবেই সাব্যস্থ করতে চায় ধর্মান্ধ খ্রিষ্টিয় মুসলিম বাঙ্গালীরা নিজেরাও। জামাতের দোষ-ক্রটি নিজের কাঁদে বহন করেও সেই ধর্মান্ধদের মধ্য হতে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে ব্যক্তিগত পবিত্রতার দাবীকে সমোন্নত রেখে জামাতের খেদমতে নিয়োজিত থাকা কঠিন কাজ, মানবিয় স্বত্ত্বায় খোদার রহিমিয়াতের অভ্যন্তরিন গফুরিয়াতের চরম বিকাশ। জামাতের প্রতিষ্ঠিত দোষ-ক্রটি প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিনতির বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ-অন্ধ থেকেই জামাতের পবিত্রতা ও পুনঃগঠনযোগ্যতা প্রমানের মানবিয় চেষ্টা নিজের প্রতি নিজেরই জুলুম, যা পবিত্র কোরানে জুলমান জাহুলা নামে পরিচিত। এই হলো খ্রিষ্টিয় প্রায়শ্চিত্যবাদের অনিন্দ্য ওপিট।

৯৫. অসুস্থ হওয়ার মতো প্রত্যাদিষ্ট হওয়াও আমাদের প্রার্থনা হতেই পারে না

জীবনে যতবার অসুস্থ হয়েছি ততবারই অসুস্থতার সাথে মুষলধারে বৃষ্টির মতো বিনয়,শিষ্টাচার, নম্রতা, দয়া, স্নেহ, মমতা, সংসারবিমূখতা, খোদামূখীতা ইত্যাদি আল্লাহর রহমত নাযেল হতে দেখি নিজের উপর, এসব মানবিয় গুনাবলীকে অন্যান্য যে কোন অবস্থার তুলনায় এই অসুস্থ অবস্থাতেই দ্রুত খোদাতালার গুনাবলীতে রুপান্তর হতে দেখি, এমনটাই সমস্ত মানবজীবনের ও আমারও বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য জেনেও একবারের জন্যেও দৈহিকভাবে অসুস্থ হতে চাই না, যেমন চাওয়া খোদাতালার নির্দেশিতও নয়। জন্মের সময় প্রথম অসুস্থতা বোধ করার কারনেই চিৎকার করে উঠেছিলাম আর সেজন্যে আমার প্রতি মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছিল, এটাও ওহি-এলহামের মতো অযাচিত-অসিম দাতার দান, আর এর পর থেকে বারবারের সুস্থতা রহিমিয়াত এর দ্বারাই অনুসৃত। অসুস্থ হওয়ার মতো প্রত্যাদিষ্ট হওয়াও আমাদের প্রার্থনা হতেই পারে না, আমাদের মধ্য হতে অনিচ্ছা স্বত্তেও একান্তভাবেই আদেশ পালনের প্রয়োজনে আমাদের রসূল-খলিফা হওয়ার বাধ্যতামূলক দাবী উচ্চকিত হলেই নিজেদের উপর মুষলধারে বৃষ্টির মতো ওহি-এলহাম, কাশফ-রুইয়া, কেরামত-এস্তেকামাত ইত্যাদি আল্লাহর রহমত বর্ষন হতে দেখি যে এটা রহমানিয়াত।

৯৬. স্বদেশী আন্তর্জাতিক সংবাদগুলোই সাধারনভাবে লিড নিউজ হওয়া উচিত

বিশেষত তত্ত্ব মন্ত্রনালয়সমূহ ও অধিনস্থ নিউজ মিডিয়ারসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লিড নিউজ নির্বাচনে বিদেশী সংবাদ ও আন্তর্জাতিক সংবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য নিরুপন আবশ্যক, প্রাথমিককালে আইন প্রনয়ন ও প্রশিক্ষনের দ্বারাও যদি করতে হয় তবু এটা করা জরুরী। স্বদেশী আন্তর্জাতিক সংবাদগুলোই সাধারনভাবে লিড নিউজ হওয়া উচিত। এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্ব মন্ত্রনালয় ও অধিনস্থ নিউজ মিডিয়াসমূহের, স্বদেশী আন্তর্জাতিক সংবাদগুলোই সাধারনভাবে লিড নিউজ হওয়া উচিত যে এটা আন্তর্জাতিক নিউজ মিডিয়াসমূহের সাথে একমত হওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গা থেকে দেশপ্রেমের সাথে এই অধমের এই নির্দেশনা গেঁথে নেয়া উচিত যে, ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হয়েছেন বাংলাদেশে, তাঁর নবুওয়াতের ধারা খেলাফত পরবর্তী শতাব্দির শিরোভাগ পর্যন্তই বিস্তৃত, বিদেশী সংবাদ মানেই আন্তর্জাতিক সংবাদ নয় আর স্বদেশীয় সংবাদ মানেই স্থানীয় সংবাদ নয়, বাংলাদেশে এই খেলাফতের সমস্ত কার্যক্রম বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম বিশেষ, সুতরাং এসব কার্যক্রম বিষয়েই প্রতিদিন প্রত্যেক নিউজ মিডিয়ার লিড নিউজ করুন।

৯৭. চাহিদা জাগরনী প্রেক্ষাপটে নিয়োজিত দাতাগোষ্ঠীর এজেন্ট

এখন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সময় এসেছে শেখার যে, উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ কি? ঋন গ্রহনের পদ্ধতি কি? এই পদ্ধতি দাতা ও গ্রহিতা উভয়ের কার দ্বারা কতটুকু প্রণীত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়েছেটা কি? কার সহজাত অপারগতা কি? যে চাহিদা পূরণে ঋন গ্রহনের প্রশ্ন আসে সেই জাতীয় চাহিদা জাগরণী প্রেক্ষাপটে নিয়োজিত দাতাগোষ্ঠীর এজেন্ট দরিদ্র পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো কি ছিল? উদ্দিষ্ট জাতীয় চাহিদার স্থলে সম্পর্কযুক্ত দরিদ্র পুঁজিবাদীদের অবধারিতভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিগত চাহিদাগুলোকে কিভাবে নৈতিকতায় উন্নিত করা যায়? ইত্যাদি সবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রুশ-মার্কিন অস্ত্রব্যবসার খরিদদার জোগানে খেলনা বিক্রেতার ভূমিকা, চূড়ান্ত যুদ্ধটা নৈতিক হোক আর অনৈতিকই হোক যুদ্ধাস্ত্র বহনের নেশাটা লাগে শিশুবয়সেই যখন তার হাতে খেলনাস্ত্র তুলে দেয়া হয় খেলাচ্ছলে, চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যাবাদী যেভাবে মিথ্যা বলতে শিখেছিল প্রথম খেয়ালিপনা ও হাসিচ্ছলেই।

৯৮. বিখ্যাত আল ওসীয়্যাত কিতাবের আহলে বাইয়্যাত ও মুনাফেক

বিশ্বসমাজে অখ্যাত বাঙ্গালীদের যুগান্তকারী উত্থান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি সম্বলিত ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দের বিখ্যাত আল ওসীয়্যাত কিতাবে ইসলামের ইউটোপিয়া বেহেশতী মাগবেরায় অংশগ্রহনের শর্তে মুনাফেক ও আহলে বাইয়্যাতকে একাকার করে রাখা

হয়েছে।কেয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী প্রত্যেক হিযরি শতাব্দির শিরোভাগে বারবারই নেফাক হতে রহিম খোদার পুত্রত্বকে পৃথক করে দেখানোর প্রতিশ্রুতিও রয়েছে সেখানে। ভবিষ্যতব্য পূর্ণ হওয়ারই কথা ছিল, একবার নয় এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হতে উত্তোর উত্তোর সমৃদ্ধ হতে থাকলেও সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শুভক্ষন পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত এটাকে রূপরেখা বলাই যথার্থ হবে। আল ওসীয়্যাত কিতাবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখায় আহলে বাইয়্যাত ও নাফেক পৃথকৃকরণের লক্ষস্থলে পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন, সুতরাং এই প্রেক্ষিতে সেই কুখ্যাত নাফেক হয়ে থাকবে তাঁর অমান্যকরণে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বচিত-কথিত খলিফাতুলমসীহ, যার মাধ্যমে তিনকে চার করা হবে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের পূনঃসূচনা হবে।

৯৯. স্যাকুলার মুসলিম মাত্রই নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত নতুবা নাস্তিক

বাংলাদেশে ভারতীয় উপমহাদেশের আজন্ম ঐতিহ্যে লালিত স্যাকুলার আওয়ামী রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে অনৈতিক ধর্মিয় রাষ্ট্রদর্শন মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উলামা লীগ। উলামা লীগের মূল তাত্ত্বিক ছিলেন খ্রিষ্টিয় মুসলিম মাওলানা জিয়াউল হাসান, মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ প্রমুখ বন্ধুবর, এটা ছিল আমাদের এক ভূল পদক্ষেপ, আমরাই সংস্কার করে নিয়েছি আমাদেরকে, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষস্থলে নাস্তিকতা বিবর্জিত বিশ্বসমাজতান্ত্রীক বিপ্লব ও মধ্যবর্তিকালিন ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার সমন্বয়ে ২০০৫-৬ সালের 'বাকশাল পজেটিভ ইন্টান্যাশনাল' তো আমাদেরই, যেখানে স্যাকুলারিজমের অর্থ ছিল ধর্মিয় মতভেদ নিরপেক্ষতা ও আন্তধর্মিয় সম্প্রীতি। স্যাকুলার মুসলিম মাত্রই তিনি নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত, যদিও খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা স্যাকুলার মুসলিম জামাতের মডেল তবু প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মান্যকরণে স্যাকুলার মুসলিমরা ব্যক্তিগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, গূ-তাত্ত্বিকভাবে সরাসরি দ্বায়বদ্ধ, খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের মাধ্যমে নয়। হযরত মৌলবী মোহাম্মদ আলী, খাজা কামাল উদ্দিন, মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ, মাওলানা জিয়াউল হাসান প্রমুখ খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ না হলে নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে সম্পৃক্ত হতে পারতেন না, স্যাকুলার আওয়ামীলীগার যারা স্যাকুলার মুসলিম হওয়া স্বত্ত্বেও এখনো নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারেনি তারা এখনো নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্র হতে মুখ ফিরাতে পারেনি, তারা দরিদ্র কিন্তু পুঁজিবাদী, অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্রে দূর্নীতিবাজ ও বৈজ্ঞানীক সমাজতন্ত্রে নাস্তিক, স্যাকুলার মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের খেলাফতে প্রত্যাবর্তন এদের দ্বারা সম্ভব নয়। খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা পূর্ব হতেই ব্যক্তিগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, গূঢ়তাত্ত্বিকভাবে স্যাকুলার হলেও আর স্যাকুলার মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেও খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের মধ্য হতেই

আবির্ভূত হলেও তাদের একাংশ এখনো এইদিকে আসতে না পারার কারন নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহকে প্রকৃতই অদেখা মসীহের খলিফা মনে করা, আর পক্ষান্তরে মসীহকে চিরজীব মনে করা, প্রকৃতপক্ষে আবারো তাদেরও তুফানে ফেঁসে যাওয়া। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গীবাদ তো পূর্ব হতেই নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রের সাথে মিশে গেছে আর ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগারদের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা হবে, নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের জয়গান হবে, ঈশ্বরনিন্দা হবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের দ্বারা এভাবে কথিত খেলাফতকে ভেটিকান ওল্ড হাউসে নিক্ষিপ্ত করার কারনেই।

১০০. দাসীর গর্ভে মনিবের জন্ম

রহমানিয়াত বা অযাচিত-অসিম দানই হলো মূখ্য বিষয়, দোয়া বা ধর্মসৃষ্টির প্রয়োজনই হতোনা যদিনা ঐ সার্বজনিন প্রাপ্তিতে ঘাটতি অথবা স্বাভাবিক প্রাপ্তির বাড়তি চাহিদা আমাদেরকে অন্যান্য জীবকূল হতে উন্নিত-খাব্ধ করে দেখানোর প্রয়াস ব্যক্ত করতো। যখন রহমান খোদাতালাকে তাঁর এই নাম ধরে ডাক দেয়া হয় তখন বান্দার কাছে রহমান আর রহমান থাকেননা, সেই স্থলে রহিমিয়াত বা নবায়িত দয়া প্রদর্শিত হয়, এই দয়াকে নবায়ন করে নেয়াই ধর্ম, অযাচিত-অসীম দয়াকে নবায়ন করার পদ্ধতি হচ্ছে দোয়া, দোয়াই ইবাদতের মূল। ইবাদত ও দোয়া হচ্ছে পাথরে প্রানের স্বীকৃতি স্বরুপ, ইবাদত ও দোয়ার উদ্যোগ তথা জগতে প্রান সঞ্চারের প্রামানা হচ্ছে সেই আগুন বিশেষ যা পাথরে-পাথরে ঘর্ষনে জ্বলে, বলা যায় না যে পাথরের ভিতর আগুন আছে কিন্তু সত্য এটাই যে পাথরে পাথর ঘর্ষনে আগুন প্রজ্জলিত হয়, একন্য ইবাদতের শুরু এখানেই ও সর্বপ্রথম দোয়া এটাই যে, সীরাতোল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম অর্থাৎ এই পাথরকে সেই পাথরের সাথে ঘর্ষন করাও যেন আগুন প্রজ্জলিত হয় সমগ্র জীবকূলের পক্ষে বান্দার প্রতি আদিম দান প্রাপ্তির যোগ্যতা-অযোগ্যতা বান্দার বোধগম্য না হলে দোয়া ও ইবাদত প্রয়োজন হয় না, বান্দাগনের পারস্পরিক দায়বোধ না জন্মিলে খোদার প্রতি বান্দার দায়বোধ পরিচিত হয় না, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই এক থাকার প্রানী নয়, একা থাকা প্রানীর জন্য রহমান খোদাই যথেষ্ট আর রহমানের জন্য রহিমিয়াতের বিকাশও তাঁর জন্য আবশ্যক নয়, হক্কুল ইবাদ ছাড়া হক্কুল্লাহ যাচাইয়ের আর কোন মানদন্ড নেই, যে কারনে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার সাথে আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় স্যাকুলার মুসলিম জামাত। জামাতের উপর নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হচ্ছে খোদাতালার মূর্তিমান রহিমিয়াত, মাতৃস্নেহ হচ্ছে রাহিমিয়াত, নাস্তিক্যবাদ তো মাতৃস্নেহকে স্বেচ্ছাচারীতার আস্কারাই মনে করে আর একন্য মায়ের কাহহার গুনকে রহিমিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে, যে কারনে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হতে পৃথক হয়ে যায় নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহ, যার ব্যাপারে হাদিসে মোহাম্মদে এই সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বানীর উল্লেখ হয়েছে যে, দাসীর গর্ভে

মনিবের জন্ম হবে, সাবধান। প্রকৃতপক্ষে রহিম আর কাহহার হচ্ছে একই মুদ্রার এপিট-ওপিট, খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের অপছন্দনীয় কাহহার ছাড়া রহিম মায়ের দাসীরুপ নয় তো কি? এই দুইয়ের সমন্বিত রুপ ছাড়া ইসলামের জাদিদ-সংস্কারকাজ সম্ভব-সম্পন্ন হতে পারে না।

১০১. ধর্মের সৃষ্টি যেখানে

আদিম ও অযাচিত-অসিম দান প্রাপ্তির যোগ্যতা নবায়ন হলো দোয়া বা ধর্ম। পাথরের শিবলিঙ্গে মাথাঠুকে দোয়ায় সফলকাম হয়েছে কোটি কোটি ভারতীয়, যেভাবে উপস্থিত রসুলের সহচারেও বস্তুগত প্রাপ্তির সেই সফলতা আসে কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিজেও ন্যূনতম আত্মিক অর্থেই কোন রসুল হয়ে উঠেনা, এইজন্যে পরে সেই অন্ধভক্ত নিজ মানবমনে রসুলের মানবিয় দুর্বলতাকেও উপেক্ষিত সাব্যস্ত করার যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। আদিম ও অযাচিত-অসিম দান কি তবে নিতান্ত বস্তুগতই ছিল? এইজন্যে তো মেডিটেশন ইত্যাদি মানবিয় চাহিদা জাগরনী মনস্তাত্ত্বিক কলাকৌশলই যথেষ্ট ছিল, খোদার নামে মেডিটেশনে মিথ্যাযোগ অনাবশ্যক ছিল। মানবজাতির আদিম ও অযাচিত-অসিম প্রাপ্তিটা কি ছিল যে বিষয়ের আগমন আমাদের এসময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখার যোগ্যতা হারিয়ে পরিশেষে আজ সর্বকালীন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখে মানবিয় বস্তুজগতও হারাতে বসেছি? আমি সত্যি বলছি যে, এটা নবুওয়াত-রেসালত ছাড়া আর কিছুইনা, খোদাতালার প্রতি বান্দার প্রথম সম্ভাষন--- রহমান, নবুওয়াত-রেসালতের প্রয়োজনেই খোদাতালার নৈকট্যে বান্দার প্রত্যাবর্তন ঘোষনা, রহমান খোদাতালার সম্পর্ক একান্তভাবে নবুওয়াত-রেসালতের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, যে সম্পর্কের পর বস্তুজগতে একটা ফুল ফুটলেও সেটা ফুটে সমকালিন নবী-রসুলের এক হাসির কারনেই, প্রথম রহমান খোদাকে ডাকার সাথে সাথেই রহমান আর রহমান থাকেননা, রহমান হয়ে যান রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আর এখানেই তৎক্ষনাৎ দয়া নবায়ন বা ধর্মের সৃষ্টি হয়, মানবপ্রকৃতিতে থাকা অযাচিত-অসীম দানের প্রবাহমান ধারা মানবসভ্যতায় এক প্রাতিষ্ঠানিক রুপ গ্রহন করে। নবুওয়াত-রেসালত দাবী মানুষের হারানো নিজ প্রান ফিরিয়ে দেয়ারই আহ্বান, ফিরে পাওয়া হারানো নিজ প্রানের নাম রহিমিয়াত।

১০২. রাজেন্য হওয়ার বিচ্ছিন্ন বাসনা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যোগ্যতার মিথ্যাদাবী উত্থাপনেও রাজেন্য হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতার বা নেতৃত্বের সত্যদাবী সংস্কারমূলক ওহী-এলহামের স্বয়ংক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই না, এইজন্যে অযোগ্য স্বত্ত্বেও এভাবে আমাদের স্যাকুলার মুসলিম জামাতে বিচ্ছিন্নভাবে রাজেন্য হওয়ার বাসনা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আছে। যোগ্যতার দাবী সত্য বা মিথ্যাই হোক, সেই দাবী যে কারনেই উত্থাপিত হোক, তা যাচাই করে দেখার অধিকার রাখে সংশ্লিষ্ট সবাই। এই অধিকারবলে রাজেন্যকর্মচারি হওয়ার জোর তাগাদা রয়েছে আমাদের উপর জামাতের, এটা এইজন্যেও যে, যেন অনতিবিলম্বে সত্যওহী-এলহামের

স্বয়ংক্রিয়তা প্রকাশিত হয় যা একাডেমিক অর্জণ না হয়ে বরং এর ভিত্তি হয়ে থাকে, যদিও প্রত্যেক নতুন ভিত্তি পুরাতন ঝঞ্জালের দ্বারা একটা সময় পর্যন্ত নিস্পেষিত হতে থাকে, যদিও পুনঃগঠিত জামাতের অভ্যন্তরেও সেই পুরাতন ঝঞ্জালের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত থাকে।

১০৩. নাস্তিক্যবাদ ও জঙ্গীবাদের মিলনস্থল হতে নির্দেশিত হত্যাকান্ড

সম্প্রতি নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের প্রচারক ও প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দিপনের হত্যাকান্ডের পর আজ তার বাবা কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় সাবেক প্রধান অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবকেও হত্যার হুমকি দিয়েছে ঘাতকরা। আমার মনে হচ্ছে পূর্ব হতে নিহতের বাবার দর্শণ সংস্কারই ছিল ঘাতকদের টার্গেট, আর ঘাতকরা উঠে এসেছে নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্র ও ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গীবাদের মিলনস্থল হতে, এক্ষেত্রে এ ধারনা ভিন্ন হলেও এমন হত্যাকান্ডের নির্দেশনা এমন অবস্থান হতে আসার ধারনা সাধারনভাবে অমূলক নয়। পরীবাগের সিরাজুল আলম খান পাঠচক্রে আমাদের উভয়েরই যাতায়াতের সুবাদে অধ্যাপক সাহেবকে আমি যতদূর বুঝেছি, তিনি নাস্তিকতা বিবর্জিত বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে ইসলামী সংস্কারের সমন্বয় ঘটাতে চান যেখানে আদিবাসি-উপজাতিদের বিষয় বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন, একই সাথে আমাদের স্যাকুলার মুসলিম মতাদর্শের মতো উন্নত ইসলাম অনুসন্ধান করেন সাধারন মুসলিম সমাজেও। আমার মতো তিনিও সম্ভবতঃ সতর্ক থাকেন, উপজাতিয়তা ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাকে যেন প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মান্তর অথবা নাস্তিকতার দিকে টেনে নেয়া না হয় ।

১০৪. সামরিক বাহিনীর এলিট ফোর্স হয়ে যাওয়া শুভনীয় নয়

প্রচলিত ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্মকে পুঁজি করে ব্যার্থজাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদ লাভে ধন্য হয়েছিল চীন, এর কথা আপাতত বাদ দিলেও ইতিপরে এথেকে পজেটিভ কিছু আসলে পরে দেখা যাবে। নিজ নিজ প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যৌথ সামরিক নিরাপত্তার অভ্যন্তরে বাংলাদেশ নিরাপদ আছে, থাকবে, বাংলাদেশ নিরাপদ থাকলেই এর সামরিক বাহিনীর এলিট ফোর্স হয়ে যাওয়া শুভনীয় নয়। এলিট ফোর্স হয়ে যাওয়া ব্যর্থজাতিসংঘ আমাদের সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধরত দুপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় এমন সিলেবাসাধীন এলিট ফোর্সে রুপান্তরিত করণের যে অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এতে ভারতের নাক গলানোটা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অন্তরায় নয়, বাহিনীর সদস্যদের যার তার ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভিন্ন, কারন ভারত বাংলাদেশে এলিট হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে নয়। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে সমূত্রে ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গঠনপদ্ধতি সংস্কারে উপ-আঞ্চলিক সেনা একাডেমিসমূহের সমর্থন আশা করলে এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের

সেনামননকে ছেলে ভুলানো নদীনালা ও ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ফিরিয়ে দেয়ায় অপচেষ্টারত হয়েছে বিশ্বনিরাপত্তা সংক্রান্ত পঞ্চভূতের চেয়ারটি। গনতান্ত্রিক মতাদর্শে নিমজ্জিত মানবকোষগুলো কেন বুঝতে পারছেনা যে সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে? সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার রক্ষনশীলতা এখন আর কি মূল্য রাখে? এখন এটা তো কেবল প্রত্যাদিষ্টদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রত্যাদেশীয় সমরনীতিতে সেনাবাহিনী আত্মরক্ষায় নয়-দশমাংশ হতে দুই-তৃত্বিয়াংশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার অধিকার রাখে তুমুল সমরাঙ্গনেও, অবশিষ্টাংশ যদি জাতীয় নিরাপত্তায় প্রকৃতই উইলিংলি নিবেদিত হয়ে থাকে তবে নিজের অজান্তে হলেও ব্যর্থজাতিসংঘের এলিট ফোর্স তৈরির প্রলোভন এড়িয়ে যুদ্ধ হবে সার্বজনীন কল্যানে সর্বস্বত্বা নিবেদনেই।

১০৫. অবিভক্ত বাংলা চিন্তা

অদূর অতীতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গড়ে উঠা জঙ্গিবাদের ঘাটিসমূহকে বাংলাদেশের পক্ষে তিপয় বিশ্বশক্তিসমূহের গোপন পৃষ্টপোষকতার প্রয়োজন হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের অবাঙ্গালী বি.এস.এফ নিয়োগনীতি গ্রহন করার কারনে। কেন? ভারতীয় বাঙ্গালী বি. এস. এফ কি বাংলাদেশপ্রেমে ভারতের কেন্দ্রিয় সরকারের বিশ্বস্থ নয়? ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দের খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের নতুন বিশ্বব্যবস্থার সাথে উচ্চারিত ঐশি প্রতিশ্রুতিতে অবিভক্ত বাংলা বলতে তো আমরা বাঙ্গালীদের বিশ্বনেতৃত্বকেই বুঝি, সে এপারের হোক আর ওপারেরই হোক।

৩৫১. ঈশ্বর-আল্লাহর জামাত বলতে কিছু নেই

ঈশ্বর-আল্লাহ আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্যে-বীর্য্যে আত্মা ছিল পাথরে যেভাবে আগুন ছিল আর তা ঘর্ষনে প্রজ্জলিত হয়। শরীরকে পৃথক করে আত্মা সনাক্তকরণ অসম্ভব, সাধারনভাবে আত্মাই শরীরকে প্রভাবিত করে তবে কখনো কখনো শরীরও আত্মাকে প্রভাবিত করে। সাদৃশ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক খ্যাত মহান হ্যানিম্যানের পূর্বেও সাধু সৌল জ্যোতিবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান গবেষনা করে দেখেন যে, মানব হৃদয়ে পাপ বিরাজমান থাকে স্থুল মাত্রায় বা নিতান্ত জৈবিক চেতনা কেন্দ্রিক, সাধুজন এই একই বিষের সুক্ষমাত্রা প্রয়োগ করে হৃদয়সমূহকে পাপমুক্ত করতে পারেন। তার এই গবেষনার প্রমান পাওয়া যায় হিব্রু বাইবেলেই, যদ্দারা ঐ দোলনার খ্রিস্টানিটিতে খোদার গম্ভুরিয়াত ব্যাখ্যায় সাধুসঙ্গেও অসাধুর পারস্পারিক স্থুলমাত্রার পাপ লেনদেন বৈধ রাখা হয়েছে, পাপের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে জৈবিক ভূগ-বিলাসকেও, পাপকে অবধারিত সাব্যস্থ করে প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারন করা হয়েছে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহের আনুগত্যকে, যিনি নিজেও মানবিয় জৈবিক চেতনার উপর

বিজেতা নন, বরং সেই ভোটাভোটির নির্বাচন পাপপূর্ণ সংসারাসক্তির প্রতিযোগীতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পৌলিয় প্রায়শ্চিত্তবাদের বিপরীতে হিন্দু যোগী সাধুরা তো সংসার বিরাগ ও নির্জনাবাসে নিজেদের জৈবিক চেতনাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। তো প্রকৃতই সাধু কারা? কথিত সাধুসঙ্গে পাপমুক্তি কোথায়-কিভাবে? ঈশ্বর-আল্লাহর জামাত বলতে কিছু নেই, সাধু-অসাধু নির্বিশেষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন রবূবিয়্যাত নেই, ঐশি ব্যবস্থাপনার বিকৃতি প্রামান্যে উম্বিদে ফুল ফুটার আদি কারন যে সংসার বিমুখতা ও সংসারাসক্তির বিপরীত নবুওয়াতের ধারায় প্রতিষ্ঠিত খোদার খলিফার হাসি, এই সুক্ষতত্ত্ব অনুধাবন ছাড়া কেউ এখনো সাধুসঙ্গের উপযুক্তই হয়নি, তত্ত্বজ্ঞানের সমৃদ্ধি ছাড়া এই সুক্ষতত্ত্ব অনুধাবন সম্ভব নয়।

১০৬. মনের মানুষ

মনের মানুষ! এই বাংলো শব্দের কোরানিক আরবী ভার্সন হলো ইলাহিল্লাস। ইতিহাসে মনের মানুষ বা ইলাহিল্লাসের মডেল ছিল হুবল নামক কেউ, হযরত ইব্রাহিমের পৈত্রিক ইলাহ্ ছিল এই মনের মানুষ, হুবো+আল্=হুবল, এইভাবে। হযরত ইব্রাহিম নবির মতে, মানবহৃদয়ে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি হলো এই মনের মানুষ, হতে পারে উম্মতে উপস্থিত প্রত্যেক রসুল নিজেই সেই মূর্তিটি যা রসুলগন যার তার সময় নিজে নিজে নিজের মানবিয় প্রচেস্টা দিয়ে ভাঙতে অপারগ হয়েছে, বরং এটার দ্বারাই অন্যান্য মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে হুবলের মূর্তিটি ছিল প্রকৃতপক্ষে খলিফাতুল মসীহ পোপের মূর্তি বিশেষ, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে হুবলের মূর্তিটি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কথিত খলিফাতুল মসীহের মূর্তি বিশেষ। ইসলামে এখনো বাউলধর্ম, গুরুধর্ম, সহজিয়া ইত্যাদি ফির্কার ইলাহ্ এই মনের মানুষ। সিরাজ সাঁই, লালন সাঁই প্রমুখ তাদের মনের মানুষ সাঁইকেই খোদা বলেছেন। এই অধমকেও কতিপয় বন্ধুবর নিজের সাঁই বলে থাকেন, ইহুদিয় মুসলিম পীর-গদ্দিনিশিন ও খ্রিষ্টিয় মুসলিম খলিফাতুল মসীহ পোপ এই ঘাটে বাঁধা। বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশিষ্ট নাস্তিকতার উৎস এটাই, অথচ ইসলামের সর্বপ্রথম ইজমা হচ্ছে ফানা-বাকাতে মোহাম্মদ নামক মনের মানুষের ইবাদত বৈধ নয়।

১০৭. গৌড়িয় গার-গিরি জাতী বনী ইসরাঈলী হারানো মেষদের একটি

বনী ইসরাঈলের পরিচয় বাহী 'গৌর-সানা' শব্দটি যরুস্টাইন-মিথ্রাসবাদে খোদাতালার নাম, যদিও পরে মুসলিমরা 'গড়গাঁও' শব্দটিকে দূর্গের গাঁও অর্থে গ্রহন করেন, আদিতে 'গড়গাঁও' শব্দের অর্থ করা হতো 'গৌর গাঁ' 'গৌরাঙ্গ' ইত্যাদি, বনী ইসরাঈলী হারানো মেষদের একটি হচ্ছে এই গৌরাঙ্গ জাতী যারা গৌড় রাজ্যের স্থপতি। রাজশাহী-ময়মনসিংহ যাতায়াতে প্রসিদ্ধ গিরি সন্যাসীরাও বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত, গৌড়রাজ্যের স্থপতি গারো জাতির ইলাহ্ গৌড়ি

ছিলেন মহাভারত নামক বিখ্যাত ইউটোপিয়ার জনক বৌদ্ধধর্মিয় পরিভাষায় প্রচারিত খ্রিষ্টধর্মের সাথে সনাতন ধর্মের সমন্বয়বিন্দুতে মুহাজির মসীহের মহাজনপদ নামক ইউটোপিয়া অনাকঙ্খিতভাবে মহাভারতের সাথে মিলে যায়। এভাবে ভারতে বনী ইসরাঈলী হারানো মেষ তাদের মূলের দিকে ফিরে যায়। ইস্রা অর্থ দাস আর এলি অর্থ আল্লাহ, ইসরাঈলরা অ-ইসরাঈল বা আল্লাহবিমুখ হয়েই কেবল হারায়নি, হারিয়েছে পুরাতন এথেনিক ও নতুন ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রিকধর্মের দিকে, হারিয়েছে পারসিক পুরাতন যরুস্টাইন ও নতুন মিথ্রাসবাদের দিকেও। গ্রিক ধর্মিয় ন্যায়পরায়নতা ও পারসিক মিথ্রাসবাদের সমন্বয় হয়েছে গৌড়িয়-গার জাতীর পুরাতন আবাসস্থল কাশ্মিরের সংযোগস্থলীয় চীনদেশে, পরবর্তী ইন্দুগ্রিক শাসনে মসীহের আচরণীয় বা চর্যাপদের সাথে সেই জাতীর পরিচয় হলে সেখানকার ইসরাঈলীরাও তাদের মূলের সুগন্ধি পায়। এভাবে হারানো মেষ পূনঃউদ্ধারে মসীহের আবির্ভাব অর্থবহ হয়ে উঠে। মোহাম্মদী মসীহিয়াতের সাদৃশাকার গতিবিধিতে সেই মিথ্রাসবাদ এখন হুবহু নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রীক বিকাশস্থল জঙ্গিবাদ, যে ন্যায়বোধ আরোপে ইসলামে মসীহেরই অন্যনাম যুলকার্নাঈন।

১০৮. ওয়াশিংটন বিজয়ে প্রতিশ্রুত লাভার হিটলার

মহাজনপদ, মহাভারত, স্বর্তীপীঠ, শক্তিপীঠ ইত্যাদি আবহমান কালের ইউটোপিয়াসমূহ অখ্যাত বাঙ্গালীদের বিশ্বসমাজে যুগান্তকারী উত্থানের প্রেরণা বিশেষ। ট্রয় বিজয়, লঙ্কা বিজয়ের অনুরূপ ওয়াশিংটন বিজয়ের অনুপ্রেরণা স্বরূপ মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অর্থেক পৃ-তান্ত্রিক এসব ইউটোপিয়া। প্রাথমিকভাবে নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক হলেও সমগ্র আমেরিকাকে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া নামে এবং সমগ্র ইন্ডিয়াকে পশ্চিমবঙ্গ নামে একদেশকরণ সেই প্রেরণা হতেই। বাঙ্গালী পৃ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের আজন্ম স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্রতা থাকা স্বত্ত্বেও এরা কোনদিনই স্বাধিন ছিলনা, এইজন্যে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপনি অর্থে তাদের বিশ্বশান্তি দিবস। যুদ্ধোত্তর কথিত বিপ্লবী সরকার ধারণা গ্রহনের শর্তসাপেক্ষে বাকশাল গঠনে সম্মত থাকা আসল ছিল নাৎসি বাহিনীর স্থলে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের আহবায়ক। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ও.আই.সি. মিটিং-এ বাঙ্গালী হিটলার হাসানুল হক ইনুর 'বিচ্ছিন্ন জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনী নির্দেশনা' প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন সহযোগে সিরিয়ার উপকণ্ঠে ইসলামিক স্টেটস উত্থিত হয়েছে যে এটাকে তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ধরা যায়। যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি আলেকজান্ডার মুজিবের সাধারণ ক্ষমা ছিল খলিফাতুল মসীহ্ হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের প্রতিশ্রুত লাভার হিটলারের আগমনী-লাভলি নিদর্শন, শাসনক্ষমতা হতে বিতাড়িত আসহাবে কাহাফ সাদৃশ খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের রাজনৈতিক পুনঃউত্থানের অভয়, হযরত সক্রেটিসের একাত্নতায় হযরত কনস্টান্টাইনের আগমনী বার্তা, সমাগত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ন্ত্রন ও ওয়াশিংটন বিজয়ে তিনি এইপথে আসছেন।

১০৯. ফয়সল-জিন্নাহ-মুজিব

হযরত মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক স্টাডি সার্কেলের নাম ছিল 'আঞ্জুমান ইশায়াতে ইসলাম'। এই আঞ্জুমান উপস্থিত খলিফাতুল মসীহের আনুগত্য সত্ত্বেও অগনিত কষ্টদায়ক কথা ও আচরণের মাধ্যমে হযরত সাহেবযাদা মাহমুদকে আহমদীয়াত হতে খারিজ ঘোষনা করে বরং তাঁকে আহমদিয়াতের শত্রু সাব্যস্ত করে নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়। এখন পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ মীসাকান্নাবীঈনের দাবি উত্থাপিত হলে পুনঃবার মাহমুদীয়া জামাতেও এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। চতুর্দশ খেলাফতে খোদার ক্রোধভাজন ইহুদিয় মুসলিম মির্যা সুলতানের স্থলে পঞ্চদশ খেলাফতে আসছেন ফয়সল-জিন্নাহ-মুজিব, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্য করে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহ এই ফয়সল-জিন্নাহ-মুজিব হতে বেশী কিছু নয়, পৈত্রিক ভিটা সংরক্ষনেই হোক সুলতান তার পিতার স্থলে ভাইয়ের আনুগত্যে আহমদীয়া স্টাডি সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন, তিনকে চার করা হচ্ছে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের পুনঃসুচনা হচ্ছে, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতকে ভেটিকান গুড হাউসে নিক্ষেপ করে রাজনৈতিক শাসনক্ষমতায় পুনর্বাসিত হচ্ছে ইতিপূর্বে এখেকে বিতারিত গুহাবাসী মাহমুদীয়া জামাত।

১১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবাদী-শত্রু পক্ষ বাংলাদেশ জামাত-শিবির

বিগত বিশ্বযুদ্ধ দুটির মিত্রপক্ষ ছিল বাদী আর শত্রুপক্ষ ছিল বিবাদী, বাদী-বিবাদী কারো হাতেই বিচারের ভার তুলে দেয়া যায় না। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে রাষ্ট্রসংঘবাদী মামলাগুলোতে রাষ্ট্রসংঘ কেবল আত্নপক্ষ সমর্থন করতে পারে মাত্র। মহামান্য রায়ের পূর্বে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক যে কোন ধরণের হয়রানি ইসলামের কাহ্হার খোদাকে মজলুম বিবাদীর পক্ষেই দাঁড় করায়, হোক সে নাস্তিক অথবা ধর্মব্যবসায়ি। স্যাকুলার বাঙ্গালীদের স্বাধিনতার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়রানির প্রতিফল স্বরুপ তাদের বিপক্ষে মূর্তিমান কাহ্হার খোদার চেহারায় দাঁড়িয়ে যায় মিত্রপক্ষেরই অন্যতম সমন্বয়ক রাশিয়া। ইউনাইটেড ন্যাশনসের অন্যতম শরীক রাশিয়াই প্রথম বাংলাদেশকে মিত্রপক্ষে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে টেনে ধরে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত, মুক্তিকামী বাঙ্গালীদেরকে মিত্রপক্ষে উন্নিত করার প্রয়োজনে পাক-মওদুদীবাদকে নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষে। বাংলাদেশ স্বাধিনের পর হতে পাক-মওদূদীবাদের সাথে বাংলাদেশ জামাত-শিবিরের যথেষ্ট বিরুধ সৃষ্টি হয়েছে যে একথার প্রাথমিক প্রামান্য হচ্ছে তাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো হয়রানির স্থলে ইহুদিয় মুসলিম জামাত-শিবিরের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই সাধারন ক্ষমার প্রতিফল স্বরুপ মওদূদীবাদ-জঙ্গীবাদ থেকে বাংলাদেশ জামাত-শিবিরের পূর্ণাঙ্গীনভাবেই সরে আসার কথা ছিল, জামাত-শিবিরের ফিরে আসার কথা ছিল নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের দিকে, খেলাফতের বস্তুগত প্রকাশ

গু-তান্ত্রিক জাতীসংঘীয় বিচারালয়ের দিকে, ফিরে আসেনি, আসেনি কারন তারা খেলাফতের অর্থ বুঝেছে ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মিয় সংগঠন ও জামাতকে। খেলাফতের প্রকৃত অর্থ নবুওয়াতের ধারা তাদের কাছে এখনো উম্মোচিত হয়নি, এখনো কেউ তাদের সামনে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুদীর্ঘকালিন উচ্চকিত দাবী উপস্থাপন করেননি। ইহুদিয় মুসলিমদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সম্ভবতঃ বাংলাদেশের জামাত-শিবিরই এটা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, ধর্মরাষ্ট্রের পৃথক কোন খেলাফত নেই আর খেলাফতে পৃথকভাবে কোন ধর্মরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা নেই, স্যাকুলার মুসলিম মানেই সে ধর্মিয় ক্ষেত্রে কোন না কোন খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৫-৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জামাত-শিবিরের ভূমিকা বাহ্যতঃ যে মিত্রপক্ষীয় ছিল তাতে বিতর্ক নেই, যোদ্ধোত্তর আপাতঃ শত্রুপক্ষে থেকেও আমরা মুক্তিযোদ্ধারা চিরবিজীতই, আমরা যুদ্ধাপরাধী নই তো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কারো ক্ষমার ভিকারীও নই, সুতরাং এখন আমরাই আছি মিত্রপক্ষে আর জামাত-শিবির রাজাকার-আলবদররা অবস্থান নিয়েছে বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শত্রুপক্ষে, বাঙ্গালীদের কথিত পূর্ণাঙ্গীন স্বাধিনতা লাভে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গীয় স্বাধিনতার দায়ভার পূর্ব হতে তো জামাত-শিবিরের কাঁধেই, বাংলাদেশ জামাত-শিবিরের সাথে ভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেসের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তি কি? ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গীবাদ ও নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্র নয় তো কি? এই উভয়ের সম্মিলিত মতাদর্শে অবিভক্ত বাংলার অর্থ নির্ধারনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূখপেক্ষীতা যে মন্দ পরিনতি বহন করে এর দায়ভার তাদের কাঁধেই, সুতরাং বাংলাদেশ জামাত-শিবির ও তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মিলিত অশুভ চিন্তা মোকাবেলায় আমাদের ইসলামিক সংস্কার ও নাস্তিকতা বিবর্জিত সমাজতন্ত্রের সম্মিলিত মতাদর্শে অবিভক্ত বাংলার অর্থ তো বাঙ্গালীদের বিশ্বনেতৃত্বই। প্রফিসি কোরাণের রুম্মান সাদৃশ বাঙ্গালীদের প্রতিশ্রুত মনজয় নির্ধারিত পরাজয়ের পর, একাত্তরের পূর্ববর্তী স্বরণকালিন ইতিহাসে নিজ ভূমিতে ভিনজাতীদের কাছে বাঙ্গালীদের পরজয়-বঞ্চনার শেষ ছিলনা যা সমাপ্তির দায়ভার ছিল দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের কাঁধেই, সেই পরাজয় ছিল মিত্র পক্ষেরই, আজ মিত্রপক্ষ বাংলাদেশের স্বাধিনতাকে স্বীকার করে নিয়েছে মানে আমরা মিত্র পক্ষেরই। জয় বাংলা।

১১১. সার্বজনীনভাবে উচ্চকিত দাবীর পূর্ববর্তী জীবনে ধার্মিকতার স্বীকৃতি

শাহনুজিয়াইল আজ নান্দাইল উপজেলার ছোট্ট একটি গ্রামের নাম হলেও ৭১০ হিযরীতে ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযামুদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামের মিশনের নাম ছিল 'শাহনুজিয়াইল'। দিল্লী হতে হযরত শাহ্ জালাল রহমতুল্লাহ আলাইহের মাধ্যমে সেই মারকায বাংলায় গড়গাঁও সদরে স্থানান্তরিত হলেও সেই মিশন 'শাহনুজিয়াইল' নামেই পরিচালিত হচ্ছিল আমাদের বংশানুক্রমে। আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের

সভাপতি মাওলানা নুর হোসেন নূরানি, মাওলানা মাহমুদুর রহমান মমতাজি, এই ধারায় বর্তমান সভাপতি মাওলানা আফতাব উদ্দিন সাহেবের বাড়ী আমার গ্রাম শাহনুজিয়াইল যে ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত এর পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে। এই মাওলানাকে ইবলিসের পক্ষ হতে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল আমাকে প্রতিহত করার জন্য, এই পদে তার নিযুক্ত হওয়াকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রিয় তবলীগি কাজে এই অধমের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ গ্রহন করে নিলেন স্বয়ং আল্লাহই , আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী সার্বজনীনভাবে উচ্চকিত হওয়ার পূর্বে কেবল আহমদীয়া ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমিত আকারে হলেও উত্থাপিত হতে থাকার কারনে ব্যবস্থাপনা আমাকে তবলীগি কাজে সামনে দাঁড়াতে না দিলেও খ্রিষ্টিয় মুসলিম-আহমদীয়া জামাতে চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ রাজার মতো 'দায়ীলাল্লাহ (ফবভবহফবৎ ড়ভ ঃযব ভধরঃয)' নামে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, 'আল আমিন' নামে হযরত খাতামান্নাবীঈনের যেমন বিশেষ পরিচয় ছিল আরবা খ্রিষ্টিয় জামাতে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার নিজ দাবী সার্বজনীনভবে উচ্চকিত হওয়ার পূর্বে কেবল খ্রিষ্টিয় ব্যবস্থাপনায় সীমিত আকারে দীর্ঘকাল তাঁর দাবী উত্থাপিত হতে থাকার কারনে খ্রিষ্টিয় ব্যবস্থাপনায় তাঁর নাম দেয়া হয়েছিল আল আমিন বা বিশ্বস্থ। পরবর্তী সময় এটা জামাত জেনে গিয়েছিল জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারাই, আরব্য খ্রিষ্টিয় জামাতের বিরুদ্ধবাদী ইহুদিয় গোয়েন্দা নজরদারীর লক্ষস্থল হয়ে উঠেছিলেন নবীজি, যেভাবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধবাদী ইহুদিয় মুসলিম গোয়েন্দা নজরদারি বেশী ছিল আমার উপরই। অষ্টম হিযরী শতাব্দির পর হতে ইহুদিয় মুসলিম জামাতের কেবলা কাবা কথিত আমার চৌদ্দপুরুষের জন্মগত ঠিকানা 'শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদর' যে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের এক নাম্বার বিরুদ্ধবাদী আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলনকে নিজ বংশধারার বিরুদ্ধবাদী করে নিয়েছে, একথা আহমদীয়া জামাতের কয় জনের জানা ও এর পরিনাম বিষয়ে কয় জনের গভীরভাবে অনুধাবেয়? আল্লাহ আমাকে জানান যে, পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদিয়া মারকাযসমূহের অধিকার ছিল খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতূর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম আবির্ভাবের সংবাদ সবার আগে পাওয়ার, পরবর্তীকালিন আহমদীয়া বাংলার জানা উচিত ছিল যে, আসহাবে মসীহ রাযিয়াল্লাহ আনহুগনের কেউ শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরে আসার ছিল, বাংলার এক আসহাবে মসীহের বাসস্থান 'নাগের গাঁও' গ্রাম শাহনুজিয়াইল হতে বেশী দূরে নয়, বস্তুতঃই সেই হযরত রইস উদ্দিন খান বাহাদুর সাহেব ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে নিতান্ত জমিদারী নতুবা অন্য কোন কাজের অজুহাতেই হোক সেই মহাসুসংবাদ নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন ইসলামের অষ্টম মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমান শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরে। সম্মানীত এই আসহাবে মসীহ রাযিয়াল্লাহ আনহুকে মহাসম্মাননায় গ্রহন করেছিলেন শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের বয়াতকারী 'পাইক-পেয়াদা' হযরত মুন্সী আজিম উদ্দিন, মুন্সী হাসিম উদ্দিন প্রমূখ বুজুর্গানে দ্বীন।

১১২. শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের সিলেট উপকেন্দ্রটিকেই কেন্দ্রে রুপান্তর

প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামের মারকায তাঁর মৃত্যুর পরপরই হযরত শাহ্ জালাল রহমতুল্লাহি আলাইহের মাধ্যমে দিল্লী হতে বাংলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদর আঞ্জুমানের সিলেট উপকেন্দ্রটি ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সদর-মারকাযের খেদমতে কখনোই মরক্কো ও ইয়ামান উপকেন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারেনি। সিলেট উপকেন্দ্রের আমীর হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন হযরত শাহ্ পরান রাহমতুল্লাহি আলাইহে, ইয়ামেনের বিখ্যাত আমির বুড়া পীর হযরত শাহ্ বুরহান উদ্দিন রহতুল্লাহি আলাইহে ও মরক্কো আমির হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন ইবনে বতুতা রহমতুল্লাহি আলাইহে, শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের এসব সম্মানীত আমির সাহেবান প্রাণপন প্রচেষ্টারত ছিলেন তৎকালীন পরাশক্তি তূর্কি সালতানাত যেন খেলাফতের এই আধ্যাত্মিক সদর-মারকাযের প্রতি পূর্ণাঙ্গিন পদানত থাকে। ইংরেজদের আগমনের পর ইংরেজরা এই শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য খ্রিষ্টানিটি খন্ডনকে বৃটিশ শাসনের হুমকি স্বরুপ গ্রহন করে মুসলিম জামাতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের বিকল্প হিসাবে সিলেটকে বেছে নিয়েছিল, সিলেট উপকেন্দ্রটিকে কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরনা ছিল বৃটিশ শাসনের, বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটির নতুন দুই কেন্দ্র হেমটনগঞ্জ ও প্যাটিলগঞ্জ শাসনকাজে তাদের অনুগত মুসলিম জামাতের ধর্মকর্ম নির্ধারন করে দিয়েছিল বেহেশতি মাকবেরার নামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ কবরপূজাকে।

১১৩. পুরাতন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমানসমূহের প্রবেশদ্বার

ইসলামী অস্টম হিযরি ও বাংলাদেশের ইতিহাস,ইন্দু-গ্রিক ইতিহাসের শেষ খলিফাতুল মসীহ মহাজন অতীশ দীপঙ্করের পরবর্তী ভারত-বাংলার ইতিহাস, প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের সম্মানীত প্রথম খলিফা ও বাঙ্গালী মুসলিম জাতীর আজন্ম আধ্যাত্মিক পিতা হযরত শাহ্ জালাল রহমতুল্লাহি আলাইহের ইতিহাস। ৭১০ হিযরীর পর শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন হযরত বুড়াপীর রহমতুল্লাহ আলাইহে, এভাবে তূর্কিদের পর ইংরেজ শাসন আমলের শুরুতে প্রথম খলিফা হন হযরত শাহ্ নুহ্ জালাল রহমতুল্লাহি আলাইহে। এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে কবরপূজা ছিলনা তো তখনো সিলেট নগরীর এমন জৌলুস ছিলনা, এদের মধ্যে শাসনের সাথে কবর বা ক্রুশ পূজার আমদানী করেন গড়গাঁও সদরে নিযুক্ত হেমটন ও প্যাটেল নামক পাদ্রী সাহেবান। শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের সিলেট উপকেন্দ্রটি হয়ে উঠে ভারতীয় মুসলমানদের ঈমান ও সম্পদ চুরির কারখানা। হযরত শাহ্ নুহ্ জি ইন্দু-বৃটিশ জমিদার হওয়া স্বত্তেও বুঝেছিলেন যে, এটা হতে যাচ্ছে বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের

চালিকাশক্তি আর এজন্য তিনি উম্মতে মোহাম্মদী মসীহের আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সহ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তখনই, সেই হতে তাঁর এই কথিত ফকির বিদ্রোহকে উত্তরোত্তর গতিশীল করে সামনে নিয়ে যান সদরের পরবর্তী খলিফাগন, উল্লেখযোগ্য হযরত শাহ্ নূর জালাল, হযরত বাদল্লাহ ফকির, হযরত রাজা ফকির, হযরত ইউসুফ ফকির রহমতুল্লাহি আলাইহে। বৃটিশ দুঃশাসনের পতন হলে শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের প্রথম খলিফা হন হযরত গোলাম হোসেন ফকির রহমতুল্লাহি আলাইহে, এভাবে হযরত বুড়াপীর হতে ৩৯তম খলিফা অধ্যক্ষ ইসমাঈল ফকির রহমতুল্লাহি আলাইহে শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের ব্যাপক সংস্কার করেন, প্রচলিত পীরপ্রথাকে বিদায় জানান, অষ্টম হিযরীর পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের সম্মানার্থে প্রথাগত সমস্ত কর্মকান্ডের সমাপ্তি ঘোষনা করেন, 'শাহনুজিয়াইল'কে কেবল বংশীয়-পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও গৃ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা হিসাবে সংরক্ষন করেন, 'খলিফা' শব্দের স্থলে ব্যবস্থাপনা প্রধানের জন্য 'সভাপতি' শব্দের প্রচলন করেন। শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদরের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ওহি-এলহামের ভিত্তিতে 'ফুয়াদ আহমদ' নামে সেই সুমহান ভবিষ্যতবা পূর্ন হওয়ার কথা প্রচার করে আসছিলেন, বরং হযরত রাজা ফকির রহমতুল্লাহ আলাইহে হতেই নিকটবর্তী 'নাগের গাঁও' গ্রামের হযরত খান বাহাদুর রঈছ উদ্দিন খাঁ সাহেবানের মাধ্যমে হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকেই সেই প্রতিশ্রুত পাকাত্মা-ফুয়াদ আহমদ হিসাবে সত্যায়ন করে আসছিলেন। ধারনা করা হচ্ছিল যে, ইঞ্জিল শরীফ হতে কোরান শরীফে ফুয়াদ আহমদ বা প্যারাক্লিট-প্যারাক্লিটাস নামক এক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের আগমন প্রতিশ্রুত ছিল যে, নিঃসন্দেহে ইনিই তিনি। আল্লাহর কসম, আমার আত্মায় সুদীর্ঘকাল যাবত এই এলহাম হচ্ছে যে, 'কোন সন্দেহ নাই তুমি প্রতিশ্রুত ফুয়াদ আহমদ'। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামই খাতামাল খুলাফা, পূর্ববর্তী তেরশত বছরে ন্যূনতম তেরটি মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এখনো বিভ্রান্তিকরভাবে নিকাড জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রসূল হওয়া অব্যাহত আছে। প্রত্যেকটির ইতিহাসেই সদর-খদ্দিনিশিনদেরকে খলিফা বলা হতো, হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের মাদুর মিনাল্লাহ দাবী সত্যায়নের পূর্ব পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতেও ভাবা হতো ঠিক এমনটাই, এভাবেই প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন হযরত হাকিম নূরুদ্দিন রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবারো প্রকারান্তরে এমন দুর্ভাবনার আশঙ্কা রয়ে গেছে যদিনা অন্তত পরবর্তী প্রত্যেক হিযরী শতকের শিরোভাগে এক-একজন মুসলেহ-মুজাদ্দিদ প্রত্যাদিষ্ট হতে থাকেন, প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন তো আবির্ভূত হতেই থাকছেন কিন্তু পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগনের কথিত খলিফাগন তাঁদেরকে নানান অজুহাতে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন না। আজ আহমদীদের যে অংশে ঐসকল মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমানসমূহের চেয়ে গীর্জাসমূহ গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে তারা খলিফাতুল মসীহ পোপকে নিয়েই সম্প্রীতির পশ্চিমা ললিপপ চুষতে থাকবে। সমাগত প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদিয়াতে সদর আঞ্জুমানের দারুত

তবলীগ বলতে বুঝানো হবে এখেকে ঐসকল মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমানসমূহের প্রবেশদ্বারকেই, খ্রিষ্টিয় গীর্জাসমূহের নতুন কেন্দ্র রিপাবলিকান হোয়াইট হাউস নয়। শাহনুজিয়াইল-গড়গাও সদর হতে সবশেষে যে পরিবারটি বি বাড়ীয়ার পুরাতন পথ ধরে ফরিদপুরের টুঙ্গাপাড়ায় পৌচেছে, সেই পরিবারটির দোয়া ছিল তথকালিন পরাশক্তি তুর্কি সালতানাতের স্থলে ভূষিত হওয়ার। অস্টম হিযরির ৩৬০ পরিবার ৭০০ বছরে এখন এক গৃতান্ত্রিক জাতি যা আবহমান কাল হতে বাঙ্গালী নামে পরিচিত হয়ে আসছে। বঙ্গভবন এই সদর আঞ্জুমানের আনুগত্য ছাড়া কাঙ্খিত বঙ্গরাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠায় অক্ষম, অপারগ হবে শাহনুজিয়াইল মজলিস করপরদাযের নাজের সিপা'র দায়িত্ব পালনে। দৃষ্টি খোদার নাগাল পায়না কিন্তু দৃষ্টির কাছেই খোদা ধরা দেয়।

১১৪. অধ্যক্ষ ইসমাঈল ফকির রচিত নক্শবন্দীয়া ভাবধারার দুই কিতাব

ভাবনাদ-সুফিবাদের মুজাদ্দিদিয়া আহমদীয়া ও মুজাদ্দিদিয়া নিযামিয়া ধারার পর মুজাদ্দিদিয়া নক্শবন্দীয়া ধারার পীর-খদ্দিনিশিনদেরকে আমাদের স্যাকুলার মুসলিম জামাতে স্বাগতম। বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনে সংরক্ষিত 'বাংলা সাহিত্যের নক্শ বন্দীয়া ধারা --উনবিংশ' কিতাবের রচয়িতা অধ্যক্ষ ইসমাইল ফকির, এই কিতাবের অতিন্দ্রীয় দিক বিশ্লেষন করেছে বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত তাঁরই 'বিশ্বনবীর জ্যোতির দেহ' নামক আরেক অসাধারন কিতাব। বাংলা সাহিত্যের নক্শবন্দীয়া ধারায় প্রবেশ করলে নক্শবন্দীয়া ভাবধারায় প্রবেশের আর বাঁকি থাকে কি? তিনি জন্মগতভাবে নিযামিয়া ভাবধারার পীর-পয়গাম্বর হলেও আর কেউ তাঁকে আহমদীয়া ভাবধারার ধারী সাব্যস্থ করে থাকলেও তাঁর এই কিতাব দুটি তাঁকে নক্শবন্দীয়া ভাবধারাকেই সমাধিক উজ্জিবিত পীর-পয়গাম্বর হিসাবে পরিচয় করায়। গত শতাব্দির বিখ্যাত মুফাস্সিরে কোরান মৌলবী মোহাম্মাদ আলী লাহোরী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার বড় মাওলানা খ্যাত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ, খাজা কামাল উদ্দিন প্রমূখের লাহোরিয়ান আহমদীয়া মতাদর্শে উজ্জিবিত শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমানের শেষ খলিফা ছিলেন অধ্যক্ষ ইসমাঈল ফকির সাহেব, একইসাথে একইভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল মুজাদ্দিদিয়া নক্শবন্দীয়া ভাবাদর্শও। ফকির সাহেবের নক্শবন্দীয়া গাজী-কালু পৌরনিক মূলতঃ এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মিয় পরিভাষায় প্রচারিত খ্রিষ্টধর্মের ইসলামী পরিভাষায় রুপান্তর মাত্র। শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমানের বীর পাইক আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, মুন্সি আজিমুদ্দিন, হাসিমুদ্দিন প্রমুখ অগ্রজের দ্বারা মুজাদ্দিদিয়া নক্শবন্দীয়া ধারা বর্ননায় বিখ্যাত গাজী-কালু চম্পাবতী পুঁথিতে বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সাধুগনের চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ ঠিক রেখে ইসলামি পরিভাষায় নাম ভিন্ন করা হয়েছে মাত্র, যেভাবে রামায়নের রচয়িতা দস্যু রত্নাকর বা বাল্মীকির চরিত্রে রুপায়িত করা হয়েছে নিযাম ডাকাত বা নিযামুদ্দিন আওলিয়ার চরিত্র। গাজী-কালু চম্পাবতী পুঁথিতে গাজী এবং কালু চরিত্র দুটি